নভেম্বর, ২০২৬

সাপ্তাহিক
ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
NEWSPAPER FROM THE HEART OF AMERICA

ক্ষমতার রাজনীতি এবং আমাদের বিশ্বের ভবিষ্যৎ



সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্বের এখন আরও ক্ষমতার প্রয়োজন নেই, বরং আরও মানবতার প্রয়োজন।

> যুদ্ধের মানচিত্র বড় হচ্ছে, নিরাপত্তা বাড়ছে না!!

CALIFORNIA'R CHITHI MAGAZINE | 9 789998 765432 (PRINTED EDITION)


BUILD
BRANDS.
বিশ্বময় সত্যের মুখোমুখি
THE WEEKLY CALIFORNIER
ক্যালিফোর্নিয়ারচিঠি
বিশ্বময় সত্যের মুখোমুখি
THE WEEKLY DIGITAL
ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
californierchithi.com

EAGLESBOOST.COM

EAGLES BOOST



Let’s build the future of digital services together.

বিশ্বময় সত্যের মুখোমুখি
WEEKLY DIGITAL
সাপ্তাহিক ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
সংবাদপত্র আমেরিকার হৃদয় থেকে

মোবাইল অ্যাপস

অ্যাপ স্টোরে পাবেন | গুগল প্লে স্টোরে পাবেন

সম্পাদক ও প্রকাশক
মাহবুব আহমেদ

নিবন্ধিত
যুক্তরাষ্ট্রের বাংলা ভাষার সংবাদপত্র
ক্যালিফোর্নিয়া, যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত।

প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় ও কারিগরি ব্যবস্থাপনায়
ইগলস বুস্ট এন্ড হোস্ট ট্রাইবিউন কোম্পানি

পরিচালিত হয়
Amazon Web Services (AWS)

প্রকাশিত ও নিয়ন্ত্রিত
The Time Innovations LLC.

সম্পাদকীয় যোগাযোগ
editor@californierchithi.com
californierchithi@gmail.com
(818) 334-7704

ক্যালিফোর্নিয়া, যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত
এবং বিশ্বব্যাপী পাঠকদের জন্য।

আমাদের লক্ষ্য

আমরা সব ধরনের সংবাদ, ফটোগ্রাফ, গ্রাফিক্স, ভিডিও ও অন্যান্য প্রকাশিত সামগ্রী কপিরাইট আইনের আওতায় সুরক্ষিত রাখি। অনুমতি ছাড়া কোনো প্রকার পুনরুৎপাদন, বিতরণ, প্রকাশনা বা কোনো কনটেন্টের প্রচার কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

সম্পাদকীয় বিষয়ক অনুসন্ধান, সংবাদ টিপস, বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত সুযোগ এবং পাঠকের মতামত পেতে আমাদের সম্পাদকীয় টিমের সাথে যোগাযোগ করুন।

আপনার বিশ্বাসযোগ্য বিশ্বসংবাদ এর উৎস।

ক্যালিফোর্নিয়া ভিত্তিক আন্তর্জাতিক অনলাইন সংবাদপত্র। স্থানীয় কণ্ঠস্বর, বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি, এবং বিশ্বাসযোগ্য সাংবাদিকতা— আমাদের অঙ্গীকার।

© ২০২৬ সাপ্তাহিক ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি সংবাদপত্র। সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।



বিশ্বময় সত্যের মুখোমুখি
WEEKLY DIGITAL
সাপ্তাহিক ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
সংবাদপত্র আমেরিকার হৃদয় থেকে

MOBILE APPS

Coming Soon on the App Store | Coming Soon on Google Play

EDITOR & PUBLISHER
Mahbub Ahmed

REGISTERED
The Bangla Voice of The USA Page Newspaper.
California, United States of America.

IT MANAGEMENT & TECHNICAL OPERATIONS
Eagles Boost & Host tribune Company

POWERED BY
Amazon Web Services (AWS)

PUBLISHED, MANAGED & CONTROLLED BY
The Time Innovations LLC.

EDITORIAL CONTACT
editor@californierchithi.com
californierchithi@gmail.com
(818) 334-7704

Published from California, USA. Serving Readers Worldwide.

Our Mission

All articles, photographs, graphics, videos, and other published materials are protected under applicable copyright laws. Unauthorized reproduction, distribution, republication, or transmission of any content without prior written permission is strictly prohibited.

For editorial inquiries, news tips, advertising opportunities, partnerships, or feedback, please contact our editorial team.

Your Trusted Source for Global News.

CALIFORNIA-BASED INTERNATIONAL ONLINE NEWSPAPER DELIVERING GLOBAL NEWS, LOCAL VOICES, AND TRUSTED JOURNALISM.

© 2026 WEEKLY CALIFORNIER CHITHI NEWSPAPER. ALL RIGHTS RESERVED.



ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
বিশ্বময় সত্যের মুখোমুখি

সাপ্তাহিক

এআই ঝুঁকি নিয়ে মাইকেল আই. জর্ডানের সতর্কবার্তা

তিন পুরস্কারে ভিএমএ ইতিহাসে - টেলর সুইফট









হুমকি নাকি কূটনীতি?

- ০৪

জেএফকে বিমানবন্দরে ইউনূসকে ঘিরে বিক্ষোভ, নিন্দা ১২ সাবেক উপদেষ্টার

নিউইয়র্ক বিশ্বের এক নম্বর শহর, মামদানির নীতির প্রভাব কী?

মেডিকেয়ার গ্রাহকদের ৯০ ডলার দেবে ট্রাম্প প্রশাসন

লস অ্যাঞ্জেলেস মেয়র নির্বাচন: কে এগিয়ে — ব্যাস না রামান?

বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন স্থগিত

প্রবাসে বাংলার শারদোৎসব: টাইমস স্কোয়ারে দ্বিতীয়বারের আয়োজন

বেজোসের তিন দিনের কর্মসপ্তাহ: এআই কি সত্যিই কাজ কমাবে?

পরিমনি ও মেহজাবীন এর ভুয়া অন্তরঙ্গ ভিডিও, সত্যিকারের ক্ষতি: তারকারা আক্রান্ত, ঝুঁকি সবার

এআই ঝুঁকি নিয়ে মাইকেল আই. জর্ডানের সতর্কবার্তা

সম্পাদকঃ মাহবুব আহমেদ

বাংলাদেশি-আমেরিকান উদ্যোক্তা | লেখক | সম্পাদক ও নাগরিক অধিকারকর্মী।

ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
বিশ্বময় সত্যের মুখোমুখি

সাপ্তাহিক

ফিফা সভাপতির ১৭ লাখ ডলারের অর্থপ্রাপ্তি, প্রশ্নের মুখে স্বচ্ছতা

বিশ্বকাপে রেকর্ড পুরস্কারের বৃষ্টি: স্পেন পেল শতকোটি ডলারের গৌরব, কিন্তু ফুটবলের এই অর্থবিপ্লব কি সত্যিই সবার জন্য?

ফ্রান্সের বিক্ষোভে সহিংসতা, ইউরোপজুড়ে বাড়ছে জীবনযাত্রার ব্যয় নিয়ে ক্ষোভ









টাইগার শ্রফকে ঘিরে হামলার তদন্তে নতুন তথ্য, অন্য তারকাদের নিরাপত্তা নিয়েও উদ্বেগ

- ০৪

অস্কারে বাংলাদেশের ছবি ‘রইদ’, পরিচালক মেজবাউর রহমান সুমন

কারিনা কাপুর: ২৫ বছরের অভিনয়যাত্রা, নতুন চ্যালেঞ্জে ‘দাইরা’

ভালোবাসা, গোপনীয়তা ও মনোযোগের অর্থনীতি

অভিনয়ের বাইরেও সাফল্যের গল্প, সামান্থার পারফিউম ব্র্যান্ডের আয় ১২০ কোটি রুপি

প্রবাসে বাংলার শারদোৎসব: টাইমস স্কোয়ারে দ্বিতীয়বারের আয়োজন

বিদায়, মেসি—কিন্তু কিংবদন্তির কোনো বিদায় নেই।

ক্যালিফোর্নিয়ার পেরিসে ১৪ নভেম্বর এমভিএসসির ক্রীড়া-সাংস্কৃতিক উৎসব

বালোগুন বিতর্কের পর নিয়ম বদলাতে পারে ফিফা

সাহিত্য সাময়িকী

সম্পাদকীয়



সম্পাদকঃ মাহবুব আহমেদ

গত সপ্তাহের বিশ্বসংবাদে একই সঙ্গে দুটি ছবি ফুটে উঠেছে: যুদ্ধ আরও ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা, আর যুদ্ধ থামাতে দেরিতে হলেও কূটনীতির চেষ্টা। ইরানকে ঘিরে নতুন হামলার হুমকি, সুদানে দুর্ভিক্ষের ঝুঁকি, গাজায় খাদ্যসহায়তা কমে যাওয়া এবং ইউক্রেন–রাশিয়া আলোচনার সম্ভাবনা—প্রতিটি ঘটনাই মনে করিয়ে দেয়, যুদ্ধের মূল্য কোনো রাষ্ট্রনেতার ভাষণে মাপা যায় না। তার আসল হিসাব থাকে মানুষের ঘর, খাবার, নিরাপত্তা ও ভবিষ্যতের মধ্যে।

ইরান–যুক্তরাষ্ট্র আলোচনা অচলাবস্থায়। তেহরান হরমুজ প্রণালি খুলে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে, তবে শর্ত ও নিয়ন্ত্রণ নিয়ে দুই পক্ষের অবস্থান দূরে। একই সময়ে ওয়াশিংটন ও তেহরান থেকে নতুন সামরিক পদক্ষেপের ইঙ্গিত এসেছে। ২৩ অক্টোবর ইস্তাম্বুলে ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের আট দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলকে নতুন হামলা থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন; তাঁদের আশঙ্কা, নতুন আক্রমণ সংঘাতকে আরও বিস্তৃত করবে এবং জ্বালানির বাজারে চাপ বাড়াবে।

আমাদের সম্পাদকীয় অবস্থান স্পষ্ট: নতুন সামরিক হামলা কোনো পক্ষের রাজনৈতিক দৃঢ়তা প্রমাণের উপায় হতে পারে না। যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা-উদ্বেগ, ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি এবং উপসাগরীয় দেশগুলোর ওপর হামলার হুমকি বাস্তব আলোচনার বিষয়। একই সঙ্গে, যুদ্ধের প্রথম আঘাত, পাল্টা হামলা এবং বেসামরিক মানুষের ক্ষয়ক্ষতির জন্য প্রত্যেক পক্ষকে জবাবদিহি করতে হবে। আত্মরক্ষার দাবি কোনো পক্ষকেই বেসামরিক মানুষের জীবন ও আন্তর্জাতিক আইন উপেক্ষার অধিকার দেয় না।

আরও উদ্বেগজনক হলো, এই যুদ্ধের ভবিষ্যৎ নিয়ে সিদ্ধান্ত যেন যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনী ক্যালেন্ডারের ছায়ায় পড়ছে। রয়টার্সের ২০ অক্টোবরের প্রতিবেদনে ইরানি কর্মকর্তারা বলেছেন, তেহরান মার্কিন মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে আলোচনায় দ্রুত সমঝোতায় আগ্রহী নয়; প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, উভয় পক্ষই নতুন হামলার আশঙ্কা করছে। এসব বক্তব্য পক্ষের মূল্যায়ন ও নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সূত্রের ওপর নির্ভরশীল—তবে এগুলো একটি বড় বিপদ দেখায়: যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নে রাজনৈতিক লাভ-ক্ষতির হিসাব মানুষের নিরাপত্তার ওপরে উঠে যেতে পারে।

সুদানে গত সপ্তাহের সতর্কবার্তা আরও নির্মম। ইউরোপীয় কমিশন ও অংশীদারদের যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ১ কোটি ৯৫ লাখ মানুষ তীব্র খাদ্য-অনিরাপত্তায় ভুগছেন; তাঁদের মধ্যে ৫০ লাখ জরুরি পর্যায়ের ক্ষুধার মুখে। সংঘাত খাদ্য উৎপাদন ও বাজার ভেঙেছে, মানুষকে বাস্তুচ্যুত করেছে এবং সহায়তা পৌঁছানো কঠিন করেছে। খরা পরিস্থিতিকে আরও খারাপ করছে। সুদানের যুদ্ধরত পক্ষগুলোর দায় তাই শুধু অস্ত্র নামানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়—মানবিক সহায়তা অবাধে পৌঁছাতে দেওয়াও তাদের জরুরি কর্তব্য।

গাজায় যুদ্ধবিরতির মধ্যেও মানবিক নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি অর্থের ঘাটতির কারণে এ মাসে গাজায় খাদ্যসহায়তা পাওয়া মানুষের সংখ্যা ১৬ লাখ থেকে কমিয়ে ১১ লাখ করেছে; পশ্চিম তীরেও সহায়তা কমেছে। সংস্থাটির হিসাবে, গাজার ১৪ লাখ মানুষ এখনো সংকট পর্যায়ের বা তার চেয়ে গুরুতর খাদ্য-অনিরাপত্তায় রয়েছেন। যুদ্ধবিরতি যদি ক্ষুধা, অনিরাপদ আশ্রয় ও ত্রাণের অনিশ্চয়তা দূর করতে না পারে, তবে তাকে শান্তির পূর্ণ প্রতিশ্রুতি বলা যায় না।

ইউক্রেনে সম্ভাব্য নতুন শান্তি-আলোচনার খবর আশার দরজা খুলেছে। রাশিয়া ও ইউক্রেন একটি বিচ্ছিন্ন শহরে মানবিক সহায়তা পৌঁছাতে স্থানীয় যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়েছে, আর নভেম্বরের মাঝামাঝি নতুন আলোচনার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। কিন্তু ভূখণ্ড ও ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা-গ্যারান্টি নিয়ে দুই দেশের অবস্থান এখনো মৌলিকভাবে আলাদা; আলোচনার কথা ওঠার পরও կիևի ওপর հարձակում হয়েছে। কূটনীতিকে এগিয়ে নিতে হবে, কিন্তু ইউক্রেনের মানুষ ও সরকারকে বাদ দিয়ে তাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করা যাবে না। একইভাবে, আলোচনার টেবিল যেন দখলদারিত্বকে পুরস্কৃত করার মঞ্চে পরিণত না হয়।

এই সপ্তাহের ঘটনাগুলো জাতিসংঘের সীমা ও প্রয়োজন—দুটিই সামনে এনেছে। নিরাপত্তা পরিষদের ভেটো-ব্যবস্থা শক্তিধর রাষ্ট্রকে সিদ্ধান্ত আটকে দেওয়ার সুযোগ দেয়; কিন্তু জাতিসংঘের মানবিক সংস্থা, পর্যবেক্ষক ও কূটনীতিকেরা এখনও তথ্য যাচাই, ত্রাণ সমন্বয় এবং আলোচনার পথ তৈরিতে অপরিহার্য। জাতিসংঘকে শক্তিশালী করার দাবি তাই শুধু কাঠামো সংস্কারের প্রশ্ন নয়—স্থায়ী সদস্যদের নিজেদের স্বার্থের বাইরে গিয়ে নিয়ম মানার প্রশ্নও।

বিশ্বের সামরিক ব্যয় ২০২৫ সালে ২ দশমিক ৮৮৭ ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে, SIPRI-এর হিসাবে টানা এগারো বছর ধরে তা বাড়ছে। অথচ একই বিশ্বে গাজায় খাদ্যসহায়তা কমছে, সুদানে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা বাড়ছে, আর লাখো মানুষ নিরাপদ আশ্রয় হারাচ্ছেন। এই বৈপরীত্যের কোনো সহজ সমাধান নেই; কিন্তু অগ্রাধিকারের প্রশ্নটি এড়ানো যায় না। অস্ত্র কেনার সিদ্ধান্ত রাজনৈতিকভাবে দ্রুত নেওয়া হয়, আর ক্ষুধার্ত মানুষের জন্য অর্থ জোগাড় করতে আন্তর্জাতিক সম্মেলন ও আবেদন লাগে—এই ব্যবধানই বিশ্বব্যবস্থার নৈতিক সংকট।

আমরা সব পক্ষের কাছে তিনটি জরুরি দাবি জানাই: নতুন হামলা বন্ধ করে আলোচনায় ফিরতে হবে; বেসামরিক মানুষ ও মানবিক সহায়তাকে সব সামরিক হিসাবের বাইরে সুরক্ষা দিতে হবে; এবং যুদ্ধবিরতির প্রতিটি লঙ্ঘন ও সম্ভাব্য আন্তর্জাতিক অপরাধের স্বাধীন তদন্ত নিশ্চিত করতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ দায় আছে, কারণ ইরান যুদ্ধে তারা সরাসরি অংশ নিয়েছে এবং কূটনৈতিকভাবে প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতাও তাদের আছে। সেই ক্ষমতার সবচেয়ে দায়িত্বশীল ব্যবহার হবে যুদ্ধকে আরও বাড়ানো নয়—যুদ্ধ থামানোর জন্য চাপ, নিশ্চয়তা ও জবাবদিহি তৈরি করা।

শান্তি মানে কেবল গোলাগুলি সাময়িক থামা নয়। শান্তি তখনই অর্থবহ, যখন মানুষ নিরাপদে ঘরে ফিরতে পারে, শিশু স্কুলে যেতে পারে, ত্রাণ পৌঁছায়, এবং কোনো পক্ষই আইনের ঊর্ধ্বে থাকে না। গত সপ্তাহের সংবাদ আমাদের এই কথাই আবার মনে করিয়ে দিয়েছে: যুদ্ধ শুরু করার সিদ্ধান্ত কয়েকজন নিতে পারেন; তার মূল্য দেয় অসংখ্য সাধারণ মানুষ। সেই মূল্যকে আর স্বাভাবিক বলে মেনে নেওয়া যায় না।

ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি

বিশ্বময় সত্যের মুখোমুখি



“পাকিস্তান ভাঙার অপরাধে এদেশে একদিন মুক্তিযোদ্ধাদের ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হবে।

— হুমায়ুন আজাদ

আমাদের ক্ষমা কররেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মানিক পশারী।
আপনি হারেননি, জাতি হিসেবে আমরা হেরে গেছি
রাজাকারদের কাছে।

মানিক পশারী

'৭১-এর বীর মুক্তিযোদ্ধা | সংগ্রামী স্বাধীনতাকামী

CALIFORNIER CHITHI.COM

যুক্তরাষ্ট্র ডেস্ক। সাপ্তাহিক ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি

হুমকি নাকি কূটনীতি?

ইরানকে ঘিরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অবস্থান আবারও আন্তর্জাতিক কূটনীতির আলোচনার কেন্দ্রে। ট্রাম্প দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছেন, ইরানকে কোনোভাবেই পারমাণবিক অস্ত্র অর্জন করতে দেওয়া হবে না। তবে একই সঙ্গে আলোচনা, সামরিক চাপ ও কূটনৈতিক সমঝোতা নিয়ে তাঁর বক্তব্যে সময়ে সময়ে পরিবর্তন দেখা গেছে। সমর্থকদের কাছে এটি কৌশলগত নমনীয়তা; সমালোচকদের কাছে এটি নীতিগত অস্পষ্টতার উদাহরণ।

ইরান নীতিকে বুঝতে হলে শুধু ট্রাম্পের কোনো একটি বক্তব্যের দিকে তাকালে হবে না। মধ্যপ্রাচ্যের নিরাপত্তা, ইসরায়েল-ইরান উত্তেজনা, জ্বালানি বাজার, চীন ও রাশিয়ার ভূমিকা এবং মার্কিন অভ্যন্তরীণ রাজনীতি—সবকিছু মিলিয়েই এই নীতির বৃহত্তর প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছে। ট্রাম্প প্রশাসনের মূল বার্তা হলো, শক্তিশালী চাপের মাধ্যমে ইরানকে পারমাণবিক অস্ত্র থেকে দূরে রাখা এবং একই সঙ্গে প্রয়োজনে আলোচনার সুযোগ খোলা রাখা।



ট্রাম্পের কৌশলের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো চাপ সৃষ্টি। তাঁর সমর্থকদের মতে, অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক চাপের পাশাপাশি সামরিক সক্ষমতার প্রদর্শন ইরানের কৌশলগত হিসাব বদলাতে পারে।

তাঁরা “Peace Through Strength” নীতিকে দীর্ঘমেয়াদে সংঘাত ঠেকানোর উপায় হিসেবে দেখেন। অন্যদিকে সমালোচকদের আশঙ্কা, অতিরিক্ত সামরিক চাপ নতুন সংঘাতের ঝুঁকি বাড়াতে পারে।

ইরান ইস্যুর গুরুত্ব শুধু পারমাণবিক কর্মসূচিতে সীমাবদ্ধ নয়। পারস্য উপসাগরের নিরাপত্তা, হরমুজ প্রণালী, বৈশ্বিক জ্বালানি সরবরাহ এবং ইসরায়েল-ইরান প্রতিদ্বন্দ্বিতার সঙ্গেও এটি সরাসরি যুক্ত।

হরমুজ প্রণালীতে বড় ধরনের উত্তেজনা তৈরি হলে তেলসহ বৈশ্বিক জ্বালানি বাজারে দ্রুত প্রভাব পড়তে পারে। ফলে ইরান সংকট মধ্যপ্রাচ্যের বাইরেও বিশ্ব অর্থনীতিকে প্রভাবিত করতে পারে।

এই সংকটের পেছনে রয়েছে দীর্ঘ ইতিহাস। ২০১৮ সালে ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রকে ইরানের পারমাণবিক চুক্তি, JCPOA, থেকে প্রত্যাহার করেন। তাঁর যুক্তি ছিল, চুক্তিটি ইরানের পারমাণবিক ও আঞ্চলিক কর্মকাণ্ডের ঝুঁকি যথেষ্টভাবে মোকাবিলা করতে পারেনি।

পরবর্তী সময়ে ইরানও চুক্তির কিছু সীমাবদ্ধতা থেকে সরে আসে। ফলে দেশটির পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে আন্তর্জাতিক উদ্বেগ আরও বেড়ে যায়।

তবে ট্রাম্পের বর্তমান কৌশলকে শুধু সামরিক হুমকি বা কূটনীতি—কোনো একক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা কঠিন। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে শক্তি ও আলোচনা প্রায়ই পাশাপাশি কাজ করে।

মূল প্রশ্ন এখন একটাই—ট্রাম্পের চাপ কি আলোচনার মাধ্যমে স্থায়ী সমাধানের পথ তৈরি করবে, নাকি অনিশ্চয়তা আরও বাড়াবে?

এর উত্তর নির্ভর করবে ইরানের প্রতিক্রিয়া, যুক্তরাষ্ট্রের পরবর্তী পদক্ষেপ এবং আন্তর্জাতিক মিত্রদের ভূমিকার ওপর। শেষ পর্যন্ত ইরান সংকটের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে শক্তি, কূটনীতি ও রাজনৈতিক বাস্তবতার সূক্ষ্ম ভারসাম্য।

জেএফকে বিমানবন্দরে ইউনূসকে ঘিরে বিক্ষোভ, নিন্দা ১২ সাবেক উপদেষ্টার

যুক্তরাষ্ট্র ডেস্ক।সাপ্তাহিক ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি

পূর্ণ প্রতিবেদন

নিউইয়র্কে মুহাম্মদ ইউনূসকে ঘিরে বিক্ষোভের ঘটনায় নিন্দা জানিয়েছে তাঁর অন্তর্বর্তী সরকারের ১২ সাবেক উপদেষ্টা। জড়িতদের শনাক্তে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগের নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ সরকার।

নিউইয়র্কের জন এফ কেনেডি (জেএফকে) বিমানবন্দরে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের সাবেক প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসকে ঘিরে বিক্ষোভের ঘটনা রাজনৈতিক অঙ্গনে আলোচনার জন্ম দিয়েছে। এ ঘটনায় নিন্দা জানিয়েছেন তাঁর সরকারের ১২ সাবেক উপদেষ্টা। একই সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত ও আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার উদ্যোগ নিতে নিউইয়র্কে বাংলাদেশ মিশনকে নির্দেশ দিয়েছে

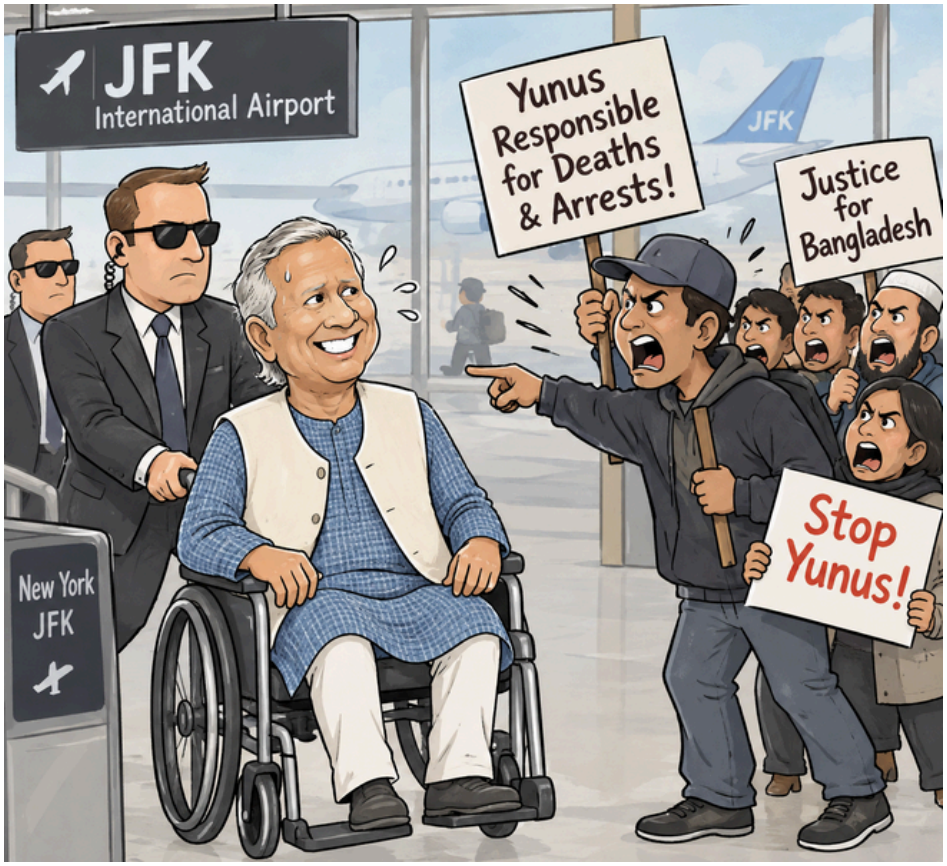

বিমানবন্দরে কী ঘটেছিল

প্রকাশিত সংবাদ প্রতিবেদন অনুযায়ী, সোমবার, ১২ অক্টোবর, স্থানীয় সময় বিকেল পৌনে চারটার দিকে হুইলচেয়ারে বিমানবন্দর থেকে বের হওয়ার সময় ইউনূসকে ঘিরে কয়েকজনকে স্লোগান ও অভিযোগ করতে দেখা যায়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে তাঁকে লক্ষ্য করে আক্রমণাত্মক বক্তব্য শোনা যায়। পরিস্থিতির মধ্যে তাঁকে আবার টার্মিনালের ভেতরে নেওয়া হয়।

বিক্ষোভকারীদের বক্তব্যে বাংলাদেশে মৃত্যু ও গ্রেপ্তারের জন্য ইউনূসকে দায়ী করার অভিযোগও ছিল। তবে এসব বক্তব্য বিক্ষোভকারীদের দাবি; স্বাধীনভাবে প্রমাণিত তথ্য নয়। সংবাদ প্রতিবেদনে ঘটনাস্থলে ইউনূস সেন্টারের নির্বাহী পরিচালক লামিয়া মোরশেদের উপস্থিতির কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।

১২ সাবেক উপদেষ্টার নিন্দা

মঙ্গলবার দেওয়া যৌথ বিবৃতিতে সাবেক উপদেষ্টারা ইউনূসকে ঘিরে হয়রানি, অনলাইনে অপপ্রচার ও ব্যক্তিগত হুমকির নিন্দা জানান। তাঁদের মতে, এ ধরনের কর্মকাণ্ড রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি এবং অন্তর্বর্তী সরকারের গ্রহণযোগ্যতা ক্ষুণ্ন করার চেষ্টা।

ঢাকার প্রতিক্রিয়া

রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা বিএসএসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নিউইয়র্কে বাংলাদেশ মিশনকে স্থানীয় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করে জড়িতদের শনাক্ত ও আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার উদ্যোগ নিতে বলেছে।

পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির জানিয়েছেন, বিষয়টি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে জোরালোভাবে তুলে ধরবে ঢাকা। তবে বিক্ষোভে অংশ নেওয়া ব্যক্তিদের পরিচয়, তাঁদের বিরুদ্ধে কোনো আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের হয়েছে কি না এবং মার্কিন কর্তৃপক্ষ কী পদক্ষেপ নিয়েছে—এসব বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তথ্য প্রকাশিত হয়নি।

স্বাধীন তদন্তের অপেক্ষা

ঘটনাটি রাজনৈতিক প্রতিবাদ, ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও মতপ্রকাশের অধিকার নিয়ে নতুন প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। বিদেশের মাটিতে কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে ঘিরে বিক্ষোভের ক্ষেত্রে একদিকে যেমন প্রতিবাদ জানানোর অধিকার গুরুত্বপূর্ণ, অন্যদিকে তেমনি ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও শালীন আচরণ নিশ্চিত করাও জরুরি। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ যাচাই ছাড়া সত্য হিসেবে গ্রহণ করা যেমন অনুচিত, তেমনি হয়রানি, হুমকি বা আক্রমণাত্মক আচরণের অভিযোগও যথাযথ তদন্তের মাধ্যমে খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।

ঘটনার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লেও, শুধু ভিডিওর ভিত্তিতে পুরো পরিস্থিতি সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো কঠিন। ঘটনার আগে-পরে কী ঘটেছিল, বিক্ষোভে অংশ নেওয়া ব্যক্তিদের প্রকৃত পরিচয় কী এবং তাঁদের বিরুদ্ধে কোনো আইনগত অভিযোগ আনা হয়েছে কি না—এসব বিষয় স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের বক্তব্য এবং নির্ভরযোগ্য তথ্য যাচাইয়ের মাধ্যমে ঘটনার পূর্ণ চিত্র সামনে আনা জরুরি।

এখন নজর থাকবে মার্কিন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষের প্রতিক্রিয়া, নিউইয়র্কে বাংলাদেশ মিশনের পদক্ষেপ এবং ঘটনার স্বাধীন যাচাইয়ের দিকে। তদন্তের মাধ্যমে অভিযোগের সত্যতা ও দায় নির্ধারিত হলে পরবর্তী আইনগত পদক্ষেপ নেওয়ার সুযোগ তৈরি হবে। একই সঙ্গে এ ঘটনা রাজনৈতিক মতপার্থক্য সামলাতে সংযম, পারস্পরিক সম্মান এবং আইনের প্রতি শ্রদ্ধার গুরুত্বও স্মরণ করিয়ে দেয়।

ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
বিশ্বময় সত্যের মুখোমুখি

নিউইয়র্ক বিশ্বের এক নম্বর শহর, মামদানির নীতির প্রভাব কী?

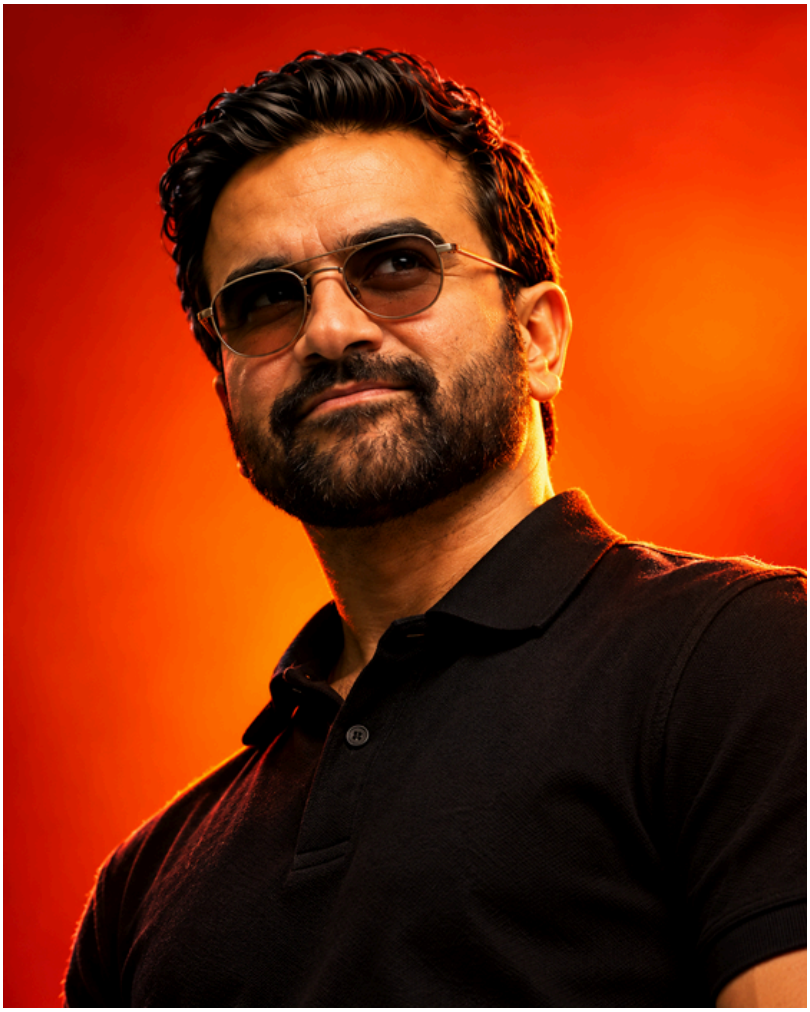

বিশ্বের এক হাজার শহরের মধ্যে নিউইয়র্ককে প্রথম স্থানে রেখেছে অক্সফোর্ড ইকোনমিক্সের ২০২৬ সালের গ্লোবাল সিটিজ ইনডেক্স। অর্থনীতি, মানবসম্পদ, জীবনমান, পরিবেশ ও প্রশাসন—এই পাঁচ ক্ষেত্রের সম্মিলিত মূল্যায়নে শহরটি লন্ডন ও প্যারিসকে পেছনে ফেলেছে। কিন্তু এই স্বীকৃতিকে মেয়র জোহরান মামদানির প্রশাসনের সাফল্য হিসেবে দেখানো বিভ্রান্তিকর: সূচকটি শহরের কাঠামোগত শক্তি ও সম্ভাবনা মূল্যায়ন করে, নতুন মেয়রের নীতির ফল আলাদা করে মাপে না।

মামদানি ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি দায়িত্ব নেন। তাঁর প্রশাসন ভাড়া স্থগিত, শিশুযত্নে সহায়তা, শ্রমিক ও ভোক্তা সুরক্ষা এবং সাশ্রয়ী খাদ্যের প্রতিশ্রুতি নিয়ে কাজ করছে। কিছু ব্যবস্থা কার্যকর হয়েছে, কিছু এখনো সীমিত পরিসরে চালু বা প্রস্তুতির পর্যায়ে; কয়েকটি উদ্যোগের বৈধতা আদালতে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। এই পার্থক্যটি গুরুত্বপূর্ণ—কারণ রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি, ঘোষিত কর্মসূচি ও মানুষের জীবনে প্রমাণিত ফল এক জিনিস নয়।

নিউইয়র্কের শক্তি, সূচকের সীমা

অক্সফোর্ড ইকোনমিক্স বলেছে, নিউইয়র্কের শীর্ষস্থানকে এগিয়ে নিয়েছে তার বিশাল অর্থনীতি ও শক্তিশালী শ্রমবাজার। যুক্তরাষ্ট্রের শহরগুলো সামগ্রিক সূচকে ভালো করেছে মূলত অর্থনীতি ও মানবসম্পদের স্কোরে। ২০২৬ সালের প্রথম দশে নিউইয়র্ক ছাড়াও রয়েছে সিয়াটল, সান ফ্রান্সিসকো, বোস্টন ও সান হোসে; লন্ডন ও প্যারিসও শীর্ষে। তবে একটি শহরের সামগ্রিক র‍্যাঙ্কিং তার প্রত্যেক বাসিন্দার জীবনমানের সরাসরি মাপকাঠি নয়। অর্থনীতি শক্তিশালী হতে পারে, অথচ আবাসন, খাদ্য ও শিশুযত্নের ব্যয় বহু পরিবারের সামর্থ্যের বাইরে থাকতে পারে। সূচকটি তুলনা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বোঝার একটি কাঠামো; শহরের সব বৈষম্য বা বাসিন্দার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এক সংখ্যায় ধরা পড়ে না।

তাই মামদানির প্রশাসনের নীতিগুলো নিউইয়র্ককে প্রথম স্থানে তুলেছে—এমন কোনো প্রমাণ সূচকটি দেয় না। নিউইয়র্কের আর্থিক কেন্দ্র, কর্মসংস্থান, বিশ্ববিদ্যালয়, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগ বহু বছরের গড়ে ওঠা শক্তি। মেয়রের নতুন কর্মসূচির প্রভাব নির্ণয় করতে লাগবে সময়, স্বতন্ত্র মূল্যায়ন এবং পরিবারের ব্যয় ও সেবাপ্রাপ্তির বাস্তব তথ্য।

ভাড়া স্থগিত: এক কোটি নয়, প্রায় ১০ লাখ অ্যাপার্টমেন্ট

তবে কি হচ্ছে?

তবে একটি শহরের সামগ্রিক র‍্যাঙ্কিং তার প্রত্যেক বাসিন্দার জীবনমানের সরাসরি মাপকাঠি নয়। অর্থনীতি শক্তিশালী হতে পারে, অথচ আবাসন, খাদ্য ও শিশুযত্নের ব্যয় বহু পরিবারের সামর্থ্যের বাইরে থাকতে পারে। সূচকটি তুলনা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বোঝার একটি কাঠামো; শহরের সব বৈষম্য বা বাসিন্দার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এক সংখ্যায় ধরা পড়ে না।

তাই মামদানির প্রশাসনের নীতিগুলো নিউইয়র্ককে প্রথম স্থানে তুলেছে—এমন কোনো প্রমাণ সূচকটি দেয় না। নিউইয়র্কের আর্থিক কেন্দ্র, কর্মসংস্থান, বিশ্ববিদ্যালয়, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগ বহু বছরের গড়ে ওঠা শক্তি। মেয়রের নতুন কর্মসূচির প্রভাব নির্ণয় করতে লাগবে সময়, স্বতন্ত্র মূল্যায়ন এবং পরিবারের ব্যয় ও সেবাপ্রাপ্তির বাস্তব তথ্য।

ভাড়া স্থগিত: এক কোটি নয়, প্রায় ১০ লাখ অ্যাপার্টমেন্ট

মামদানির প্রচারের অন্যতম বড় প্রতিশ্রুতি ছিল ভাড়া বৃদ্ধি স্থগিত করা। জুনে নিউইয়র্কের Rent Guidelines Board এক ও দুই বছরের নবায়ন চুক্তির জন্য ভাড়া বৃদ্ধির হার শূন্য নির্ধারণ করে। সিদ্ধান্তটি ১ অক্টোবর থেকে কার্যকর হয়েছে এবং প্রায় ১০ লাখ rent-stabilized অ্যাপার্টমেন্টে প্রযোজ্য—শহরের সব ভাড়াবাড়িতে নয়।

ভাড়াটিয়াদের পক্ষে যুক্তি হলো, বাড়িভাড়া স্থির রাখলে জীবনযাত্রার অন্য খরচ সামলানোর কিছুটা অবকাশ মিলতে পারে। কিন্তু ভাড়াটিয়াদের সমস্যার সবটাই ভাড়ার অঙ্ক নয়। রয়টার্সের মে মাসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, কিছু বাসিন্দা দীর্ঘদিনের মেরামত-সংকট, ছত্রাক, পোকামাকড় এবং বাড়িওয়ালার সঙ্গে রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে বিরোধের কথা বলেছেন। এমন পরিস্থিতিতে ভাড়া না বাড়ার পাশাপাশি নিরাপদ ও বাসযোগ্য বাড়ি নিশ্চিত করাও জরুরি।

অন্যদিকে, বাড়ির মালিকদের সংগঠনগুলো বলেছে, বীমা, কর ও ভবন রক্ষণাবেক্ষণের খরচ বাড়ছে। তাদের আশঙ্কা, আয় সীমিত থাকলে কিছু ভবনের রক্ষণাবেক্ষণ ও আবাসন সরবরাহ আরও চাপে পড়তে পারে। এই উদ্বেগ নীতির বাস্তব প্রভাব যাচাইয়ের অংশ—যদিও তা নিজে থেকে ভাড়া স্থগিতের বিরোধিতাকে প্রমাণ করে না।

মেডিকেয়ার গ্রাহকদের ৯০ ডলার দেবে “ট্রাম্প প্রশাসন”

হোয়াইট হাউস সংবাদ | যুক্তরাষ্ট্র ডেস্ক | সাপ্তাহিক ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি

২০ মিলিয়নের বেশি গ্রাহকের জন্য এককালীন সহায়তার ঘোষণা। তবে সবাই যোগ্য নন, আর এই অর্থে দীর্ঘমেয়াদে চিকিৎসাব্যয়ের চাপ কমবে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।



যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন মেডিকেয়ার পার্ট বি-তে নথিভুক্ত ২০ মিলিয়নের বেশি মানুষকে এককালীন ৯০ ডলার দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। হোয়াইট হাউসের ২ অক্টোবরের তথ্যপত্র অনুযায়ী, এই অর্থ চিকিৎসাবিমার মাসিক প্রিমিয়ামের খরচ সামলাতে সহায়তা করবে। অর্থ সরাসরি ব্যাংক হিসাবে জমা অথবা ডাকযোগে চেকের মাধ্যমে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

তবে ঘোষণার সময় পর্যন্ত অর্থ বিতরণ শুরু হয়েছে কি না, তা স্বাধীনভাবে নিশ্চিত করা যায়নি। এটি নিয়মিত মাসিক ভাতা নয়; বরং একবারের আর্থিক সহায়তা।

কারা পাবেন এই অর্থ?

হোয়াইট হাউসের তথ্য অনুযায়ী, মেডিকেয়ার পার্ট বি-তে থাকা অধিকাংশ গ্রাহক এই সহায়তার যোগ্য হবেন। তবে যাঁদের মেডিকেইড থেকে পার্ট বি প্রিমিয়াম পরিশোধ করা হয়, তাঁরা এর আওতায় পড়বেন না। আয়ের ভিত্তিতে অতিরিক্ত প্রিমিয়াম বা Income-Related Monthly Adjustment Amount (IRMAA) যাঁরা দেন, তাঁরাও বাদ পড়বেন।

মেডিকেয়ার মূলত ৬৫ বছর বা তার বেশি বয়সীদের স্বাস্থ্যবিমা হলেও, নির্দিষ্ট প্রতিবন্ধিতা বা গুরুতর কিডনি রোগের কারণে ৬৫ বছরের কম বয়সীরাও এর আওতায় আসতে পারেন। তাই ঘোষণাটিকে শুধু প্রবীণদের জন্য অর্থপ্রদান হিসেবে দেখলে যোগ্যতার পুরো চিত্র স্পষ্ট হয় না।

যোগ্যতা সম্পর্কে জানতে ১-৮০০-MEDICARE নম্বরে যোগাযোগের পরামর্শ দিয়েছে হোয়াইট হাউস।

৯০ ডলারে কতটা স্বস্তি?

২০২৬ সালে মেডিকেয়ার পার্ট বি-র সাধারণ মাসিক প্রিমিয়াম ২০২.৯০ ডলার। এই প্রিমিয়ামের বিনিময়ে চিকিৎসকের সেবা, বহির্বিভাগের চিকিৎসা, বিভিন্ন পরীক্ষা এবং কিছু ওষুধের খরচে সহায়তা পাওয়া যায়। তবে গ্রাহকদের ডিডাক্টিবল ও নির্দিষ্ট চিকিৎসাসেবার নিজস্ব অংশও দিতে হয়।

এই পরিস্থিতিতে এককালীন ৯০ ডলার কিছু তাৎক্ষণিক ব্যয় মেটাতে সহায়ক হতে পারে। কিন্তু এটি মাসিক প্রিমিয়াম কমায় না, ভবিষ্যতের চিকিৎসাব্যয়ের দায়ও দূর করে না। বিশেষ করে যাঁদের নিয়মিত চিকিৎসা প্রয়োজন, তাঁদের কাছে এই অর্থের প্রভাব সীমিত থাকতে পারে।

অর্থ আসবে কোন তহবিল থেকে?

প্রশাসনের ভাষ্য অনুযায়ী, অর্থ দেওয়া হবে Medicare Improvement Fund থেকে। হোয়াইট হাউস বলেছে, মেডিকেয়ার ব্যবস্থার উন্নতির জন্য কংগ্রেস এই তহবিলে অর্থ বরাদ্দ করেছিল। একই সঙ্গে আগের কংগ্রেসগুলোর বিরুদ্ধে তহবিলের অর্থ কমিয়ে দেওয়ার অভিযোগও তুলেছে প্রশাসন।

তবে এই বক্তব্যের রাজনৈতিক ব্যাখ্যা ও তহবিলের প্রকৃত হিসাব আলাদা করে দেখা জরুরি। কংগ্রেসনাল বাজেট অফিসের নথিতে দেখা যায়, বিভিন্ন আইন ও বাজেট সিদ্ধান্তের মাধ্যমে তহবিলের অনুমোদিত পরিমাণে পরিবর্তন এসেছে। এসব পরিবর্তনকে সরাসরি অর্থ অপব্যবহার হিসেবে ব্যাখ্যা করা যথাযথ নয়।

নির্বাচনের আগে অর্থনৈতিক বার্তা

সময়ে এককালীন সহায়তার ঘোষণা রাজনৈতিক আলোচনায় গুরুত্ব পাওয়া স্বাভাবিক। তবে ঘোষণাটি নির্বাচনী উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে—শুধু সময়ের মিল থেকে এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় না।

এই উদ্যোগের প্রকৃত কার্যকারিতা বোঝার জন্য জানতে হবে, কতজন শেষ পর্যন্ত অর্থ পাবেন, মোট কত অর্থ বিতরণ হবে এবং তা প্রাপকদের কাছে পৌঁছেছে কি না।

সব মিলিয়ে, ৯০ ডলারের এই সহায়তা মেডিকেয়ার গ্রাহকদের জন্য সাময়িক স্বস্তি দিতে পারে। তবে দীর্ঘমেয়াদে চিকিৎসাব্যয়ের চাপ কমাতে প্রিমিয়াম, ওষুধের দাম ও নিজস্ব চিকিৎসা ব্যয়ের মতো বিষয়গুলোর সমাধান আরও গুরুত্বপূর্ণ। ঘোষণার পাশাপাশি অর্থ বিতরণ ও তহবিল ব্যবহারের স্বচ্ছ হিসাব প্রকাশ করাই হবে উদ্যোগটির জবাবদিহি নিশ্চিত করার প্রধান উপায়।

যুক্তরাষ্ট্র

২৪ অক্টোবর, ২০২৬



আদালতের আদেশে নিউইয়র্কে

বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন স্থগিত

পূর্ণ প্রতিবেদন

সদস্যপদ নিয়ে বিরোধ, ভোটার তালিকা নিয়ে অভিযোগ

ওসমান চৌধুরী নামে এক আবেদনকারী সদস্যপদ বা ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তির আবেদন প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর আদালতে যান। তাঁর অভিযোগ—একই ঠিকানায় অনেককে ভোটার করা হয়েছে এবং বহু ভোটারের ক্ষেত্রে একই ফোন নম্বর ব্যবহার করা হয়েছে। প্রতিবেদনে তাঁর দাবি হিসেবে বলা হয়েছে, একটি নম্বর ২৭৫ জনের এবং আরও চারটি নম্বর যথাক্রমে ২৩১, ২৩০, ২২৩ ও ২০৭ জনের তালিকাভুক্তিতে ব্যবহৃত হয়েছে। এসব অভিযোগ স্বাধীনভাবে যাচাই করা হয়েছে—এমন তথ্য প্রতিবেদনে নেই; আদালতের আদেশেও এগুলো প্রমাণিত হয়েছে বলে বলা হয়নি।

মামলাটির নম্বর ৭৩২১৭৪/২০২৬ উল্লেখ করা হয়েছে। ওই প্রতিবেদনের ভাষ্য অনুযায়ী, ২৩ অক্টোবর বিচারপতি চেরি এ. বাগস নির্বাচনের কার্যক্রম সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন এবং নির্বাচনী ও সদস্যপদ-সংক্রান্ত নথি সংরক্ষণের নির্দেশও দেন। প্রতিবেদনে পরবর্তী শুনানির সময় ও স্থান হিসেবে ৫ নভেম্বর সকাল ১০টা, লং আইল্যান্ড সিটির ২৫-১০ কোর্ট স্কয়ার উল্লেখ করা হয়েছে:

আদালতের আদেশ কী বলেছে—সেখানে বিবরণে পার্থক্য

সংবাদপত্রের -নথিভিত্তিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ওসমান চৌধুরী সদস্যপদ প্রত্যাখ্যানের সিদ্ধান্ত বাতিল, তাঁকে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তি এবং সভাপতি পদে প্রার্থী হওয়ার যোগ্যতা ঘোষণাসহ একাধিক প্রতিকার চেয়েছেন। সেই প্রতিবেদন বলছে, সাময়িক আদেশে আদালত এসব বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেননি; শুনানি পর্যন্ত কিছু বিধিনিষেধ জারি করেছেন।

অন্যদিকে, বিডিনিউজ২৪-এর প্রতিবেদনে সংবাদ সম্মেলনের বরাতে বলা হয়েছে, আদেশে তাঁকে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা ও সভাপতি পদে নির্বাচনের যোগ্য ঘোষণার বিষয়ও রয়েছে। মূল আদেশের সম্পূর্ণ পাঠ সরাসরি যাচাই করা না যাওয়ায় তাৎক্ষণিকভাবে তাঁর প্রার্থিতার প্রশ্নে এই দুই বিবরণ পুরোপুরি মেলানো যাচ্ছে না। তাই নিশ্চিতভাবে বলা যায়, ভোট স্থগিত হয়েছে; তবে সদস্যপদ ও প্রার্থিতার বিষয়ে আদালতের আদেশের সুনির্দিষ্ট পরিধি মূল নথি দেখে নিশ্চিত করা জরুরি।

৩৫ হাজারের বেশি ভোটার, পাঁচটি কেন্দ্রের প্রস্তুতি

বিডিনিউজ২৪-এর হিসাবে, এবারের নির্বাচনের ভোটার তালিকায় ৩৫ হাজার ২৪২ জনের নাম ছিল। কুইন্স, ব্রুকলিন ও ব্রঙ্কসের পাঁচটি কেন্দ্রে ভোট হওয়ার কথা ছিল। ২১ সদস্যের কার্যকরী কমিটির জন্য সেলিম-আলী ও কুনু-ফিরোজ—দুটি প্যানেল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছিল; প্যানেলের বাইরে সাধারণ সম্পাদক পদে লড়ছিলেন রাব্বি সৈয়দ। নির্বাচন কমিশনারের বক্তব্য অনুযায়ী, ভোটের প্রস্তুতি শেষ হওয়ার পর নিষেধাজ্ঞা এসেছে।

এই পরিস্থিতিতে ভোট স্থগিত হওয়ার বাস্তব প্রভাব শুধু দুই প্যানেলের প্রচারে সীমাবদ্ধ নয়: হাজারো ভোটারের অংশগ্রহণ এবং সংগঠনের নেতৃত্ব নির্বাচনের সময়সূচিও আটকে গেছে। একই সঙ্গে আদালতের নির্দেশের ফলে সংশ্লিষ্ট রেকর্ড সংরক্ষণের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে—কারণ সদস্যপদ, ভোটার তালিকা ও অর্থ পরিশোধের নথিই বিরোধের পরবর্তী শুনানিতে প্রাসঙ্গিক হতে পারে বলে বাংলা প্রেসের প্রতিবেদনে উল্লেখ আছে।

অন্তর্বর্তী আদেশ চূড়ান্ত রায় নয়

নিউইয়র্কের “Supreme Court” নামটি যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আদালত বোঝায় না; এটি নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের সাধারণ বিচারিক এখতিয়ারসম্পন্ন ট্রায়াল আদালত। মামলাটিতে আবেদনকারী নিউইয়র্কের দেওয়ানি কার্যবিধির Article 78-এর অধীন সিদ্ধান্ত পর্যালোচনার আবেদনসহ অন্যান্য প্রতিকার চেয়েছেন বলে বাংলা প্রেস জানিয়েছে। এই আইনি পথের আওতায় আদালত নির্দিষ্ট ধরনের সিদ্ধান্ত বা কর্তব্য পালনের প্রশ্ন পর্যালোচনা করতে পারে; কিন্তু কোন প্রতিকার প্রযোজ্য, তা মামলার নথি ও শুনানিতে নির্ধারিত হবে।

এখন পর্যন্ত প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, আদালতের সামনে রয়েছে সদস্যপদ প্রত্যাখ্যানের বৈধতা, গঠনতন্ত্রের সংশ্লিষ্ট ধারা এবং ভোটার তালিকা নিয়ে অভিযোগ। এগুলোর কোনোটিকেই অন্তর্বর্তী নিষেধাজ্ঞা চূড়ান্তভাবে সত্য বা মিথ্যা ঘোষণা করে না। আগামী শুনানিতে বিবাদীদের বক্তব্য ও আদালতের পূর্ণ নথি স্পষ্ট করবে—নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকবে, পরিবর্তিত হবে, নাকি নির্বাচন নতুন সময়সূচিতে এগোতে পারবে।

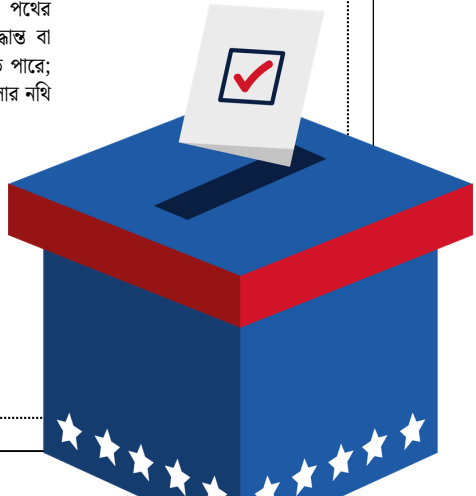



প্রবাসে বাংলার শারদোৎসব: টাইমস স্কোয়ারে দ্বিতীয়বারের আয়োজন

নিউইয়র্কের ব্যস্ততম পর্যটনকেন্দ্রে ১০ ও ১১ অক্টোবর দুর্গোৎসবের আয়োজন। পূজা-অর্চনা, শিশু-কিশোরদের পরিবেশনা, নৃত্য ও সংগীতে বাঙালি ঐতিহ্য উদ্‌যাপনের প্রস্তুতি।

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরের প্রাণকেন্দ্র টাইমস স্কোয়ারে দ্বিতীয়বারের মতো আয়োজন করা হয়েছে দুর্গোৎসবের। ১০ ও ১১ অক্টোবর ফাদার ডাফি স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত দুই দিনের এই আয়োজনে পূজা-অর্চনা, সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, নৃত্য, সংগীত এবং শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণের কথা রয়েছে। প্রবাসে বাঙালি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য তুলে ধরাই এ আয়োজনের অন্যতম উদ্দেশ্য।

দুই দিনের উৎসবসূচি

আয়োজকদের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ১০ অক্টোবর মহালয়ার চণ্ডীপাঠ ও পূজার আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে উৎসব শুরু হওয়ার কথা। দিনজুড়ে রয়েছে উদ্বোধনী পরিবেশনা, দেবীবোধন, পূজা, পুষ্পাঞ্জলি ও প্রসাদ বিতরণ। পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নৃত্যনাট্য ও সংগীত পরিবেশনার আয়োজন রাখা হয়েছে।

প্রচারপত্রে ‘দশ মহাবিদ্যা’ নৃত্যনাট্য, মেখলা দাশগুপ্তের বিশেষ কনসার্ট এবং ছয়টি পূজা সংস্থাকে সম্মাননা দেওয়ার কথাও উল্লেখ রয়েছে। তবে নির্দিষ্ট কিছু পরিবেশনা ও সময়সূচির ক্ষেত্রে প্রচারপত্র এবং আয়োজকদের ওয়েবসাইটের তথ্যে পার্থক্য দেখা গেছে।

নৃত্য, সংগীত ও শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণ

দুই দিনের আয়োজনে পূজার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক পরিবেশনা বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে। আয়োজকদের ওয়েবসাইটে নৃত্যাঞ্জলির পরিবেশনা, ডান্ডিয়া নৃত্য এবং বিভিন্ন শিল্পীর সংগীতানুষ্ঠানের উল্লেখ রয়েছে। দ্বিতীয় দিনে নবমী ও দশমীর পূজা, সিঁদুরখেলা, ধুনুচি নাচ এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান রাখার কথাও বলা হয়েছে।

প্রকাশিত সংবাদ প্রতিবেদন অনুযায়ী, শিশু-কিশোরদের গীতাপাঠ এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের শিল্পীদের পরিবেশনাও উৎসবের অংশ। নতুন প্রজন্মের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে প্রবাসে বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের চর্চা এগিয়ে নেওয়ার একটি সুযোগ তৈরি হচ্ছে।

প্রবাসে ঐতিহ্যের বন্ধন

দুর্গাপূজা বাঙালির কাছে শুধু ধর্মীয় উৎসব নয়; এটি সামাজিক মিলন, সাংস্কৃতিক পরিচয় এবং পারিবারিক স্মৃতিরও অংশ। দেশের বাইরে বসবাসকারী বাঙালিদের জন্য এমন আয়োজন নিজস্ব সংস্কৃতির সঙ্গে সংযোগ বজায় রাখার পাশাপাশি নতুন প্রজন্মকে ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত করার সুযোগ তৈরি করে।

নিউইয়র্কের মতো বহুজাতিক শহরের কেন্দ্রস্থলে দুর্গোৎসবের আয়োজন বাঙালি সংস্কৃতিকে বৃহত্তর আন্তর্জাতিক পরিসরে তুলে ধরারও একটি মাধ্যম। পূজা, নৃত্য, সংগীত ও সম্মিলিত উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে প্রবাসীরা নিজেদের সাংস্কৃতিক পরিচয় ভাগ করে নিতে পারেন স্থানীয় বাসিন্দা ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে।

চূড়ান্ত সূচির অপেক্ষা

আয়োজকদের ওয়েবসাইট এবং বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য থেকে ১০ ও ১১ অক্টোবরের আয়োজনের তারিখ ও স্থান সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। তবে প্রচারপত্রে উল্লেখিত সব পরিবেশনা, সম্মাননা এবং অতিথিদের বিস্তারিত তথ্য সব সূত্রে একইভাবে পাওয়া যায়নি। ফলে অনুষ্ঠানসূচির কিছু অংশ পরিবর্তিত হতে পারে।

সব মিলিয়ে, টাইমস স্কোয়ারের এই দুর্গোৎসব প্রবাসী বাঙালিদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক মিলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষ। ব্যস্ত নগরজীবনের কেন্দ্রস্থলে পূজা, সংগীত ও নৃত্যের আয়োজন বাংলা ঐতিহ্যকে নতুন পরিবেশে তুলে ধরার পাশাপাশি প্রজন্মের পর প্রজন্মে সাংস্কৃতিক বন্ধন অটুট রাখার বার্তাও দেয়।

বাংলাদেশ ইউনিটি ফেডারেশন অফ লস এঞ্জেলেস (বাফলা)

Bangladesh Unity Federation of LA
BUFLA
বাফলা

A MEANINGFUL CHARITY EVENT

SPREADING LOVE

মানুষ মানুষের জন্য

SUNDAY, NOVEMBER 1, 2026

Time: 5pm-10pm

Dinner: 6 pm Sharp

Our Location
CHURCH OF SCIENTOLOGY OF THE VALLEY
11455 Burbank Blvd,
North Hollywood, CA - 91601

We Are Collecting **ZAKAT Fund**

DONATION

An Evening of Giving & Music

FEATURING

Malika Haque & Mahbubul Haque

BUFLA Charity Project

THE ONGOING PROJECTS ARE

1. Housing project
2. Submersible water pump
3. Self reliance
4. Burial support
5. Winter blanket
6. Distressed children support

NEW PROJECT:

HEALTH CARE SUPPORT:

A. Kidney dialysis
B. Wheel chair
C. Eye clinic support for visual impaired

More Info
https://bufla.org

Donate funds via
buflacharity21@gmail.com

DONATE NOW

BUFLA

Ilias Sikder
President of BUFLA
(805) 458-0507

Saleh Kibria
BUFLA Charity Coordinator
(323) 404-1386

Dr. Abul Hashem	(213) 200-0984
Shiper Chowdhury	(805) 551-0392
Jashim Ashrafi	(818) 551-7454
Nazrul Alam	(818) 469-4300
Khandaker Alam	(909) 732-8809
Shahmsiudin Manik	(818) 744-6284
Engr. Moushad Haider	(909) 996-6609
Shahidul Islam	(213) 531-1979

Bangladesh Unity Federation of LOS ANGELES

BUFLA is an IRS Approved 501 (c) (3) organization. All donations are tax deductible.

ফ্রান্সের বিক্ষোভে সহিংসতা, ইউরোপজুড়ে বাড়ছে জীবনযাত্রার ব্যয় নিয়ে ক্ষোভ

পূর্ণ প্রতিবেদন

ফ্রান্স, ইউরোপ সংবাদ প্রতিবেদন। আন্তর্জাতিক ডেস্ক। সাপ্তাহিক ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি

ফ্রান্সে বিক্ষোভ দমনে কয়েকটি এলাকায় রাতের কারফিউ জারি হয়েছে। কিন্তু আন্দোলনের কারণ শুধু দ্রব্যমূল্য নয়—স্কুলের দুরবস্থা, জনসেবা সংকোচন, আবাসনসংকট ও রাজনৈতিক অনাস্থাও ক্ষোভকে বাড়িয়েছে। ইউরোপের অন্য দেশগুলোতেও একই সময়ে প্রতিবাদ হয়েছে, যদিও সেগুলো একক, সমন্বিত আন্দোলন প্যারিসে রাত নামার সঙ্গে সঙ্গে শহরের কয়েকটি ব্যস্ত এলাকা ফাঁকা করে দেওয়া হয়েছে। সপ্তাহান্তের বিক্ষোভে ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের পর ফরাসি কর্তৃপক্ষ রাজধানীসহ কয়েকটি শহরের নির্দিষ্ট অংশে রাতের কারফিউ জারি করেছে। কিন্তু সরকারের সামনে এখন দ্বিমুখী সংকট: সহিংসতা থামানো, আর যে ক্ষোভ মানুষকে রাস্তায় এনেছে তার রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণ বোঝা।

১৭ অক্টোবর ফ্রান্সের বহু শহরে ছাত্র, শ্রমিক, ইউনিয়নকর্মী ও অন্যান্য নাগরিক বিক্ষোভে অংশ নেন। দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের হিসাবে অংশগ্রহণকারী ছিলেন প্রায় ৫ লাখ ৫০ হাজার; শ্রমিক সংগঠন সিজিটি (CGT) বলেছে, সংখ্যা ৮ লাখের কাছাকাছি। বিপুল সংখ্যক মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে মিছিল করলেও কিছু গোষ্ঠীর সহিংসতা সেই বিক্ষোভের ওপর ছায়া ফেলে। লিমোজে শহরের ঐতিহাসিক সিটি হলে আগুন লাগে, মার্সেইয়ের সিটি হলে ভাঙচুর হয় এবং লিওঁর পর্যটন দপ্তরে আগুন দেওয়া হয় বলে রয়টার্স জানিয়েছে।

ফরাসি কর্তৃপক্ষের হিসাবে, সহিংসতার ঘটনায় সপ্তাহান্তে প্রায় ২ হাজার ৪০০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সরকারি ভবন ও দোকানপাটও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে এই সংখ্যা ও ক্ষয়ক্ষতির হিসাব চলমান তদন্তের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে; বিভিন্ন প্রতিবেদনে সময় ও গণনার পদ্ধতিভেদে সংখ্যায় কিছু পার্থক্য আছে।

বিক্ষোভের সূত্রপাত কয়েক সপ্তাহ ধরে চলা শিক্ষার্থীদের আন্দোলন। তাদের অভিযোগ, স্কুলে শিক্ষকসংকট, অতিরিক্ত শিক্ষার্থী, দুর্বল অবকাঠামো ও শিক্ষার পরিবেশের অবনতি হচ্ছে। পরে এই প্রতিবাদে যুক্ত হয় জীবনযাত্রার ব্যয়, জ্বালানির দাম, মজুরি এবং সরকারি পরিষেবায় কাটছাঁট নিয়ে অসন্তোষ। আল জাজিরার অনুসন্ধান অনুযায়ী, সেপ্টেম্বরে শ্রেণিকক্ষ ও শিক্ষকসংকট নিয়ে শুরু হওয়া ছাত্রবিক্ষোভই ধীরে ধীরে বৃহত্তর সামাজিক ক্ষোভের বাহন হয়ে ওঠে।

ফ্রান্সের সরকারি পরিসংখ্যান সংস্থা ইনসির (INSEE) সর্বশেষ হিসাবে, ২০২৪ সালে দেশটির মূল ভূখণ্ডে ৯৮ লাখ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে ছিলেন—জনসংখ্যার ১৫ দশমিক ৪ শতাংশ। এই হার ১৯৯৬ সালের পর সর্বোচ্চ। একই সময়ে মধ্যম জীবনমান কিছুটা বেড়েছিল এবং মূল্যস্ফীতি কমেছিল; অর্থাৎ অর্থনীতির সামগ্রিক সূচক উন্নত হলেই সবার দৈনন্দিন চাপ কমে না। ইনসির তথ্য দারিদ্র্যের মাত্রা দেখায়, তবে এই পরিসংখ্যান একাই বর্তমান বিক্ষোভের কারণ প্রমাণ করে না। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লরাঁ নুনিয়েজ স্বীকার করেছেন, বিক্ষোভের আগে পরিস্থিতি আঁচ করতে এবং প্রয়োজনমতো পুলিশ মোতায়েন করতে ঘাটতি ছিল। গোয়েন্দা পূর্বাভাসে দেশজুড়ে প্রায় ২ লাখ বিক্ষোভকারীর কথা বলা হলেও বাস্তবে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা তার চেয়ে অনেক বেশি হয়। নুনিয়েজ পদত্যাগপত্র দিলেও প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাখোঁ তা গ্রহণ করেননি; বরং নিরাপত্তা পরিকল্পনা ও গোয়েন্দা তথ্যের ঘাটতি খতিয়ে দেখতে নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী সেবাস্তিয়াঁ লেকর্নু পুরো প্যারিসে কারফিউ দেওয়ার কথা বলেননি। সরকারের ঘোষণায় নির্দিষ্ট এলাকা ও নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সীমিত নিষেধাজ্ঞার কথা বলা হয়েছে। প্যারিসের দুই এলাকায় রাত ১১টা থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত চলাচল ও জমায়েত সীমিত করা হয়; উত্তর ফ্রান্সের কয়েকটি শহরেও আংশিক কারফিউ ঘোষণা করা হয়। জরুরি অবস্থা জারির আইনি সুযোগের কথা বলা হলেও সরকার তখন সেটিকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা করেনি।

কারফিউ সাময়িকভাবে লুটপাট ও সংঘর্ষ কমাতে পারে। কিন্তু এর সঙ্গে নাগরিক চলাচল, সমাবেশের অধিকার এবং পুলিশের জবাবদিহির প্রশ্নও জড়িত। সহিংসতা ঠেকাতে রাষ্ট্রের দায় আছে; একই সঙ্গে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদকারীদের অধিকার যাতে সহিংস গোষ্ঠীর কর্মকাণ্ডের কারণে সীমিত না হয়, সেটিও নিশ্চিত করতে হবে।

মাখোঁ ও সরকারের কয়েকজন নেতা সহিংসতার জন্য অতি-বামপন্থী গোষ্ঠী ও সুযোগসন্ধানী অপরাধীদের দায়ী করেছেন। তবে এপি-র প্রতিবেদনে পুলিশের কার্যক্রম ও রাজনৈতিক সহিংসতা নিয়ে গবেষণা করা সায়েন্স পো গ্রেনোবলের অধ্যাপক সেবাস্তিয়াঁ রোশে সতর্ক করেছেন—অতি-বামপন্থী গোষ্ঠীগুলো একা এত বড় মাত্রার সহিংসতা ব্যাখ্যা করার মতো সংগঠিত বা সংখ্যায় বড় নয়। তিনি রাজনৈতিকভাবে প্রতীকী লক্ষ্যবস্তুতে হামলা এবং দোকান থেকে পণ্য লুটের মধ্যে উদ্দেশ্যগত পার্থক্যও করেছেন। ফলে সব সহিংস ঘটনাকে একক রাজনৈতিক পরিকল্পনা হিসেবে বর্ণনা করার মতো প্রমাণ এখনো নেই।

একই সঙ্গে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভের অধিকার সহিংসতার জন্য ঢাল হতে পারে না। দোকানপাট, সরকারি ভবন ও পুলিশ সদস্যদের ওপর হামলার জবাবদিহি জরুরি—বিশেষত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য। কিন্তু তদন্তে প্রমাণভিত্তিকভাবে দায় নির্ধারণ করতে হবে; রাজনৈতিক বক্তব্যকে তদন্তের বিকল্প করা যাবে না। ১৭ অক্টোবর বেলজিয়াম, ইতালি, পর্তুগাল এবং আরও কয়েকটি দেশে বিক্ষোভ হয়। তবে এগুলোর দাবিদাওয়া এক ছিল না.....

ফ্রান্সে এই অস্থিরতা ২০১৮ সালের 'হলুদ জ্যাকেট' আন্দোলনের স্মৃতি ফিরিয়ে এনেছে। তখন জ্বালানি কর বাড়ানোর পরিকল্পনা থেকে শুরু হওয়া প্রতিবাদ দ্রুত সামাজিক বৈষম্য ও রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব নিয়ে বৃহত্তর আন্দোলনে পরিণত হয়। ২০২৩ সালে পুলিশের গুলিতে ১৭ বছর বয়সী নাহেল মারজুক নিহত হওয়ার পরও দেশজুড়ে দাঙ্গা হয়েছিল। এপি-র সঙ্গে কথা বলা রোশের মতে, 이번 অস্থিরতার ধ্বংসযজ্ঞ ২০১৮ সালের সবচেয়ে সহিংস সপ্তাহান্তগুলোর কাছাকাছি; তবে এবার পুলিশের অস্ত্র ব্যবহারে গুরুতর আহত হওয়ার ঘটনাও বিশেষভাবে আলোচনায় এসেছে। এ দাবি তাঁর বিশ্লেষণ; আহতের সংখ্যা ও ঘটনার কারণ স্বাধীন তদন্তে যাচাই করা দরকার।



লন্ডনে ফোন চুরির বিরুদ্ধে নতুন অস্ত্র 'কিল সুইচ'— তবে সাধারণ ব্যবহারকারীদের জন্য এখনো নয়

আপনার স্মার্টফোনটি হঠাৎ চুরি হয়ে গেলে প্রথমেই হয়তো থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করবেন, সিম কার্ড ব্লক করবেন কিংবা 'Find My Phone'-এর মতো ফিচার ব্যবহার করে সেটি খুঁজে বের করার চেষ্টা করবেন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শেষ পর্যন্ত ফোনটি ফিরে পাওয়ার আশা ছেড়ে দিতে হয়। লন্ডনের বাসিন্দাদের জন্য স্মার্টফোন চুরি এখন নিত্যদিনের বাস্তবতা। শহরটিতে প্রতিদিন গড়ে ২০০ থেকে ৩০০টি স্মার্টফোন চুরি হয় বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে সংঘটিত মোট ফোন চুরির প্রায় ৭৫ শতাংশই লন্ডনে ঘটে।

এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় লন্ডনের মেট্রোপলিটন পুলিশের কমিশনার স্যার মার্ক রাউলি টেলিকম কোম্পানিগুলোর ওপর কঠোর চাপ সৃষ্টি করেন। তাঁর দাবি ছিল, চুরি হওয়া ফোন এমনভাবে অকেজো করে দিতে হবে, যাতে সেগুলো চোরদের কাছে সম্পূর্ণ মূল্যহীন হয়ে পড়ে। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে ২১ জুন ২০২৬ থেকে যুক্তরাজ্যের দুই বড় টেলিকম অপারেটর Virgin Media O2 এবং VodafoneThree নতুন 'কিল সুইচ' প্রযুক্তি চালু করেছে বলে ফিন্যান্সিয়াল টাইমসের প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে।

নতুন এই প্রযুক্তির মাধ্যমে টেলিকম কোম্পানির শোরুম বা গুদাম থেকে কোনো বিক্রয়বিহীন স্মার্টফোন চুরি হলে, সেটি প্রথমবার চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নির্মাতার ডাটাবেসে শনাক্ত করা যাবে। এরপর দূর থেকে নিরাপত্তা নির্দেশনা পাঠিয়ে ফোনটি সম্পূর্ণ অকেজো করে দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। এর ফলে চোরের পক্ষে ফোনটি স্বাভাবিকভাবে ব্যবহার করা কিংবা কালোবাজারে বিক্রি করা কঠিন হয়ে পড়বে।

তবে এই প্রযুক্তির একটি বড় সীমাবদ্ধতা রয়েছে। বর্তমানে এটি কেবল টেলিকম কোম্পানির শোরুম বা গুদামে থাকা বিক্রয়বিহীন ফোনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অর্থাৎ, কোনো গ্রাহক বৈধভাবে স্মার্টফোন কিনে ব্যবহার করার পর সেটি চুরি বা ছিনতাইয়ের শিকার হলে এই নতুন কিল সুইচ তাঁকে সরাসরি সুরক্ষা দেবে না। এখন পর্যন্ত অ্যাপল ও স্যামসাংয়ের পক্ষ থেকেও সব ব্যবহারকারীর চুরি হওয়া ফোন স্থায়ীভাবে অকেজো করে দেওয়ার মতো সর্বজনীন ব্যবস্থা চালুর বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়নি।

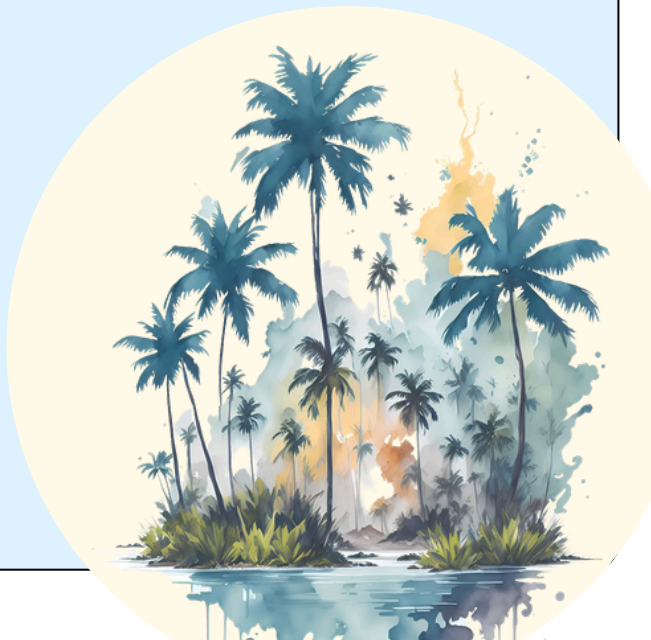

আন্তর্জাতিক



ফ্রান্সে শামোন্ডা ভাইরাস: প্রথম মানবসংক্রমণ

গুরুতর রোগে আক্রান্ত ও মারাত্মকভাবে রোগপ্রতিরোধক্ষমতাহীন এক রোগীর শরীরে ভাইরাসটি শনাক্ত হয়েছে। ফরাসি কর্তৃপক্ষ বলছে, আপাতত সাধারণ মানুষের জন্য স্বাস্থ্যঝুঁকি চিহ্নিত হয়নি; কীভাবে সংক্রমণ ঘটেছে এবং ভাইরাসটি মৃত্যুর কারণ বা সহায়ক ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

পূর্ণ প্রতিবেদন

ফ্রান্স, ইউরোপ সংবাদ প্রতিবেদন। আন্তর্জাতিক ডেস্ক। সাপ্তাহিক ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি

প্রকাশের তারিখ: ২৩ অক্টোবর ২০২৬

ফ্রান্সে গুরুতর রোগে আক্রান্ত এক রোগীর শরীরে শামোন্ডা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে—মানুষের মধ্যে এই ভাইরাসের প্রথম নথিভুক্ত সংক্রমণ। রোগীটি অক্টোবরের শুরুতে মারা যান। তবে ভাইরাসটি তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়েছিল কি না, তা এখনো নিশ্চিত নয়। ফরাসি কর্তৃপক্ষ ও ইউরোপীয় স্বাস্থ্য সংস্থাগুলো বলছে, এখন পর্যন্ত সাধারণ মানুষের জন্য কোনো স্বাস্থ্যঝুঁকি শনাক্ত হয়নি।

ঘটনাটি সতর্কতার দাবি রাখে, কিন্তু আতঙ্কের নয়। কারণ, এটি একটিমাত্র নথিভুক্ত সংক্রমণ; রোগী ছিলেন মারাত্মকভাবে রোগপ্রতিরোধক্ষমতাহীন এবং আগে থেকেই গুরুতর অসুস্থ। সংক্রমণ কীভাবে হয়েছিল, সেটিও এখনো চূড়ান্তভাবে নিশ্চিত করা যায়নি।

এক রোগী, এক অমীমাংসিত প্রশ্ন

ফরাসি কৃষি মন্ত্রণালয়ের ২২ অক্টোবরের বিবৃতি অনুযায়ী, রোগীটি লিয়ঁর হাসপাতাল Hospices Civils de Lyon-এ গুরুতর একটি রোগের চিকিৎসা নিচ্ছিলেন। তাঁর রোগপ্রতিরোধক্ষমতা ছিল মারাত্মকভাবে দুর্বল। মৃত্যুর আগে তাঁর মস্তিষ্কে কিছু জটিলতা দেখা দেয়; তদন্তের প্রাথমিক পর্যায়ে ফরাসি কর্তৃপক্ষ বলেছে, জটিলতাগুলো শামোন্ডা সংক্রমণের সঙ্গে সম্ভবত সম্পর্কিত।

এ বক্তব্যের অর্থ এই নয় যে ভাইরাসটিই তাঁর মৃত্যুর কারণ—এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে কর্তৃপক্ষ। ইউরোপীয় রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র (ECDC) জানিয়েছে, ভাইরাসটি মৃত্যু ঘটিয়েছিল কি না, কিংবা মৃত্যুর পেছনে কোনো ভূমিকা রেখেছিল কি না, তা নিয়ে তদন্ত চলছে। রোগীর আগে থেকেই থাকা গুরুতর অসুস্থতা বিষয়টিকে আরও জটিল করেছে। ফরাসি কৃষি মন্ত্রণালয়, ECDC

সংক্রমণের সম্ভাব্য পথ: কী জানা, কী অনুমান

ফরাসি কর্তৃপক্ষের প্রাথমিক ধারণা, রোগীটি পূর্ব ফ্রান্সে একটি সংক্রমিত Culicoides মিজের কামড়ে আক্রান্ত হয়ে থাকতে পারেন। এই ক্ষুদ্র কামড়ানো পোকা পশুর মধ্যে শামোন্ডা ভাইরাস ছড়ায়। তবে এই রোগীর ক্ষেত্রে ঠিক কোন প্রজাতির মিজ সংক্রমণ ঘটিয়েছিল, তা ECDC এখনো নিশ্চিত করতে পারেনি। সংক্রমণের পথ তাই সম্ভাব্য ব্যাখ্যা—চূড়ান্ত প্রমাণ নয়।

ফরাসি সরকারের ভাষ্য অনুযায়ী, এখন পর্যন্ত গবাদিপশু থেকে মানুষে বা মানুষ থেকে মানুষে সংক্রমণের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) রয়টার্সকে বলেছে, বর্তমান তথ্য ও কাছাকাছি ধরনের ভাইরাসের সংক্রমণপদ্ধতির ভিত্তিতে ঘটনাটিকে বিচ্ছিন্ন বলে মনে হচ্ছে এবং আপাতত বৃহত্তর সংক্রমণের সম্ভাবনা কম।রয়টার্স

ভাইরাসটি কী, এবং পশুর ক্ষেত্রে এর প্রভাব কী?

শামোন্ডা ভাইরাস Orthobunyavirus গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। নাইজেরিয়ায় ১৯৬০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে এটি প্রথম শনাক্ত হয়েছিল। এরপর আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চল ও জাপানে গবাদিপশুর মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে এর উপস্থিতি নথিভুক্ত হয়েছে। ভাইরাসটি প্রধানত গরুতে শনাক্ত হলেও ভেড়া, ছাগল ও ঘোড়াসহ অন্যান্য প্রাণীতেও সংক্রমণের খবর রয়েছে।

সংক্রমিত গবাদিপশুর জ্বর, দুর্বলতা, ডায়রিয়া ও ক্ষুধামন্দা হতে পারে; দুগ্ধবতী গাভীর দুধ উৎপাদনও কমতে পারে। রয়টার্স জানিয়েছে, ফ্রান্সের নয়টি দুগ্ধখামারের একটি গবেষণায় আক্রান্ত খামারে দুধ উৎপাদন সর্বোচ্চ ৭৫ শতাংশ পর্যন্ত কমার কথা উঠে এসেছে। এটি নির্দিষ্ট খামারসমূহের ফল—সব আক্রান্ত পশু বা খামারের ক্ষেত্রে একই মাত্রার ক্ষতি হবে, এমন প্রমাণ নয়। ইউরোপে শনাক্ত হওয়া ভাইরাসের ধরনগুলোর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাবও এখনো অনিশ্চিত।রয়টার্স

ইউরোপে ছড়ানোর প্রেক্ষাপট

২০২৬ সালের গ্রীষ্মে প্রথমবার ইউরোপের খামারের পশুতে শামোন্ডা শনাক্ত হয়। ECDC-এর ২২ অক্টোবরের তথ্য অনুযায়ী, জুলাইয়ের শেষ দিকে ভাইরাসটি শনাক্ত হওয়ার পর অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, জার্মানি, আয়ারল্যান্ড, ইতালি, লিশটেনস্টাইন, লুক্সেমবার্গ, নেদারল্যান্ডস, পর্তুগাল, স্পেন ও সুইজারল্যান্ডসহ একাধিক দেশে খামারের পশুর মধ্যে এর উপস্থিতি পাওয়া গেছে।ECDC

তবে এসব দেশে পশুর মধ্যে ভাইরাস পাওয়া মানেই মানুষের মধ্যে সংক্রমণ ছড়াচ্ছে—এমন নয়। এখন পর্যন্ত নথিভুক্ত মানবসংক্রমণটি ফ্রান্সের ওই এক রোগীর ক্ষেত্রেই সীমিত। কর্তৃপক্ষ মানবস্বাস্থ্য, পশুস্বাস্থ্য ও পরিবেশসংক্রান্ত তথ্য একসঙ্গে বিচার করে তদন্ত করছে—এ পদ্ধতিকে “ওয়ান হেলথ” বা “এক স্বাস্থ্য” কাঠামো বলা হয়।

নজরদারির ফাঁকও হিসাবের অংশ

এই ঘটনার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষাপট হলো, শামোন্ডা ভাইরাস ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রাণিস্বাস্থ্য আইনে তালিকাভুক্ত রোগ নয়। ফলে এটি নিয়ে রোগভিত্তিক বাধ্যতামূলক নজরদারি ও আন্তর্জাতিক প্রতিবেদনব্যবস্থা নেই বলে রয়টার্স জানিয়েছে। এর অর্থ, বর্তমানে প্রকাশিত তথ্য ভাইরাসটির পশুর মধ্যে প্রকৃত বিস্তারের পূর্ণ চিত্র নাও দিতে পারে।

এখন জনসাধারণের জন্য এর অর্থ কী?

বর্তমান তথ্য অনুযায়ী, আতঙ্কিত হওয়ার মতো জনস্বাস্থ্য পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে—এমন দাবি করার ভিত্তি নেই। আবার প্রথম মানবসংক্রমণের ঘটনাটিকে গুরুত্বহীন বলারও কারণ নেই: এটি ভাইরাসটির মানবদেহে সংক্রমণের সম্ভাবনা সম্পর্কে নতুন প্রশ্ন তুলেছে। কিন্তু এক রোগীর ঘটনা থেকে সংক্রমণের হার, সাধারণ মানুষের ঝুঁকি বা ভবিষ্যৎ বিস্তার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত টানা যায় না।

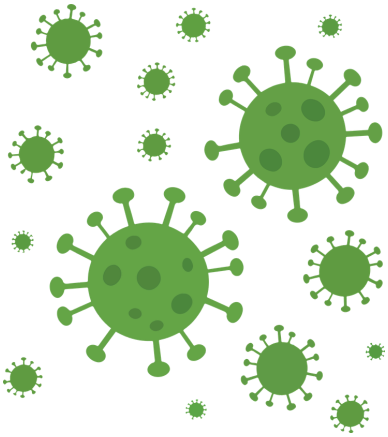



এখন মূলত তিনটি বিষয়ের উত্তর খোঁজা হচ্ছে: রোগী কীভাবে সংক্রমিত হয়েছিলেন, শামোন্ডা ভাইরাস তাঁর মস্তিষ্কের জটিলতা বা মৃত্যুর পেছনে কতটা ভূমিকা রেখেছিল, এবং পশুর মধ্যে ছড়ানো ভাইরাসটির ইউরোপীয় ধরনগুলো কীভাবে নজরদারিতে রাখা হবে। তদন্ত এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে এই উত্তরগুলো বদলাতে পারে।





নিউ মেক্সিকোর আদালতে মেটার বিরুদ্ধে ২৫ বিলিয়ন ডলারের জরিমানা

পূর্ণ প্রতিবেদন

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বিষয়ক প্রতিবেদন। যুক্তরাষ্ট্র ডেস্ক রিপোর্ট। সাপ্তাহিক ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি

নিউ মেক্সিকোর জুরির ৪ কোটি ৩৮ লাখের বেশি আইনভঙ্গের সিদ্ধান্তের পর বিচারক জরিমানা নির্ধারণ করেছেন। মেটা আপিলের ঘোষণা দিয়েছে; রায়ের টাকা রাজ্যের শিক্ষা খাতে যাওয়ার কথা।

ফেসবুক ব্যবহারকারীরা নিজেদের তথ্যের ভাগাভাগি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন—কোম্পানির এমন আশ্বাসকে মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর বলে রায় দিয়েছে নিউ মেক্সিকোর একটি জুরি। সেই রায়ের ভিত্তিতে বুধবার, ২১ অক্টোবর, রাজ্যের আদালত মেটাকে ২৫ বিলিয়ন ডলার দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম কোম্পানিটির বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো অঙ্গরাজ্যে এটাই এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় আর্থিক দণ্ড বলে জানিয়েছে অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (এপি)।

মামলাটি ক্যামব্রিজ অ্যানালিটিকা কেলেঙ্কারির প্রেক্ষাপটে শুরু হলেও এর পরিধি শুধু তৃতীয় পক্ষের হাতে ব্যবহারকারীর তথ্য পৌঁছানোয় সীমিত ছিল না। জুরির সামনে ছিল ফেসবুকের তথ্য-গোপনীয়তা, তৃতীয় পক্ষের অ্যাপের প্রবেশাধিকার এবং ঘৃণামূলক বক্তব্য ও ভুল তথ্য ঠেকানোর নীতি নিয়ে কোম্পানির প্রকাশ্য বক্তব্যও। নিউ মেক্সিকোর অ্যাটর্নি জেনারেলের দপ্তর বলেছে, জুরি ফেসবুকের বিরুদ্ধে রাজ্যের ভোক্তা-সুরক্ষা আইন লঙ্ঘনের ৪ কোটি ৩৮ লাখ ৯৯ হাজার ৭২৫টি ঘটনা পেয়েছে।

২৫ বিলিয়ন ডলারের অঙ্ক কীভাবে এল

রায়ে জুরি ২৯টি বক্তব্যের মধ্যে ২৬টিকে বিভ্রান্তিকর বলে শনাক্ত করে—রয়টার্সের আদালত-পর্যবেক্ষণভিত্তিক প্রতিবেদনে এ তথ্য এসেছে। বক্তব্যগুলো ছিল, উদাহরণ হিসেবে, ব্যবহারকারীরা তাঁদের ব্যক্তিগত তথ্য কীভাবে ভাগ হবে তা নিয়ন্ত্রণ করেন, ফেসবুক তাঁদের তথ্য বিক্রি করে না, এবং প্ল্যাটফর্মে ক্ষতিকর বিষয়বস্তু নিয়মিতভাবে সরানো হয়—এমন দাবি নিয়ে। জুরি অবশ্য ক্ষতিকর বিষয়বস্তু সরানো এবং ফ্যাক্ট-চেকিংয়ের প্রচেষ্টা নিয়ে রাজ্যের সব অভিযোগ মেনে নেয়নি।

নিউ মেক্সিকোর আইনে ইচ্ছাকৃত প্রতিটি লঙ্ঘনের জন্য সর্বোচ্চ ৫ হাজার ডলার জরিমানা হতে পারে। জুরির লঙ্ঘন-সংখ্যা ধরে বিচারক ফ্রান্সিস ম্যাথিউ আইনে সম্ভাব্য দণ্ড প্রায় ২১৯.৫ বিলিয়ন ডলার হিসাব করেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা কমিয়ে ২৫ বিলিয়ন ডলারে নির্ধারণ করেন। আদালতের নথিতে এই দণ্ডাদেশের ভিত্তি হিসেবে লঙ্ঘনের সংখ্যা, সময়কাল, পুনরাবৃত্তি এবং বক্তব্যের ব্যাপ্তির কথা বলা হয়েছে।

এটি ব্যবহারকারীদের প্রত্যেককে দেওয়া ক্ষতিপূরণ নয়। দণ্ডের অর্থ যাবে নিউ মেক্সিকো অঙ্গরাজ্যকে; এপি জানিয়েছে, অঙ্গরাজ্যের সংবিধান অনুযায়ী ভোক্তা-সুরক্ষা আইন ভঙ্গের জরিমানা শিক্ষা খাতে ব্যয় হয়। তবে আদায়ের সময়সীমা অনিশ্চিত: মেটা আপিল করবে বলে জানিয়েছে, আর মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তিতে দীর্ঘ সময় লাগতে পারে। স্থানীয় সংবাদমাধ্যম Source New Mexico-এর প্রতিবেদনে দণ্ডের ওপর বার্ষিক ১৫ শতাংশ সুদ জমার কথাও উল্লেখ আছে।

ক্যামব্রিজ অ্যানালিটিকা কেলেঙ্কারির প্রেক্ষাপট

২০১৮ সালে প্রকাশিত প্রতিবেদনে উঠে আসে, অ্যাপ-নির্মাতা আলেকসান্দর কোগানের তৈরি ব্যক্তিত্ব-পরীক্ষার অ্যাপ ফেসবুক ব্যবহারকারীদের তথ্য এবং তাঁদের বন্ধুদের কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছিল। যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল ট্রেড কমিশনের (এফটিসি) নথি অনুযায়ী, কেমব্রিজ অ্যানালিটিকা ওই তথ্য ব্যবহার করে ভোটারদের প্রোফাইল তৈরি ও লক্ষ্যভিত্তিক বিজ্ঞাপন দেওয়ার কাজ করেছিল। সংস্থাটি সরাসরি অ্যাপটি ব্যবহার করা প্রায় আড়াই থেকে ২ লাখ ৭০ হাজার মার্কিন ব্যবহারকারীর পাশাপাশি তাঁদের ৫ থেকে ৬ কোটি ৫০ লাখ বন্ধুর তথ্য পাওয়ার সুযোগ পেয়েছিল বলে এফটিসি অভিযোগে উল্লেখ করে।

ফেসবুকের নিজের হিসাব ছিল, বিশ্বজুড়ে সর্বোচ্চ ৮ কোটি ৭০ লাখ ব্যবহারকারীর তথ্য এতে প্রভাবিত হয়ে থাকতে পারে। তবে এই সংখ্যাটি নিউ মেক্সিকোর মামলায় প্রমাণিত প্রতিটি লঙ্ঘনের সংখ্যা নয়; দুটো আলাদা বিষয়। এ মামলার জুরি নিউ মেক্সিকোর আইন অনুযায়ী কোম্পানির বক্তব্য ও আচরণ মূল্যায়ন করেছে, এবং লঙ্ঘন গণনা করেছে প্রভাবিত দর্শক ও বক্তব্যের ভিত্তিতে। ২০১৯ সালে এফটিসির সঙ্গে আলাদা এক সমঝোতায় ফেসবুক ৫ বিলিয়ন ডলার দিতে এবং গোপনীয়তা-সংক্রান্ত তদারকি জোরদার করতে সম্মত হয়েছিল। ওই সমঝোতা ছিল এফটিসির ২০১২ সালের আদেশ ভঙ্গের অভিযোগ নিয়ে; বর্তমান নিউ মেক্সিকো রায়টি রাজ্যের নিজস্ব ভোক্তা-সুরক্ষা আইনের অধীনে আলাদা মামলা। তাই ২৫ বিলিয়ন ডলারকে আগের জরিমানার পুনরাবৃত্তি বলা সঠিক হবে না।

মেটার আপত্তি ও আইনি লড়াই

মেটার প্রধান আইন কর্মকর্তা সি. জে. মাহোনি রায়টিকে অন্যায্য বলে সমালোচনা করেছেন এবং বলেছেন, কোম্পানি আপিলে জিতবে বলে আত্মবিশ্বাসী। এপিকে দেওয়া বিবৃতিতে তিনি আরও বলেন, মামলাটি অনলাইনে কী বলা যাবে তা নিয়ন্ত্রণের নতুন নিয়ম কার্যকর করতে “বক্তব্যের ওপর কর” আরোপের চেষ্টা।

বিচারপ্রক্রিয়ায় মেটার আইনজীবীরা যুক্তি দিয়েছিলেন, রাজ্য কোম্পানির বক্তব্যকে প্রসঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করে উপস্থাপন করেছে; ফেসবুক তথ্য বিক্রি করে না—এ দাবিও তারা পুনর্ব্যক্ত করেন। আপিল আদালতে এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, জুরির নির্ধারিত প্রতিটি লঙ্ঘনের গণনা আইনসম্মত কি না, এবং মোট দণ্ড সংবিধানসম্মত সীমা অতিক্রম করেছে কি না। এই প্রতিবেদনের সময় পর্যন্ত আপিলের ফল জানা যায়নি।

রায়টির তাৎপর্য কোথায়

মামলাটির গুরুত্ব শুধু জরিমানার অঙ্কে নয়। অনলাইন প্ল্যাটফর্মের নিয়ম ও তথ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে কোম্পানির প্রকাশ্য প্রতিশ্রুতি কতটা নির্ভুল, তা নিয়েও জুরি রায় দিয়েছে। নিউ মেক্সিকোর অ্যাটর্নি জেনারেল রাউল তোরেসের দপ্তর বলছে, রাজ্যটি বহু-রাজ্য সমঝোতায় যোগ না দিয়ে নিজস্ব মামলা আদালতে নিয়ে গেছে। এপি জানিয়েছে, মেটা অন্য অঙ্গরাজ্য ও অঞ্চলগুলোর সঙ্গে কিশোরদের নিরাপত্তা-সংক্রান্ত পৃথক মামলায় সর্বোচ্চ প্রায় ১৮ বিলিয়ন ডলারের সমঝোতা করেছে; সেই চুক্তি এই তথ্য-গোপনীয়তা মামলার রায় নয়।

তবে একটি জুরির রায় দিয়ে পুরো ডিজিটাল বিজ্ঞাপনব্যবস্থা বা রাজনৈতিক প্রচারে ব্যক্তিগত তথ্যের প্রভাব নির্ধারিত হয় না। কেমব্রিজ অ্যানালিটিকা-সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও ভোটার-লক্ষ্যকরণের প্রমাণ থাকলেও, ২০১৬ সালের নির্বাচনের ফল ওই তথ্যের কারণে বদলে গিয়েছিল —এমন সিদ্ধান্ত এই মামলার রায়ে দেওয়া হয়নি। বর্তমান রায়ের কেন্দ্রে রয়েছে নিউ মেক্সিকোর বাসিন্দাদের কাছে ফেসবুকের বক্তব্য ও কোম্পানির ভোক্তা-সুরক্ষা আইনি দায়।

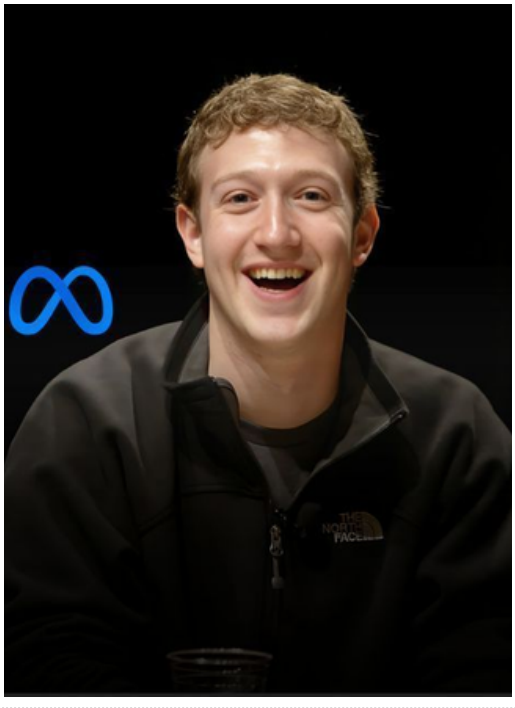

পদকের আলো,

ইতিহাসের ছায়া



কার্টুনটি ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠির নিজস্ব স্বত্ব

৩০-১০-২০২৬

আন্তর্জাতিক

পদকের আলো, ইতিহাসের ছায়া

নিরাপত্তা, নাগরিকত্ব, অধিকার ও স্বেচ্ছাসম্মতি ছাড়া মানুষকে ফেরত পাঠানো হলে সেটি সাফল্য নয়, নতুন বিপর্যয়। শেখ হাসিনার আমলে যেমন রোহিঙ্গাদের নিরাপদ প্রত্যাবাসন হয়নি, তেমনি ড. ইউনূসের আমলেও সেই লক্ষ্য বাস্তবায়িত হয়নি।তাঁর কৃতিত্ব বিচার করতে হলে দেখতে হবে–তিনি আন্তর্জাতিক মনোযোগ ও কূটনৈতিক চাপ কতটা তৈরি করেছেন, আর তাঁর সরকারের সময়ে প্রত্যাবাসনের জন্য বাস্তবে কী বদলেছে।

পূর্ণ প্রতিবেদন

সবিনয় নিবেদন | মাহবুব আহমেদ

একজন মানুষকে কতটি পদক দিলে তাঁর চারপাশের বিতর্ক থেমে যায়? নোবেল, তারপর আরও পুরস্কার, আরও সম্মাননা—শেষে কি ইতিহাস বলে, “যথেষ্ট, এবার আর প্রশ্ন করা যাবে না”?

ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নতুন সম্মাননার খবর সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে; তাঁর উপদেষ্টাদের গর্বিত কথাও দেখা যাচ্ছে। ১৫ অক্টোবর জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ে হিলারি রডহ্যাম ক্লিনটন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের Institute for Women, Peace and Security তাঁকে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন, অধিকার ও শান্তি-নিরাপত্তায় নেতৃত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ Hillary Rodham Clinton Award দিয়েছে। একই পুরস্কারের অন্য প্রাপক ছিলেন রীমা নানাভাটি ও টেরি বার্চ; মুনা সুখতিয়ান পেয়েছেন আলাদা Georgetown Ambassadors Award।

এটি সম্মানজনক পুরস্কার—কিন্তু নোবেল নয়। হিলারি ক্লিনটনের হাত থেকে পুরস্কার নেওয়ার ছবি নোবেলজয়ের ছবি নয়। আর নোবেল শান্তি পুরস্কারও ড. ইউনূস এককভাবে পাননি: ২০০৬ সালে তিনি গ্রামীণ ব্যাংকের সঙ্গে যৌথভাবে পুরস্কারটি পেয়েছিলেন। সেই কৃতিত্ব ছোট হয় না; কিন্তু ইতিহাসকে ঠিকভাবে বললে কৃতিত্বের প্রকৃত অংশীদারদেরও দেখা যায়।

পুরস্কার কোনো কাজের স্বীকৃতি হতে পারে, কিন্তু কোনো মানুষের রাজনৈতিক জীবনের সব প্রশ্নের উত্তর নয়। নোবেল সম্মান; দায়মুক্তি নয়। আন্তর্জাতিক মঞ্চে প্রশংসা পাওয়া যায়, অথচ দেশের ভেতরে ক্ষমতার ব্যবহার নিয়ে বিতর্কও চলতে পারে। দুটি কথাই সত্য হতে পারে।

রোহিঙ্গাদের ঘরে ফেরা: অর্জন, না অমীমাংসিত প্রতিশ্রুতি?

ড. ইউনূস রোহিঙ্গাদের নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবাসনের পক্ষে কথা বলেছেন। ২০২৫ সালে কক্সবাজারে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তিনি নিরাপদ, স্বেচ্ছামূলক ও টেকসই প্রত্যাবর্তনের রূপরেখা চেয়েছিলেন; মিয়ানমারের সহিংসতা বন্ধ, আন্তর্জাতিক চাপ এবং ন্যায়বিচারের কথাও তুলেছিলেন।

কিন্তু কথা আর প্রত্যাবাসন এক জিনিস নয়। রোহিঙ্গাদের ফেরার পরিবেশ তৈরি হয়নি; জাতিসংঘের ২০২৫–২৬ যৌথ পরিকল্পনাতেও প্রত্যাবাসনকে “স্বেচ্ছামূলক” ও “টেকসই” হতে হবে বলা হয়েছে—পাশাপাশি শরণার্থীদের সুরক্ষা ও জরুরি সহায়তা চালিয়ে যাওয়ার কথা আছে।

২০২৫ সালের এপ্রিলে মিয়ানমার বাংলাদেশে থাকা ১ লাখ ৮০ হাজার রোহিঙ্গাকে ফেরার যোগ্য বলে মেনে নিয়েছিল—এটি ছিল যাচাই-প্রক্রিয়ার একটি ধাপ, কাউকে বাস্তবে ঘরে ফিরিয়ে দেওয়া নয়। রয়টার্সের প্রতিবেদনে তখনও নাগরিকত্ব ও মৌলিক অধিকার না থাকার কথা উঠে আসে; ২০১৮ ও ২০১৯ সালের প্রত্যাবাসনচেষ্টাও শরণার্থীদের নিরাপত্তা-আশঙ্কায় ব্যর্থ হয়েছিল।
তাই “রোহিঙ্গাদের দেশে পাঠিয়ে আরেকটি নোবেল নিতেন”—এই বাক্যটি রাজনৈতিক ব্যঙ্গ হিসেবে ধারালো, কিন্তু বাস্তব নীতির দাবি হিসেবে বিপজ্জনকভাবে সরল। জোর করে পাঠানো প্রত্যাবাসন নয়।

ধানমন্ডি ৩২: নিরপেক্ষতার কঠিন পরীক্ষা

ধানমন্ডি ৩২-এ শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক বাড়ি ভাঙচুর ও ধ্বংসের পর অন্তর্বর্তী সরকার ঘটনাটিকে “অনাকাঙ্ক্ষিত” ও “অভিপ্রেত নয়” বলেছিল। পরে লন্ডনে ড. ইউনূস বলেন, পুলিশ রাস্তায় নামতে ভয় পেয়েছিল, সরকার কার্যত অচল হয়ে পড়েছিল।

এই ব্যাখ্যা রাষ্ট্রের দুর্বলতা বোঝাতে পারে; কিন্তু রাষ্ট্রের দায় মুছে দেয় না। ঘটনার সময় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কী করেছিল, সরকার আগে থেকে কী জানত, কেন ঐতিহাসিক স্থাপনাটি রক্ষা করা গেল না—এসব প্রশ্ন থেকেই যায়। ২৬ জন বিশিষ্ট নাগরিকও বলেছিলেন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উপস্থিতিতে বাড়িটি ধ্বংস হয়েছে; তাই ঘটনার দায় সরকার এড়াতে পারে না।

আগের শাসনামলে পুলিশ মানুষের ওপর গুলি চালিয়েছে—সেই ক্ষত অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু পুলিশ অপরাধ করেছে বলে জনতার হাতে আইন তুলে দেওয়া ন্যায়বিচার নয়। রাষ্ট্রের কাজ মানুষের ক্ষোভ বোঝা, একই সঙ্গে সেই ক্ষোভকে আরেকটি অন্যায়ে পরিণত হওয়া থেকে ঠেকানো। ধানমন্ডি ৩২ শুধু একটি পক্ষের স্মৃতি নয়; বাংলাদেশের ইতিহাসের একটি স্থান। সেখানে অপরাধের অভিযোগ থাকলে বিচার হোক, ইতিহাস নিয়ে বিতর্ক থাকলে তা চলুক—কিন্তু স্মৃতিস্থান ধ্বংসের পর রাষ্ট্রের নীরবতা নিরপেক্ষতার প্রশ্নকে আরও তীব্র করে।

পদকের পরে যে প্রশ্নগুলো থাকে

শিশুদের হাম-টিকা নিয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ২০২৬ সালের প্রাদুর্ভাবের পেছনে ২০২৪–২৫ সালের টিকার দেশব্যাপী ঘাটতি, নিয়মিত টিকাদানের ফাঁক এবং দীর্ঘদিন জাতীয় পর্যায়ে সম্পূরক টিকাদান না হওয়ার কথা বলেছে। সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, এই ঘাটতিগুলো ঝুঁকিতে থাকা শিশুর সংখ্যা বাড়িয়েছে। এটি এককভাবে ড. ইউনূসের ব্যক্তিগত দায় প্রমাণ করে না; তবে টিকার ঘাটতি তাঁর নেতৃত্বাধীন সরকারের সময়ের সঙ্গে মিলে যাওয়ায় ওই সময়ের স্বাস্থ্য-পরিকল্পনা, মজুত ও সরবরাহ নিয়ে জবাবদিহি দাবি করা যুক্তিসংগত।

একজন নেতার হাসিমুখ কিছু প্রমাণ করে না—না তাঁর দোষ, না তাঁর নির্দোষিতা। প্রমাণ করতে পারে নথি, সিদ্ধান্ত, বাস্তব কাজ এবং ব্যর্থতার পর দায় স্বীকারের সাহস। শিশুদের জন্য টিকার মজুত নিশ্চিত করা যেত কি না, ধানমন্ডি ৩২ রক্ষা করা যেত কি না, রোহিঙ্গাদের নিরাপদ প্রত্যাবাসনে অগ্রগতি আনা যেত কি না—এই প্রশ্নগুলোর উত্তর ছবিতে নেই; আছে রাষ্ট্র পরিচালনার হিসাব-নিকাশে।

আর “মবতন্ত্রকে রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠা” করার জন্য নোবেল—এ কথা কোনো বাস্তব পুরস্কার-প্রস্তাব নয়; এটি তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক ব্যঙ্গ। তবে ব্যঙ্গের ভেতরের প্রশ্নটি বাস্তব: কোনো সরকারের সময় জনতার নামে আইন ভাঙা হলে, সরকার কি তা ঠেকায়, নাকি ঘটনার পর ব্যাখ্যা দিয়ে থেমে যায়? ভবিষ্যতে কেউ যদি “নীরবতার জন্য পদক” নামে কোনো পুরস্কার চালু করে, তালিকায় কারও নাম ওঠার আগে ইতিহাস নিশ্চয়ই সেই প্রশ্ন করবে।

তাহলে ড. ইউনূস কি সবার, না একটি পক্ষের? উত্তরটি তাঁর পুরস্কারের মঞ্চে নয়—বিচার হবে তাঁর ক্ষমতার সময়ে রাষ্ট্র কাকে রক্ষা করেছে, কার অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছে, আর কোন ব্যর্থতার জবাব দিয়েছে, তা দিয়ে। মানুষকে মহান করে পদকের সংখ্যা নয়; ক্ষমতা হাতে পেয়েও নিজের পক্ষের অন্যায়কে অন্যায় বলার সাহস।

তথ্যসূত্র: জর্জটাউন Institute for Women, Peace and Security; নোবেল পুরস্কারের তথ্য; বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা; জাতিসংঘের রোহিঙ্গা যৌথ পরিকল্পনা; রয়টার্স; ধানমন্ডি ৩২-সংক্রান্ত সংবাদ প্রতিবেদন। রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন ও শিশুদের মৃত্যুর মতো বিষয়ে ব্যক্তিগত দায় নির্দিষ্ট করতে হলে স্বাধীন তদন্ত ও প্রমাণ জরুরি।



সুলতানা রহমানের YouTube চ্যানেলে “শেখ হাসিনার” সরাসরি সাক্ষাৎকার, মুখ না দেখিয়ে দেশে ফেরার বার্তা



বিশেষ প্রতিবেদন | আন্তর্জাতিক ডেস্ক

শেখ হাসিনা সরাসরি কথা বলছেন—কিন্তু পর্দায় তাঁর মুখ নেই। পাশে দেখা যাচ্ছে নিউইয়র্কপ্রবাসী সাংবাদিক সুলতানা রহমানকে; অন্য পাশে শেখ হাসিনার নামের সঙ্গে একটি অডিও-প্রতীক। এইভাবেই সুলতানা রহমানের Bangla News Network YouTube চ্যানেলের লাইভ সাক্ষাৎকারে যুক্ত হন বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী। সাক্ষাৎকারের শিরোনাম ছিল: “বিভাজনের উপর প্রতিশোধ নয়; সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান।”

ঘটনাটির তাৎপর্য শুধু হাসিনার বক্তব্যে নয়, মঞ্চটিতেও। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে সাক্ষাৎকার বা লিখিত প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার বাইরে, এবার তিনি কথা বলেছেন এক সাংবাদিকের নিজস্ব YouTube প্ল্যাটফর্মে সরাসরি সম্প্রচারে—যেখানে উপস্থাপক, দর্শক ও রাজনৈতিক বার্তা একই ডিজিটাল পরিসরে মিলেছে। দেওয়া স্ক্রিনশটে সম্প্রচারের প্রায় ১৫ ঘণ্টা পর ৪৬ হাজারের বেশি ভিউ ও ৫,২৩২টি লাইক দেখা যায়। এগুলো স্ক্রিনশট তোলার সময়কার সংখ্যা; YouTube-এর পরিসংখ্যান দ্রুত বদলাতে পারে।

প্রদত্ত ট্রান্সক্রিপ্টের অংশে সুলতানা রহমানকে হাসিনার শারীরিক অবস্থা ও দেশে ফেরার পরিকল্পনা জানতে দেখা যায়। উত্তরে হাসিনা নিজের রাজনৈতিক দৃঢ়তার কথা বলেন, ডিসেম্বরে দেশে ফেরার ইচ্ছা পুনর্ব্যক্ত করেন এবং প্রতিশোধের বদলে ঐক্যের আহ্বান জানান। তবে ট্রান্সক্রিপ্টটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি—তাই বক্তব্যের হুবহু শব্দ উদ্ধৃত করার বদলে এর মূল বক্তব্যই এখানে তুলে ধরা হয়েছে। প্রত্যাবর্তনের কথা হাসিনা এর আগেও প্রকাশ্যে বলেছেন; এই সাক্ষাৎকারে সেই অবস্থান আবার সামনে এসেছে।

নতুনত্বটি সাক্ষাৎকারের মঞ্চে

শেখ হাসিনার ক্ষমতাচ্যুতির পর এটিই তাঁর প্রথম সরাসরি সাক্ষাৎকার—এমন দাবি করা ঠিক হবে না। রয়টার্সের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৬ সালের জুলাইয়ে তিনি টেলিফোনে দীর্ঘ সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন; আগস্টে নয়াদিল্লির এক অনুষ্ঠানে অডিও লিঙ্কেও বক্তব্য রাখেন। তবে সুলতানা রহমানের YouTube চ্যানেলে এই সরাসরি কথোপকথন আলাদা: এটি ব্যক্তিগত সাংবাদিকতা-ভিত্তিক বাংলা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে তাঁর উপস্থিতি, এবং সম্প্রচারে মুখ না দেখানোর সিদ্ধান্তটিও আলোচনার অংশ হয়ে উঠেছে। এর আগে তিনি কোনো ব্যক্তিগত YouTube চ্যানেলে এভাবে উপস্থিত হননি—এমন পূর্ণাঙ্গ দাবি স্বাধীনভাবে নিশ্চিত করা কঠিন; তাই এটিকে নজরকাড়া ও বিরল ফরম্যাটের সাক্ষাৎকার বলা অধিক নির্ভুল।

এই পদ্ধতিতে যোগাযোগের সুবিধা আছে: কোনো বড় সংবাদমাধ্যমের স্টুডিও বা সম্পাদকীয় কাঠামোর বদলে সাংবাদিক নিজের চ্যানেলে সরাসরি প্রশ্ন করতে পারেন, আর দর্শক সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়া জানাতে পারেন। একই সঙ্গে এটি সাংবাদিকতার পরিচিত পরীক্ষাও সামনে আনে—সাক্ষাৎকারটি কীভাবে প্রস্তুত হলো, প্রশ্ন কতটা অনুসন্ধানী ছিল, বক্তব্যের দাবিগুলো কীভাবে যাচাই হলো এবং দর্শককে কোন প্রেক্ষাপট জানানো হলো? এই প্রশ্নগুলো সাক্ষাৎকারের মূল্য কমায় না; বরং এর জনপরিসর ও বিশ্বাসযোগ্যতা বোঝার জন্য জরুরি।

দেশে ফেরার কথা: ঘোষণা, নিশ্চয়তা নয়

ডিসেম্বরে দেশে ফেরার কথা বললেও হাসিনার প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত নয়। তিনি ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ক্ষমতা হারানোর পর ভারত যান। ২০২৫ সালের নভেম্বরে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ২০২৪ সালের আন্দোলন দমনে সংঘটিত অপরাধের মামলায় তাঁকে অনুপস্থিতিতে মৃত্যুদণ্ড দেয়। বাংলাদেশ তাঁর প্রত্যর্পণ চেয়েছে; ভারত ২০২৬ সালের জুলাইয়ে জানায়, অনুরোধটি আইনি ও বিচারিক প্রক্রিয়ায় বিবেচনাধীন। ফলে দেশে ফেরার প্রশ্নটি রাজনৈতিক ইচ্ছার পাশাপাশি আদালত ও কূটনীতির সঙ্গেও জড়িত।

এই বিচার-প্রক্রিয়াকে ঘিরে দুই ধরনের ন্যায়ের প্রশ্ন পাশাপাশি রয়েছে। ২০২৪ সালের দমন-পীড়নে নিহতদের পরিবার ও বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিদের জন্য জবাবদিহি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জাতিসংঘের মানবাধিকার দপ্তরের অনুসন্ধানে ২০২৪ সালের ১৫ জুলাই থেকে ৫ আগস্টের মধ্যে সর্বোচ্চ ১,৪০০ জন নিহত হয়ে থাকতে পারেন বলে অনুমান করা হয়; প্রতিবেদনে সাবেক সরকার ও নিরাপত্তা বাহিনীর গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের কথা উঠে আসে। অন্যদিকে, হিউম্যান রাইটস ওয়াচ এবং জাতিসংঘ অনুপস্থিতিতে বিচার, আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ এবং মৃত্যুদণ্ড নিয়ে গুরুতর উদ্বেগ জানিয়েছে। ন্যায়বিচারের বিশ্বাসযোগ্যতার জন্য ভুক্তভোগীদের অধিকার ও অভিযুক্তের ন্যায্য বিচারের অধিকার—দুটিই রক্ষা করা প্রয়োজন।

ঐক্যের আহ্বান, রাজনৈতিক বাস্তবতা

সাক্ষাৎকারের শিরোনামে প্রতিশোধের বদলে ঐক্যের আহ্বান রাখা হয়েছে। এটি হাসিনার রাজনৈতিক বার্তা; কিন্তু দেশের সাম্প্রতিক সহিংসতা, ক্ষমতার পালাবদল এবং চলমান বিচার নিয়ে সমাজে যে গভীর মতভেদ রয়েছে, তা একটি আহ্বানেই মুছে যাবে না। তাঁর সমর্থকেরা এই বক্তব্যে রাজনৈতিক প্রত্যাবর্তন ও সংলাপের ইঙ্গিত দেখতে পারেন। সমালোচকেরা প্রশ্ন তুলতে পারেন—ঐক্যের ডাকের সঙ্গে অতীতের দায় স্বীকার ও জবাবদিহির স্পষ্ট অবস্থান আছে কি না। উপলব্ধ ট্রান্সক্রিপ্ট দিয়ে তাঁর বক্তব্যের প্রতিটি শব্দ বা সম্ভাব্য অনুসারী প্রশ্নের ধারাবাহিকতা পুরোপুরি যাচাই করা যায় না।

ফেব্রুয়ারি ২০২৬-এর নির্বাচনে বিএনপি জয়ী হয়ে সরকার গঠন করে; আওয়ামী লীগ নির্বাচনে অংশ নিতে পারেনি, কারণ অন্তর্বর্তী সরকারের সময় দলটির কার্যক্রম নিষিদ্ধ হয়েছিল। ইউরোপীয় ইউনিয়নের পর্যবেক্ষক মিশন ভোটকে বিশ্বাসযোগ্য ও দক্ষভাবে পরিচালিত বলে মূল্যায়ন করলেও, বড় একটি দলের অনুপস্থিতি নির্বাচনী অন্তর্ভুক্তি নিয়ে প্রশ্ন রেখে গেছে। এই প্রেক্ষাপটে হাসিনার সরাসরি সম্প্রচার শুধু তাঁর ব্যক্তিগত বক্তব্য নয়—এটি নিষিদ্ধ দলের সমর্থকদের কাছে পৌঁছানোর একটি পথ, আবার সমালোচকদের কাছে রাজনৈতিক প্রচারের নতুন মঞ্চও।

সুলতানা রহমানের চ্যানেলে হাসিনার মুখ না দেখিয়ে সরাসরি কথা বলার সিদ্ধান্তও দর্শকের কৌতূহল বাড়িয়েছে। এর কারণ বা উদ্দেশ্য সাক্ষাৎকার থেকে নিশ্চিতভাবে জানা যায় না। তবে সম্প্রচারটির প্রতিক্রিয়া দেখায়, বাংলাদেশের রাজনীতিতে এখনো তাঁর বক্তব্যের প্রতি উল্লেখযোগ্য আগ্রহ রয়েছে। সেই আগ্রহকে জনসমর্থনের পূর্ণ মাপকাঠি ভাবা যাবে না; আবার ব্যক্তিগত YouTube চ্যানেলে উপস্থিতিকে নিছক ছোট ঘটনা বলেও পাশ কাটানো কঠিন।

এই সাক্ষাৎকারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা তাই শুধু তিনি ডিসেম্বরে ফিরবেন কি না, তা নয়। বরং তাঁর বক্তব্য কতটা যাচাই করা যায়, সাক্ষাৎকারটি কতটা সাংবাদিকতাসম্মত ছিল, এবং দেশে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও জবাবদিহি—দুটির জন্যই ন্যায্য পরিসর তৈরি হবে কি না। লাইভ সম্প্রচার বিতর্কের দরজা খুলেছে; এখন সেই বিতর্ককে তথ্য, প্রমাণ ও ন্যায়বিচারের প্রশ্নে স্থির রাখা জরুরি।

ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
বিশ্বস্থর সত্যের মুখপত্রাব

ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি

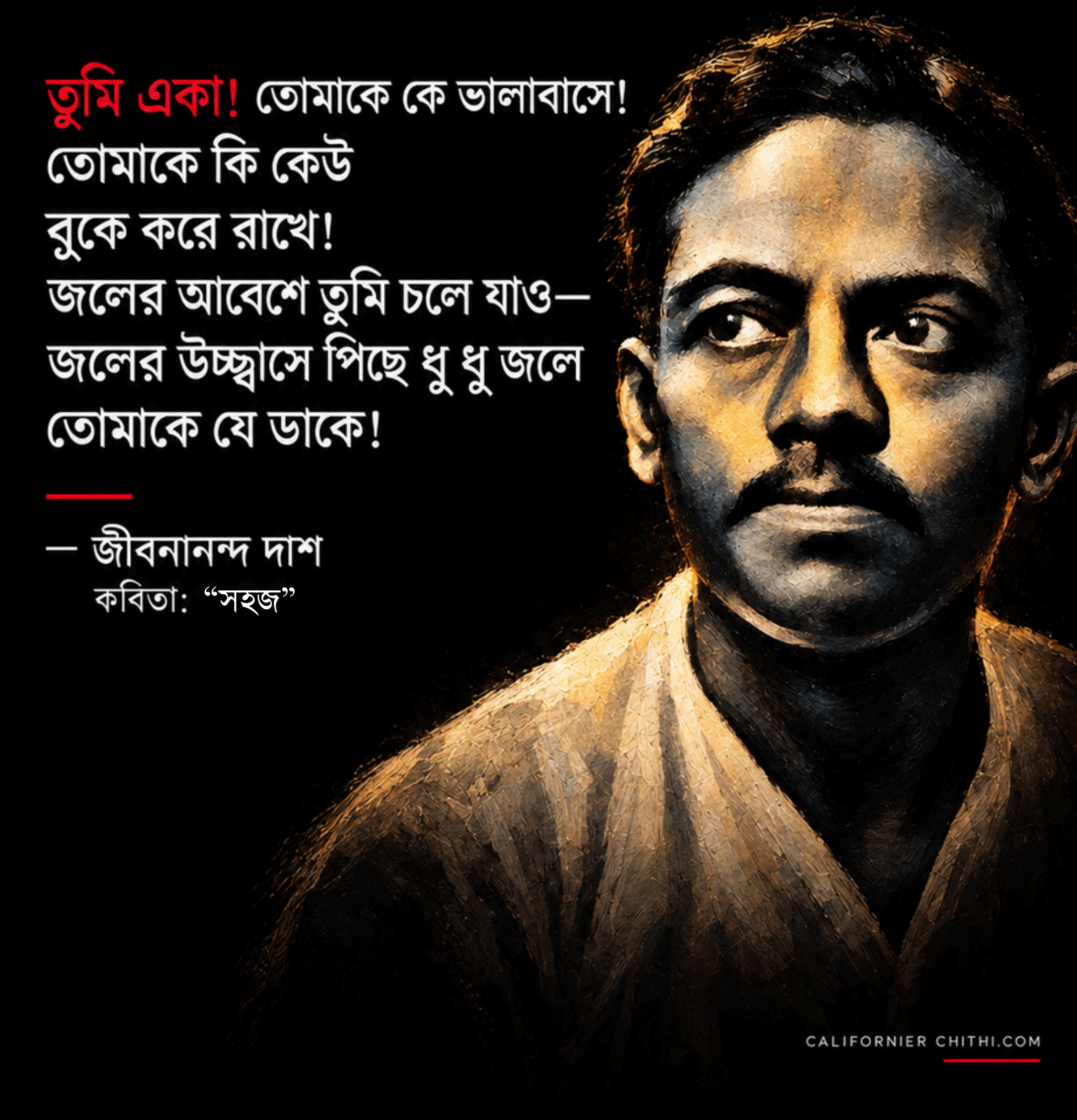

তুমি একা! তোমাকে কে ভালাবাসে!
তোমাকে কি কেউ
বুকে করে রাখে!
জলের আবেশে তুমি চলে যাও—
জলের উচ্ছ্বাসে পিছে ধু ধু জলে
তোমাকে যে ডাকে!

— জীবনানন্দ দাশ
কবিতা: “সহজ”

CALIFORNIER CHITHI.COM

বেজোসের তিন দিনের কর্মসপ্তাহ: এআই কি সত্যিই কাজ কমাবে?





মাহবুব আহমেদ | যুক্তরাষ্ট্র ডেস্ক। সাপ্তাহিক ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি

লাভ ভাগাভাগির পুরোনো প্রশ্ন

অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন সংস্থার (ওইসিডি) গবেষণায় বলা হয়েছে, এআই উৎপাদনশীলতা ও সামাজিক কল্যাণ বাড়ানোর সম্ভাবনা রাখে, কিন্তু প্রযুক্তি গ্রহণের গতি অসম এবং উন্নয়ন অল্প কয়েকটি বড় প্রতিষ্ঠানে কেন্দ্রীভূত। বৈষম্য, প্রতিযোগিতা ও চাকরি হারানোর ঝুঁকি মোকাবিলায় নীতিগত ব্যবস্থার প্রয়োজনও ওইসিডি তুলে ধরেছে। সংস্থাটির ২০২৩ সালের কর্মসংস্থানবিষয়ক প্রতিবেদনে কর্মীরা এআইকে কাজের সহায়ক হিসেবে দেখেছেন, পাশাপাশি চাকরি ও মজুরি নিয়ে উদ্বেগও জানিয়েছেন।

তাই বিতর্কটি শুধু “এআই চাকরি নেবে কি না” তা নয়। এআই যদি কোনো দলের কাজ দ্রুত করে, ব্যবস্থাপনা কি সেই কর্মীদের হাতে প্রশিক্ষণ, বেশি মজুরি ও কম কর্মঘণ্টা তুলে দেবে? নাকি একই বেতনে আরও বেশি কাজ চাইবে, নতুন নিয়োগ কমাবে এবং সাশ্রয় হওয়া অর্থ মালিকানা ও বিনিয়োগকারীদের মুনাফায় যোগ হবে? প্রযুক্তি কাজের ধরন বদলাতে পারে; কিন্তু তার লাভ কে পাবে, সেটি প্রযুক্তি নিজে ঠিক করে না।

কেইনসের ১৫ ঘণ্টার সপ্তাহ—একটি সতর্ক স্মৃতি

১৯৩০ সালে অর্থনীতিবিদ জন মেনার্ড কেইনস লিখেছিলেন, প্রযুক্তি ও পুঁজি সঞ্চয়ের ফলে তাঁর নাতি-নাতনিদের সময়ে—প্রায় এক শতাব্দী পরে—উন্নত অর্থনীতির মানুষের জীবনযাত্রার মান চার থেকে আট গুণ বাড়তে পারে এবং ১৫ ঘণ্টার কর্মসপ্তাহ সম্ভব হতে পারে। উৎপাদন ও জীবনযাত্রা সত্যিই বদলেছে; কিন্তু ১৫ ঘণ্টার কর্মসপ্তাহ সাধারণ বাস্তবতা হয়ে ওঠেনি। অর্থনীতিবিদ নিকোলাস ক্রাফটসের ২০২২ সালের গবেষণা কেইনসের পূর্বাভাস ও বাস্তব কর্মঘণ্টার এই ব্যবধান পর্যালোচনা করে। কেইনসের ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ হয়েছিল—এভাবে এক বাক্যে শেষ করাও যথেষ্ট নয়। তাঁর লেখার কেন্দ্রীয় প্রশ্ন ছিল, প্রযুক্তি যদি জীবিকা অর্জনের চাপ কমায়, মানুষ অবসরকে কীভাবে ব্যবহার করবে এবং সেই সম্ভাবনা বাস্তবে কীভাবে ভাগ হবে।

বেজোসের স্বার্থ ও তাঁর বক্তব্যের প্রেক্ষাপট

বেজোস এখন এআই স্টার্টআপ Prometheus-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা ও সহ-প্রধান নির্বাহী। প্রতিষ্ঠানটি প্রকৌশল ও ভৌত পণ্য নকশায় এআই-ভিত্তিক সরঞ্জাম তৈরির কথা বলেছে। টাইম-এর ২০২৬ সালের প্রোফাইল অনুযায়ী, Prometheus জুনে ১২ বিলিয়ন ডলার তহবিল সংগ্রহ করে ৪১ বিলিয়ন ডলার মূল্যায়ন পেয়েছে।

গত শতাব্দীর অভিজ্ঞতা দেখায়, বেশি উৎপাদন মানেই কম কাজ নয়; ভোগ, নতুন শিল্প, নতুন চাহিদা এবং কাজের নতুন ধরনও তৈরি হয়েছে। বেজোসের আশাবাদ তাই অসম্ভব নয়, কিন্তু উৎপাদনশীলতা থেকে অবসরে পৌঁছানোর পথটি নিজে নিজে তৈরি হবে না।

চার দিনের কর্মসপ্তাহের পরীক্ষা কী শেখায়

কম কর্মদিবস যে বাস্তবে সম্ভব, তার কিছু উদাহরণ আছে। যুক্তরাজ্যের ২০২২ সালের ছয় মাসের চার দিনের কর্মসপ্তাহ পরীক্ষায় ৬১টি প্রতিষ্ঠান ও প্রায় ২,৯০০ কর্মী অংশ নিয়েছিলেন। কর্মীদের পূর্ণ বেতন বজায় রেখে কাজের সময় অর্থপূর্ণভাবে কমানো হয়েছিল; প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেদের কাজের ধরন অনুযায়ী ব্যবস্থা সাজায়। পরীক্ষার পর ৫৬টি প্রতিষ্ঠান চার দিনের সপ্তাহ চালিয়ে যায় বলে গবেষণা-দল জানায়। অংশগ্রহণকারী কর্মীদের মধ্যে ৭১ শতাংশের বার্নআউট কমেছিল।

ফক্স নিউজে জেফ বেজোস বলেছেন, এআইয়ের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে কিছু মানুষ কম কাজ করেও পরিবার চালাতে পারবেন। তবে তাঁর বক্তব্য কোনো সবার জন্য প্রযোজ্য প্রতিশ্রুতি নয়—আর এখন পর্যন্ত গবেষণায় সেই লাভ কর্মীদের সময় বা আয়ে কীভাবে পৌঁছাবে, তার উত্তর নেই।

প্রযুক্তি যদি কম সময়ে বেশি কাজ করায়, সেই বাড়তি সময় কার হবে—কর্মীর, নাকি প্রতিষ্ঠানের? অ্যামাজনের প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী চেয়ারম্যান জেফ বেজোসের সাম্প্রতিক মন্তব্যে পুরোনো এই প্রশ্নটি নতুন করে সামনে এসেছে।

৭ অক্টোবর ফক্স নিউজের উপস্থাপক ব্রেট বেয়ারের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বেজোস বলেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) অর্থনীতিতে উৎপাদনশীলতা দুই অঙ্কের হারে বাড়াতে পারে। তখন “কিছু মানুষ” সপ্তাহে তিন দিন কাজ করেও পরিবার চালাতে পারবেন। দুই আয়ের কোনো পরিবার চাইলে একজন উপার্জনকারীর আয়েও চলার সিদ্ধান্ত নিতে পারে—এমন সম্ভাবনার কথাও তিনি বলেন। তাঁর যুক্তি, মানুষ কম কাজ বেছে নিলে নিয়োগকর্তাদের কর্মী পাওয়াই কঠিন হতে পারে।

কিন্তু কথাটি যেমন শোনায়, বেজোস তেমন নিশ্চয়তা দেননি। তিনি বলেননি যে সবাই সপ্তাহে তিন দিন কাজ করবে, কিংবা তিন দিন কাজ করলেই এক আয়ে সংসার চলবে। ফক্স নিউজের প্রতিবেদন এবং ফোর্বস-এর যাচাই অনুযায়ী, তিনি সম্ভাব্য দুটি সিদ্ধান্তের কথা বলেছেন—কিছু মানুষ কম দিন কাজ করতে পারে, অথবা কোনো পরিবার দ্বিতীয় আয় ছাড়তে পারে। কীভাবে এআই সেই পরিবর্তন ঘটাবে, তার নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা তিনি দেননি।

সাক্ষাৎকারে বেয়ার বেজোসকে অ্যামাজনের প্রায় ৩০ হাজার করপোরেট পদ কমানোর কথা মনে করিয়ে দেন। বেজোস এর ব্যাখ্যায় মহামারির সময় দ্রুত কর্মীসংখ্যা বাড়ানোর কথা বলেন। রয়টার্স-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, ৩০ হাজারের বড় ছাঁটাইয়ের পর ৭ অক্টোবরেও অ্যামাজন স্টোরস বিভাগসহ nnn2 ইউনিটে এক হাজারের কম কর্মী ছাঁটাই করেছে বলে বিষয়টি জানেন এমন একজন ব্যক্তি বলেছেন। অ্যামাজন বলেছে, কাঠামো পরিবর্তন তাদের অগ্রাধিকারের সঙ্গে কাজকে আরও ভালোভাবে মেলাতে সহায়তা করবে।

বেজোসের আশাবাদের পেছনে একটি অর্থনৈতিক যুক্তি আছে: প্রযুক্তি যদি কর্মীর প্রতি ঘণ্টার উৎপাদন বাড়ায়, একই পরিমাণ পণ্য বা সেবা তৈরি করতে কম শ্রম লাগতে পারে। কিন্তু উৎপাদনশীলতার লাভ স্বয়ংক্রিয়ভাবে কর্মীর অবসরে রূপ নেয় না। প্রতিষ্ঠান সেই লাভ দিয়ে উৎপাদন বাড়াতে, খরচ কমাতে, দাম নামাতে, মুনাফা বাড়াতে, মজুরি বাড়াতে বা কর্মঘণ্টা কমাতে পারে। কোন পথে যাবে, তা নির্ভর করে বাজার, শ্রমিকের দর-কষাকষির ক্ষমতা, কর্মসংস্থানের নিয়ম এবং প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্তের ওপর।

এআই নিয়ে গবেষণাও এখনই বেজোসের আশাবাদকে নিশ্চিত করে না। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) ২০২৬ সালের জুনে প্রকাশিত পর্যালোচনায় বলা হয়েছে, জেনারেটিভ এআই থেকে উৎপাদনশীলতার কিছু বাস্তব লাভ দেখা যাচ্ছে, তবে তা অসম এবং অনেক ক্ষেত্রেই পুরোপুরি যাচাই করা হয়নি। কর্মীরা যে সময় সাশ্রয়ের কথা জানিয়েছেন, তা এখনো মাপা উৎপাদন, আয় বা কর্মসংস্থানের বৃদ্ধিতে ধারাবাহিকভাবে পরিণত হয়নি। আইএলওর মতে, আপাতত বড় পরিসরে চাকরি বিলুপ্তির প্রমাণ সীমিত; তবে তরুণদের কাজের সুযোগ, কর্মীর স্বায়ত্তশাসন ও কাজের মান নিয়ে ঝুঁকি আছে।

যুক্তরাষ্ট্রে ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট ল্যাবও ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তথ্য পর্যালোচনা করে শ্রমবাজারে এআইয়ের স্পষ্ট প্রভাব শনাক্ত করতে পারেনি। তাদের বিশ্লেষণে এআই ব্যবহারের মাত্রার সঙ্গে কর্মসংস্থান বা বেকারত্বের কোনো পরিষ্কার সম্পর্ক ধরা পড়েনি। এর অর্থ এআইয়ের প্রভাব নেই—এমন নয়; বরং প্রভাব আলাদা করে মাপার মতো প্রমাণ এখনো অস্পষ্ট।



পরিমনি ও মেহজাবীন এর ভুয়া অন্তরঙ্গ ভিডিও, সত্যিকারের ক্ষতি: তারকারা আক্রান্ত, ঝুঁকি সবার



মাহবুব আহমেদ | যুক্তরাষ্ট্র ডেস্ক। সাপ্তাহিক ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি

মাছরাঙা টেলিভিশনের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে মেহজাবীন চৌধুরী ও পরীমনিকে ঘিরে আপত্তিকর, এআই-নির্মিত বলে বর্ণিত ভিডিও প্রকাশের ঘটনায় হ্যাকিংয়ের দাবি, অপসারণে বিলম্ব ও অনলাইন প্রতিক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বাংলাদেশের আইনে এমন কনটেন্ট ছড়ানোর বিরুদ্ধে শাস্তির বিধান আছে; এখন জরুরি নিরপেক্ষ তদন্ত, দ্রুত প্রতিকার এবং ভুক্তভোগীর মর্যাদা রক্ষা ।।।।।।



ভিডিওটি ভুয়া হতে পারে—অপমান ও ক্ষতিটা নয়

কোনো ভিডিও সত্য কি না, তা যাচাইয়ে সময় লাগে। কিন্তু সেটি ছড়িয়ে দিতে লাগে কয়েকটি ক্লিক। আর ভুক্তভোগীকে ঘিরে কৌতুক, কটূক্তি ও লিংকের আবদার শুরু হতে পারে যাচাই শেষ হওয়ার আগেই। মেহজাবীন চৌধুরী ও পরীমনিকে নিয়ে ছড়িয়ে পড়া আপত্তিকর ভিডিওর ঘটনায় তাই প্রশ্নটি শুধু "ভিডিওটি আসল কি না" নয়; প্রশ্ন হলো, কারও পরিচিত মুখকে যৌন কনটেন্টে বসিয়ে ছড়িয়ে দেওয়ার অধিকার কে দিল?

১২–১৩ অক্টোবর মাছরাঙা টেলিভিশনের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে দুই অভিনেত্রীকে ঘিরে পাঁচটি বিকৃত ভিডিওসহ পোস্ট প্রকাশিত হয় বলে বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছে। মাছরাঙা পরে বলেছে, তাদের অ্যাকাউন্ট হ্যাক করে এআইয়ের অপব্যবহারে তৈরি ভুয়া ছবি ও ভিডিও প্রকাশ করা হয়েছিল। অভিনেত্রী মেহজাবীনও এআই দিয়ে কারও নামে মিথ্যা কনটেন্ট বানিয়ে হেয় করার উদ্দেশ্যে ছড়ানোকে অপরাধ বলেছেন। পরীমনি প্রশ্ন তুলেছেন, শুধু দুঃখ প্রকাশ করলেই কি দায় শেষ হয়?

হ্যাকিংয়ের দাবি তদন্তেই যাচাই হবে

মাছরাঙা টেলিভিশনের বক্তব্য অনুযায়ী, ১৩ অক্টোবর ভোরে তাদের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে অননুমোদিতভাবে কনটেন্ট প্রকাশিত হয়। রিউমর স্ক্যানারের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চ্যানেল কর্তৃপক্ষ অ্যাকাউন্ট হ্যাক হওয়ার কথা জানায় এবং পরে জানায়, তারা এ ঘটনায় মামলা করেছে। একই প্রতিবেদনে চ্যানেলের এক কর্মকর্তার ব্যাখ্যা রয়েছে: ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টটি ফেসবুক পেজের সঙ্গে যুক্ত থাকায় ফেসবুক থেকে কনটেন্ট স্বয়ংক্রিয়ভাবে ইনস্টাগ্রামে প্রকাশিত হতো; অ্যাকাউন্ট ও বিজ্ঞাপন ব্যবস্থাপনার নিয়ন্ত্রণ হারানোর কারণে পোস্ট সরাতে সময় লেগেছিল।

তবে ঘটনাকালে অ্যাকাউন্টে নিয়মিত সংবাদ পোস্টও দেখা গেছে—এই বিষয়টি নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে প্রশ্ন উঠেছে। একই প্রতিবেদনে সাবেক এক কর্মীকে জড়িয়ে অনলাইনে ছড়ানো অভিযোগও নথিবদ্ধ করা হয়েছে; ওই ব্যক্তি অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। এসব অভিযোগ প্রমাণিত সত্য নয়। অ্যাকাউন্টের লগ, প্রবেশাধিকার, বিজ্ঞাপন-ব্যবস্থাপনা, পোস্টের সময়রেখা এবং চ্যানেলের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা-প্রক্রিয়া পরীক্ষা না করে কাউকে দায়ী করা ঠিক হবে না। আবার হ্যাকিংয়ের দাবি উত্থাপিত হয়েছে বলেই প্রতিষ্ঠানটির সাইবার নিরাপত্তা ও কনটেন্ট-অপসারণের দায়িত্বের প্রশ্নও শেষ হয়ে যায় না।

পরীমনি বলেছেন, ভিডিওগুলো তার কাছে নতুন নয়, কিন্তু এবার মাছরাঙার পেজ দিয়ে তা ব্যাপকভাবে ছড়িয়েছে। তিনি চ্যানেলের দুঃখ প্রকাশে সন্তুষ্ট নন। তার বক্তব্য অভিযোগ—চূড়ান্ত তদন্তের বিকল্প নয়; কিন্তু বড় প্রতিষ্ঠানের প্ল্যাটফর্মে ক্ষতিকর কনটেন্ট প্রকাশিত হলে জবাবদিহি কেমন হওয়া উচিত, সেই প্রশ্নটি জনস্বার্থের।

পরিচিত মুখের আড়ালে অপরিচিত ভুক্তভোগী

তারকা পরিচিত বলে অনেকে ভিডিওটিকে ভুয়া বলে চেনার দাবি করতে পারেন। কিন্তু সেই যুক্তি বিপজ্জনক। সাধারণ মানুষের ছবি, ব্যক্তিগত জীবন বা দেহভঙ্গি সম্পর্কে জনসাধারণের পূর্বধারণা থাকে না; তাই তাদের ক্ষেত্রে কৃত্রিম কনটেন্টকে সত্য বলে চালানো আরও সহজ হতে পারে। তবে তারকা হোন বা সাধারণ নাগরিক—কেউই নিজের ছবি যৌনভাবে বিকৃত করে ছড়িয়ে দেওয়ার সম্মতি দেননি ধরে নেওয়া যায় না। পরিচিতি ভুক্তভোগীর মর্যাদা কমায় না, আর অপরিচিতি কাউকে কম সুরক্ষার যোগ্য করে না।

১০টি দেশের ১৬ হাজারের বেশি প্রাপ্তবয়স্ককে নিয়ে করা একটি একাডেমিক জরিপও দেখিয়েছে, কৃত্রিম অন্তরঙ্গ ছবি বা ভিডিও তৈরির ও ছড়ানোর অভিজ্ঞতা বাস্তব, এবং অনেক উত্তরদাতা এমন আচরণকে ক্ষতিকর মনে করেন। এই জরিপ বাংলাদেশের পরিস্থিতির পরিমাপ নয়; তবে এটি মনে করিয়ে দেয়, প্রযুক্তিগতভাবে "ভুয়া" কনটেন্টও মানুষের সম্মান, নিরাপত্তা ও সামাজিক জীবনে বাস্তব ক্ষতি করতে পারে।

জাতিসংঘের "How AI is Exacerbating Technology-Facilitated Violence against Women" প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জেনারেটিভ এআই সম্মতি ছাড়া যৌনধর্মী ছবি ও ভিডিও তৈরির এবং ছড়ানোর ঝুঁকি বাড়াচ্ছে। UN Women-এর তথ্য অনুযায়ী, নারী মানবাধিকারকর্মী, কর্মী ও সাংবাদিকদের মধ্যে ৭০ শতাংশ অনলাইনে সহিংসতার অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন—এটি ওই পেশাগত গোষ্ঠীর জরিপ, সব নারীর অভিজ্ঞতার পরিমাপ নয়।

আইন আছে; তদন্ত ও প্রয়োগের প্রশ্নও আছে

বাংলাদেশের সরকারি আইনভান্ডার অনুযায়ী, ২০২৬ সালের ৮১ নম্বর সাইবার সুরক্ষা আইন ১০ এপ্রিল ২০২৬-এ প্রণীত হয়েছে এবং ২১ মে ২০২৫ থেকে কার্যকর বলে গণ্য। আইনের ২৫ ধারায় এআই দিয়ে তৈরি বা সম্পাদিত কনটেন্টসহ বিভিন্ন ডিজিটাল উপাদান ব্যবহার করে যৌন হয়রানি, ব্ল্যাকমেইল, রিভেঞ্জ পর্ন বা সেক্সটর্শনের উদ্দেশ্যে তা পাঠানো, প্রকাশ বা প্রচার—এমনকি ছড়ানোর হুমকিকেও অপরাধের আওতায় আনা হয়েছে। সাধারণ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ দুই বছরের কারাদণ্ড বা ১০ লাখ টাকা জরিমানা, অথবা উভয় দণ্ড হতে পারে; নারী বা শিশুর বিরুদ্ধে অপরাধ হলে সর্বোচ্চ পাঁচ বছর কারাদণ্ড বা ২০ লাখ টাকা জরিমানার বিধান আছে।

অর্থাৎ, "এআই দিয়ে এমন কাজের জন্য কোনো আইন নেই"—এ দাবি ঠিক নয়। বরং প্রশ্ন হলো, আইনটি কীভাবে কার্যকর হবে: অভিযোগ কোথায় ও কীভাবে নেওয়া হবে, ডিজিটাল প্রমাণ কীভাবে সংরক্ষণ হবে, প্ল্যাটফর্ম থেকে কনটেন্ট দ্রুত সরানোর ব্যবস্থা কী, এবং তদন্তে বিশেষজ্ঞ সক্ষমতা আছে কি না? The Business Standard-এর ২০২৫ সালের материалում আইনজীবী ও সাইবার ট্রাইব্যুনালের прокурор এসব প্রয়োগ-সংক্রান্ত অস্পষ্টতা ও ভুক্তভোগীর অভিযোগ জানানোর বাধার কথা তুলেছিলেন। প্রতিবেদনটি তখনকার অধ্যাদেশ নিয়ে; ২০২৬ সালের আইনে কোনো পরিবর্তন হয়ে থাকলে তার পরবর্তী বাস্তবায়ন-অভিজ্ঞতা দিয়ে তা আলাদাভাবে যাচাই করা প্রয়োজন।

কনটেন্ট তৈরি করা অপরাধের একমাত্র ধাপ নয়। লিংক চাওয়া, স্ক্রিন রেকর্ড পাঠানো, কটূক্তি করে নতুন পোস্ট বানানো কিংবা "শুধু দেখার জন্য" আবার শেয়ার করাও ছড়ানোর পরিসর বাড়ায়। রিউমর স্ক্যানারের আরেক অনুসন্ধানে মাছরাঙার পোস্টের মন্তব্যে ভিডিওর লিংক চাওয়া ও নিজের কাছে কপি থাকার দাবি দেখা গেছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তা কোনো সার্বজনীন জরিপ নয়, কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ সতর্কতা: অনলাইনে দর্শকসুলভ আচরণও ক্ষতিকর প্রচারের জ্বালানি হতে পারে।

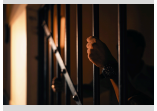

উবারের ২.৩ বিলিয়ন ডলারের ezCater চুক্তি:

নেতৃত্বে বাংলাদেশি-আমেরিকান সিইও নিহাদ রহমান



যুক্তরাষ্ট্র ডেস্ক। সাপ্তাহিক ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি

ক্যাটারিং ও কর্মক্ষেত্রের খাবারের প্ল্যাটফর্ম ezCater-কে নগদ ২.৩ বিলিয়ন ডলারে কেনার চুক্তি করেছে Uber। প্রতিষ্ঠানটির নেতৃত্বে আছেন বাংলাদেশি-আমেরিকান নিহাদ রহমান। তবে ezCater তাঁর প্রতিষ্ঠিত স্টার্টআপ নয়—এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ২০০৭ সালে, তাঁর যোগ দেওয়ার ১৫ বছর আগে। চুক্তিটি এখনো নিয়ন্ত্রক অনুমোদন ও অন্যান্য শর্তের অপেক্ষায়।

এখন পর্যন্ত এটি অধিগ্রহণের চুক্তি, সম্পন্ন বিক্রি নয়। দুই প্রতিষ্ঠানের ঘোষণায় বলা হয়েছে, লেনদেনটি আগামী কয়েক মাসে শেষ হতে পারে, তবে নিয়ন্ত্রক অনুমোদনসহ প্রচলিত শর্ত পূরণ করতে হবে। এই অনুমোদন বা অন্যান্য শর্ত পূরণ না হলে সময় বাড়তে পারে, শর্ত বদলাতে পারে, এমনকি চুক্তি সম্পন্নও নাও হতে পারে। তত দিন প্রতিষ্ঠান দুটি আলাদাভাবে পরিচালিত হবে—এ কথা দ্য ডেইলি স্টার-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।



ট্রাম্পের হাতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির শীর্ষ পদক পেলেন মাস্কসহ ছয় প্রযুক্তিনেতা

যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দুই শীর্ষ রাষ্ট্রীয় সম্মাননা পেলেন ছয় প্রযুক্তিনেতা। তাঁদের মধ্যে চারজন—ইলন মাস্ক, সের্গেই ব্রিন, জেনসেন হুয়াং ও লিসা সু—পেয়েছেন ন্যাশনাল মেডেল অব সায়েন্স। মাইকেল ডেল ও সত্য নাদেলা পেয়েছেন ন্যাশনাল মেডেল অব টেকনোলজি অ্যান্ড ইনোভেশন।

ওয়াশিংটনে বৃহস্পতিবার, ৮ অক্টোবর, 'Science: A New Golden Age' সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প পদকগুলো তুলে দেন। একই অনুষ্ঠানে প্রশাসন বিজ্ঞান গবেষণার জন্য সরকারি, বেসরকারি, বিশ্ববিদ্যালয় ও দাতব্য খাত মিলিয়ে ৬ বিলিয়ন ডলারের বেশি বিনিয়োগ ও সহায়তার উদ্যোগ ঘোষণা করে। তবে এটি একক সরকারি বরাদ্দ নয়: ঘোষণার মধ্যে সরকারি প্রতিশ্রুতির পাশাপাশি কোম্পানি ও অন্যান্য অংশীদারের অর্থ এবং প্রযুক্তিগত সহায়তাও রয়েছে।

ছয়জনের মধ্যে পাঁচজন যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে জন্মেছেন। তাঁদের স্বীকৃতি যেমন বৈশ্বিক মেধার মার্কিন প্রযুক্তি-ব্যবস্থায় অবদান তুলে ধরে, তেমনি একই দিনে বিদেশি কর্মীদের স্থায়ী বসবাসের পথ সীমিত করার সরকারি পদক্ষেপ পুরস্কারের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে সামনে এনেছে।

পূর্ণ প্রতিবেদন

রেস্তোরাঁ থেকে এক-দুজনের খাবার পৌঁছে দেওয়ার পরিচিত ব্যবসার বাইরে যেতে চাইছে Uber। যুক্তরাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র ও অনুষ্ঠানের জন্য ক্যাটারিং অর্ডারের প্ল্যাটফর্ম ezCater-কে নগদ ২.৩ বিলিয়ন ডলারে অধিগ্রহণের চুক্তি করেছে কোম্পানিটি। ৬ অক্টোবর প্রকাশিত যৌথ ঘোষণায় বলা হয়েছে, চুক্তি কার্যকর হলে ezCater-এর করপোরেট অর্ডারব্যবস্থা যুক্ত হবে Uber Eats-এর সরবরাহ নেটওয়ার্ক এবং Uber for Business-এর করপোরেট গ্রাহকভিত্তির সঙ্গে।

এই চুক্তির সংবাদে বাংলাদেশি-আমেরিকান নিহাদ রহমানের নামও সামনে এসেছে। তিনি ezCater-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। তবে সামাজিক মাধ্যমে ছড়ানো "নিহাদ রহমানের স্টার্টআপ" বর্ণনাটি সঠিক নয়: কোম্পানিটি তিনি প্রতিষ্ঠা করেননি। ezCater-এর নিজস্ব ইতিহাস অনুযায়ী, ২০০৭ সালে এর সহপ্রতিষ্ঠা করেন স্টেফানিয়া ম্যালেট ও ব্রিস্কো রজার্স। রহমান ২০২২ সালে যোগ দেন প্রধান অর্থ কর্মকর্তা হিসেবে; ২০২৫ সালে হন প্রধান নির্বাহী।

ezCater-এর ব্যবসা সাধারণ খাবার ডেলিভারির মতো নয়। প্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রগুলো এখানে বৈঠক, প্রশিক্ষণ, কর্মীদের নিয়মিত খাবার বা বড় আয়োজনের জন্য ক্যাটারিং অর্ডার দিতে পারে। Uber ও ezCater-এর ঘোষণায় বলা হয়েছে, প্ল্যাটফর্মটির সঙ্গে যুক্ত আছে যুক্তরাষ্ট্রের ১ লাখ ৪০ হাজারের বেশি রেস্তোরাঁ। আগের ১২ মাসে তাদের মোট গ্রস বুকিং ছিল ২.৫ বিলিয়ন ডলারের বেশি; গড় অর্ডারের মূল্য ৪০০ ডলারেরও বেশি।

এখানে একটি আর্থিক পার্থক্য জরুরি: ২.৫ বিলিয়ন ডলারের গ্রস বুকিং ezCater-এর আয় বা মুনাফা নয়। এটি প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে হওয়া অর্ডারের মোট মূল্য। চুক্তির ২.৩ বিলিয়ন ডলার হলো Uber-এর ঘোষিত লেনদেনমূল্য। প্রতিষ্ঠানটির বিক্রি, দায়, মালিকানার অংশীদারদের মধ্যে অর্থবণ্টন কিংবা রহমান ব্যক্তিগতভাবে কত পাবেন—এসবের বিস্তারিত ঘোষণায় নেই।

Uber বলছে, ezCater-এর ক্যাটারিং-অভিজ্ঞতা, Uber Eats-এর গ্রাহক ও রেস্তোরাঁ নেটওয়ার্ক এবং Uber for Business-এর করপোরেট সম্পর্ক এক জায়গায় এনে প্রতিষ্ঠান ও রেস্তোরাঁ—উভয়ের জন্য বড় অর্ডারের সুযোগ তৈরি করা যাবে। কোম্পানির ঘোষণায় ezCater-কে নন-GAAP পরিচালন আয়ের হিসাবে লাভজনক বলা হয়েছে এবং অধিগ্রহণটি Uber-এর মার্জিনে সহায়ক হবে বলে প্রত্যাশা জানানো হয়েছে। নন-GAAP হিসাব কিছু নির্দিষ্ট ব্যয় বাদ দেয়; তাই তা প্রচলিত GAAP আর্থিক ফলাফলের সঙ্গে এক নয়।

ezCater-এর নেতৃত্বে রহমানের পথটি ছিল আর্থিক ব্যবস্থাপনা থেকে নির্বাহী পরিচালনায়। প্রতিষ্ঠানটির ২০২২ সালের ঘোষণায় বলা হয়, তিনি এর আগে JPMorgan Chase-এ ম্যানেজিং ডিরেক্টর ছিলেন এবং General Electric-এ অর্থ ও নিয়ন্ত্রণসংক্রান্ত বিভিন্ন নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করেন। ২০২৫ সালে কোম্পানির বোর্ড তাঁকে স্থায়ী সিইও নিয়োগ করে; তার আগে তিনি অন্তর্বর্তী প্রধান নির্বাহী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন।

প্রতিষ্ঠানটির জন্ম অবশ্য তারও অনেক আগে। ezCater-এর প্রকাশিত ইতিহাসে ম্যালেট ও রজার্সকে সহপ্রতিষ্ঠাতা বলা হয়েছে। ব্যবসাটির প্রাথমিক ধারণা ছিল—কর্মক্ষেত্রের বৈঠকের জন্য নির্ভরযোগ্য ক্যাটারার খুঁজে পাওয়া ও অর্ডার পরিচালনা সহজ করা। সময়ের সঙ্গে এটি এককালীন মিটিংয়ের খাবার ছাড়িয়ে নিয়মিত কর্মী-খাবার এবং বৃহত্তর করপোরেট খাদ্যব্যবস্থাপনায় বিস্তৃত হয়েছে।

এই পার্থক্যটি রহমানের অর্জনকে ছোট করে না; বরং তাঁর ভূমিকা যথাযথভাবে চিহ্নিত করে। তিনি প্রতিষ্ঠাতা নন, কিন্তু CFO থেকে CEO হয়ে এমন এক প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব দিচ্ছেন, যার মূল্য নিয়ে এখন Uber-এর সঙ্গে বহু-বিলিয়ন ডলারের চুক্তি হয়েছে। বাংলাদেশি-আমেরিকান পরিচয়টি প্রতিবেদন করেছে দ্য ডেইলি স্টার; ezCater-এর নিজস্ব জীবনীতে তাঁর শিক্ষা ও পেশাগত অভিজ্ঞতার তথ্য আছে।

Uber-এর এই পদক্ষেপের পেছনে কেবল নতুন গ্রাহক যোগ করার হিসাব নেই; অর্ডারের ধরনও গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণ ডেলিভারিতে অর্ডার ছোট ও ঘনঘন হতে পারে। বিপরীতে, করপোরেট ক্যাটারিংয়ে একটি অর্ডার অনেক বড় এবং আগে থেকে পরিকল্পিত। Reuters-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, Uber এই অধিগ্রহণের মাধ্যমে কর্মক্ষেত্র, বৈঠক ও অনুষ্ঠানের অর্ডারে নিজের অবস্থান বাড়াতে চাইছে। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রে খাবার ডেলিভারির বাজারে DoorDash-এর শক্তিশালী অবস্থান Uber-এর জন্য প্রতিযোগিতার একটি বড় বাস্তবতা।

রেস্তোরাঁর জন্য বড় অর্ডার নতুন আয়ের পথ হতে পারে—Uber-এর প্রধান দারা খোসরোশাহি এমনটাই বলেছেন। কিন্তু ঘোষণার এই প্রত্যাশা ফলাফলের নিশ্চয়তা নয়। বড় অর্ডার মানে একসঙ্গে বেশি খাবার প্রস্তুত, সময়মতো প্যাকিং ও পৌঁছানোর চাপও।

MVSC PRESENTS

AGS

ANNUAL CULTURAL & SPORTS DAY 2026

PROTIC HASAN

DATE NOV 14TH,2026

VENUE : BOB GLASS GYM ADDRESS: 101 N D ST, PERRIS, CA 92570

INFORMATION

AL MASUK - (951) 550 6235 | SHAMEEM AHMED (951) 807-7952
POLASH RAHMAN (951) 581-6780 | DELWAR HOSSAIN (951) 850-6482
ANIS RAHMAN (213) 476-2038 | FAZLUL HAQUE MINTU (951) 850-0327

আজকের এ-আই

যুক্তরাষ্ট্র ডেস্ক। সাপ্তাহিক ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি

পূর্ণ প্রতিবেদন



টিম কুকের বিদায় ও অ্যাপলের রেকর্ড আয়: জন টার্নাসের সামনে এআই ও চিপ সংকট

একটি প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসে কিছু সন্ধ্যা আসে, যখন হিসাবের খাতায় লেখা সংখ্যাগুলোকে ছাপিয়ে যায় নেতৃত্ব বদলের আবেগ। ২০২৬ সালের ৩০ জুলাই অ্যাপলের আর্নিংস কলটি ছিল তেমনই এক সন্ধ্যা—একদিকে কোম্পানির ইতিহাসে সর্বোচ্চ জুন-প্রান্তিক রাজস্ব, অন্যদিকে প্রায় ১৫ বছর ধরে বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী প্রযুক্তি সাম্রাজ্যগুলোর একটিকে পরিচালনা করা টিম কুকের শেষ আর্থিক প্রতিবেদন।

অ্যাপল জানায়, ২৭ জুন শেষ হওয়া ২০২৬ অর্থবছরের তৃতীয় প্রান্তিকে কোম্পানিটি ১০৯ দশমিক ৪ বিলিয়ন ডলার রাজস্ব অর্জন করেছে, যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৬ শতাংশ বেশি। নিট মুনাফা দাঁড়ায় প্রায় ২৯ দশমিক ৮ বিলিয়ন ডলার এবং শেয়ারপ্রতি আয় হয় ২ দশমিক ০২ ডলার—বছরওয়ারি ২৯ শতাংশ বৃদ্ধি। অ্যাপল একে কোম্পানির ইতিহাসের সর্বোচ্চ জুন-প্রান্তিক ফলাফল হিসেবে উল্লেখ করেছে। (Apple)

কিন্তু এই উজ্জ্বল সংখ্যার মাঝেই যেন শোনা গেল বিদায়ের ঘণ্টা। আগামী ১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ থেকে অ্যাপলের প্রধান নির্বাহীর দায়িত্ব নিচ্ছেন দীর্ঘদিনের হার্ডওয়্যার প্রকৌশলপ্রধান জন টার্নাস। টিম কুক সিইও পদ ছেড়ে কোম্পানির এক্সিকিউটিভ চেয়ারম্যান হিসেবে থাকবেন। অ্যাপলের পরিচালনা পর্ষদ সর্বসম্মতভাবে এই নেতৃত্ব পরিবর্তন অনুমোদন করেছে বলে প্রতিষ্ঠানটি এপ্রিলেই জানিয়েছিল। (Apple)

সাফল্যের রেকর্ড, তবু কেন আতঙ্কিত ওয়াল স্ট্রিট?

ফলাফল প্রকাশের পর প্রথম প্রতিক্রিয়ায় অ্যাপলের শেয়ার প্রায় ৫ দশমিক ৫ থেকে ৬ শতাংশ কমে যায়। পরদিন নিয়মিত লেনদেনে পতন প্রায় ১০ শতাংশের কাছাকাছি পৌঁছে, যার ফলে এক পর্যায়ে কোম্পানিটির বাজারমূল্য থেকে প্রায় ৫০০ বিলিয়ন ডলার মুছে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়। (Reuters)

এই বিপরীতমুখী দৃশ্য—রেকর্ড আয় অথচ শেয়ারের বড় পতন—শেয়ারবাজারের একটি পুরোনো সত্য মনে করিয়ে দেয়: বাজার অতীতের সাফল্যের মূল্য দেয়, কিন্তু শেয়ারের দাম নির্ধারণ করে ভবিষ্যতের প্রত্যাশা।

অ্যাপল আগামী সেপ্টেম্বর প্রান্তিকে রাজস্ব ৯ থেকে ১১ শতাংশ বাড়বে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে। অথচ ওয়াল স্ট্রিটের গড় প্রত্যাশা ছিল প্রায় ১২ শতাংশ। মাত্র এক বা দুই শতাংশ পয়েন্টের এই ব্যবধানও বিনিয়োগকারীদের কাছে বড় সতর্কসংকেত হয়ে ওঠে, কারণ অ্যাপলের মতো প্রায় পাঁচ ট্রিলিয়ন ডলারের প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সামান্য প্রবৃদ্ধি-ঘাটতিও কয়েক দশক বিলিয়ন ডলারের পার্থক্য তৈরি করতে পারে। (Reuters)

আইফোন ও ম্যাকের অসাধারণ উত্থান

প্রান্তিক ফলাফলে অ্যাপলের সবচেয়ে শক্তিশালী চালিকাশক্তি ছিল আইফোন। আইফোন বিক্রি বছরওয়ারি প্রায় ২১ দশমিক ৭ শতাংশ বেড়ে ৫৪ দশমিক ২৫ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে—জুন প্রান্তিকের জন্য নতুন রেকর্ড। ম্যাক বিক্রি প্রায় ২৮ দশমিক ৭ শতাংশ বেড়ে ১০ বিলিয়ন ডলারের সীমা অতিক্রম করেছে। (Reuters)

তবে সব বিভাগ সমানভাবে ভালো করেনি। আইপ্যাড বিক্রি প্রায় ৫ দশমিক ৯ শতাংশ কমেছে। সার্ভিসেস বিভাগ থেকে রেকর্ড ৩০ দশমিক ৭৪ বিলিয়ন ডলার এলেও এর ১২ দশমিক ১ শতাংশ প্রবৃদ্ধি বিশ্লেষকদের প্রত্যাশার তুলনায় কিছুটা দুর্বল ছিল। অ্যাপ স্টোরের নীতিগত ও আইনি পরিবর্তন, বিশেষ করে বিভিন্ন দেশে বিকল্প পেমেন্ট ব্যবস্থার চাপ, সার্ভিসেস বিভাগের ভবিষ্যৎ মার্জিন নিয়ে প্রশ্ন তুলছে। (Reuters)

অর্থাৎ অ্যাপল একদিকে আইফোন ও ম্যাকের ওপর ভর করে দ্রুত বাড়ছে, অন্যদিকে তার সবচেয়ে বেশি লাভজনক সার্ভিস ব্যবসার প্রবৃদ্ধি ধীর হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। বিনিয়োগকারীদের উদ্বেগের এটি আরেকটি কারণ।

টিম কুক: উদ্ভাবক কম, সাম্রাজ্য নির্মাতা বেশি?

২০১১ সালে স্টিভ জবসের কাছ থেকে দায়িত্ব নেওয়ার সময় টিম কুকের সামনে প্রায় অসম্ভব একটি প্রশ্ন ছিল—স্টিভ জবস-পরবর্তী অ্যাপল কি আদৌ টিকে থাকবে?

১৫ বছর পর উত্তরটি পরিষ্কার। কুক দায়িত্ব নেওয়ার সময় অ্যাপলের বাজারমূল্য ছিল প্রায় ৩৫০ বিলিয়ন ডলার। তাঁর বিদায়ের বছরে প্রতিষ্ঠানটি প্রথমবার পাঁচ ট্রিলিয়ন ডলারের বাজারমূল্য ছুঁয়েছে। বার্ষিক রাজস্ব প্রায় চার গুণ বেড়ে ৪১৬ বিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি পৌঁছেছে এবং সক্রিয় অ্যাপল ডিভাইসের সংখ্যা আড়াই বিলিয়ন ছাড়িয়েছে। (Reuters)

কুকের নেতৃত্বে অ্যাপল কেবল আইফোন বিক্রেতা থাকেনি; এটি হয়ে উঠেছে হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার, পেমেন্ট, স্বাস্থ্য, বিনোদন, ক্লাউড ও সাবস্ক্রিপশনের একটি বিশাল বন্ধ ইকোসিস্টেম।

অ্যাপল ওয়াচ পরিধানযোগ্য স্বাস্থ্যপ্রযুক্তিকে মূলধারায় নিয়ে এসেছে।



আজকের এ-আই

যুক্তরাষ্ট্র ডেস্ক। সাপ্তাহিক ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি

পূর্ণ প্রতিবেদন

চিপযুদ্ধে মাস্কের ‘টেরাফ্যাব’: টেক্সাসে ১০ কোটি বর্গফুটের কারখানা, প্রতিশ্রুতির পাশে প্রশ্নও বিশাল

স্ট্যান্ডফার্স্ট

টেসলা ও স্পেসএক্সের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে পূর্ণাঙ্গ এআই চিপ সরবরাহব্যবস্থা গড়ে তুলতে গ্রাইমস কাউন্টিতে ‘টেরাফ্যাব’ নির্মাণের ঘোষণা দিয়েছেন ইলন মাস্ক। প্রথম পর্যায়ে বিনিয়োগ ১৬.৮ বিলিয়ন ডলার, পরিকল্পিত আয়তন ১০ কোটি বর্গফুট। তবে ‘বিশ্বের বৃহত্তম ভবন’ হওয়ার দাবি এখনো নকশা ও ভবিষ্যৎ বাস্তবায়নের ওপর নির্ভরশীল; স্থানীয়দের প্রশ্ন করছাড়, পানি, পরিবেশ ও জবাবদিহি নিয়ে।

বিশ্বের সবচেয়ে বড়—কিন্তু কোন মাপকাঠিতে?

টেক্সাসের গ্রামীণ গ্রাইমস কাউন্টিতে এখনো ১০ কোটি বর্গফুটের কোনো ভবন দাঁড়িয়ে যায়নি। সেখানে আছে বিপুল জমি, গিবনস ক্রিক জলাধার, শিল্পায়নের প্রত্যাশা এবং এমন এক স্থাপত্য-প্রতিশ্রুতি—যা বাস্তব হলে শুধু একটি কারখানা নয়, ছোটখাটো একটি উৎপাদন-নগরীর সমান হবে।

স্পেসএক্স ও টেসলা যৌথভাবে সেখানে নির্মাণ করতে চায় ‘টেরাফ্যাব’—যুক্তি বা লজিক চিপ, মেমোরি এবং উন্নত প্যাকেজিং থেকে পরীক্ষা পর্যন্ত সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদনের বিভিন্ন ধাপ একই কমপ্লেক্সে আনার এক উচ্চাভিলাষী প্রকল্প।

টেক্সাসের গভর্নর গ্রেগ অ্যাবটের কার্যালয় ৬ আগস্ট জানায়, প্রথম পর্যায়ে ১৬.৮ বিলিয়ন ডলারের বেশি বিনিয়োগ এবং ৩,০০০ নতুন কর্মসংস্থানের পরিকল্পনা রয়েছে। প্রস্তাবিত স্থাপনার মোট আয়তন ১০ কোটি বর্গফুট বা প্রায় ৯৩ লাখ বর্গমিটার। প্রকল্পটি পাবে ৩ কোটি ডলারের Texas Enterprise Fund অনুদান; পাশাপাশি রাজ্যের Jobs, Energy, Technology and Innovation বা JETI কর্মসূচির আওতায় কর-সুবিধার যোগ্য হয়েছে।

পরিকল্পিত আয়তন ধরে তুলনা করলে এটি চীনের চেংদু শহরের New Century Global Center-এর প্রায় ১ কোটি ৮৯ লাখ বর্গফুট ফ্লোর স্পেসের পাঁচ গুণেরও বেশি। সেই অর্থেই সামাজিক মাধ্যমে ‘চীনের রেকর্ড ভাঙার’ কথা বলা হচ্ছে।

কিন্তু এখানে জরুরি একটি সংশোধনী রয়েছে। পৃথিবীর ‘সবচেয়ে বড় ভবন’ নির্ধারণের একক কোনো সর্বজনীন মাপকাঠি নেই। ফ্লোর এরিয়া, ভূমির ওপর ভবনের বিস্তার, অভ্যন্তরীণ আয়তন বা ভলিউম এবং উচ্চতা—প্রতিটি বিভাগে রেকর্ড আলাদা। উচ্চতায় দুবাইয়ের বুর্জ খলিফা এবং অভ্যন্তরীণ ভলিউমে ওয়াশিংটনের Boeing Everett Factory ভিন্ন রেকর্ড বহন করে।

এর ওপর প্রকাশিত নকশায় টেরাফ্যাবকে একাধিক বিশাল ও পরস্পর-সংযুক্ত স্থাপনার কমপ্লেক্স হিসেবে দেখানো হয়েছে। ফলে শেষ পর্যন্ত এটি আনুষ্ঠানিকভাবে ‘একটি ভবন’, নাকি ‘বহু ভবনের শিল্পক্যাম্পাস’ হিসেবে গণ্য হবে—তা এখনই নিশ্চিত নয়।

অতএব নির্ভুল ভাষা হবে: টেরাফ্যাব বাস্তবায়িত হলে ঘোষিত ফ্লোর স্পেস অনুযায়ী বিশ্বের বৃহত্তম ভবন বা বৃহত্তম আন্তঃসংযুক্ত শিল্পকমপ্লেক্স হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু নির্মাণ শেষ এবং স্বাধীনভাবে আয়তন যাচাই হওয়ার আগে রেকর্ডটি অর্জিত সত্য নয়।

কেন গাড়ি ও রকেট কোম্পানি চিপ বানাতে নামছে

আধুনিক গাড়ি আর কেবল চাকা, মোটর ও ব্যাটারির সমষ্টি নয়। বৈদ্যুতিক গাড়ির শক্তি ব্যবস্থাপনা, ক্যামেরা, সেন্সর, চালক-সহায়ক ব্যবস্থা এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রতিটি স্তরে সেমিকন্ডাক্টর প্রয়োজন। টেসলার পরিকল্পিত Cybercab এবং Optimus মানবাকৃতির রোবটের জন্য প্রয়োজন হবে বিপুল সংখ্যক কম-বিদ্যুৎব্যয়ী inference chip—যে চিপ প্রশিক্ষিত এআই মডেলকে বাস্তব পরিবেশে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে।

অন্যদিকে স্পেসএক্সের Starlink নেটওয়ার্ক, উপগ্রহের কম্পিউটিং ব্যবস্থা এবং মাস্কের প্রস্তাবিত মহাকাশভিত্তিক ডেটা অবকাঠামোর ক্ষেত্রেও বিশেষায়িত প্রসেসরের প্রয়োজন বাড়ছে।

মাস্কের দাবি, ভবিষ্যতে তাঁর প্রতিষ্ঠানগুলোর বছরে এক টেরাওয়াটের বেশি কম্পিউটিং ক্ষমতার সমপরিমাণ চিপ প্রয়োজন হতে পারে। এই হিসাবের পদ্ধতি বা নির্দিষ্ট সময়সীমা প্রকাশ করা হয়নি। ফলে সংখ্যাটি স্বাধীন পূর্বাভাসের বদলে কোম্পানির নিজস্ব ভবিষ্যৎ চাহিদার প্রক্ষেপণ হিসেবেই দেখা উচিত।

প্রকল্পটির কৌশলগত দিক হলো vertical integration—নকশা, wafer fabrication, মেমোরি, উন্নত প্যাকেজিং ও পরীক্ষা যতটা সম্ভব একই ব্যবস্থাপনার অধীনে আনা। প্রচলিত চিপশিল্পে এসব কাজ প্রায়ই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও দেশের মধ্যে ভাগ হয়ে থাকে। একটি চিপের যাত্রা নকশা থেকে চূড়ান্ত পণ্য হওয়া পর্যন্ত একাধিক সীমান্ত অতিক্রম করতে পারে।

সেই ব্যবস্থাকে একই কমপ্লেক্সে সংকুচিত করতে পারলে পরিবহন ও সমন্বয়ের সময় কমতে পারে, প্রযুক্তিগত ত্রুটি দ্রুত শনাক্ত করা সম্ভব হতে পারে এবং সরবরাহব্যবস্থার ওপর নিয়ন্ত্রণ বাড়তে পারে। বিপরীতে, একটি অত্যন্ত কেন্দ্রীভূত ক্যাম্পাসে উৎপাদন আটকে গেলে তার অভিঘাতও বড় হতে পারে।

ইন্টেলের ভূমিকা: অংশীদারত্ব নিশ্চিত, সীমানা অস্পষ্ট

ইন্টেলের প্রধান নির্বাহী লিপ-বু ট্যান এপ্রিলের আয়-সংক্রান্ত বক্তব্যে স্পেসএক্স, টেসলা ও xAI-এর সঙ্গে টেরাফ্যাব নিয়ে অংশীদারত্বের কথা নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, প্রতিষ্ঠানগুলো সিলিকন প্রক্রিয়া প্রযুক্তি ও উৎপাদনদক্ষতা উন্নয়নের অপ্রচলিত উপায় অনুসন্ধান করবে।

এটি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ উন্নত চিপের কারখানা শুধু ভবন ও যন্ত্রপাতির সমষ্টি নয়। নির্ভরযোগ্য উৎপাদনমাত্রা বা yield অর্জন, উপাদানবিজ্ঞান, lithography, সফটওয়্যার, প্যাকেজিং এবং হাজারো বিশেষজ্ঞ প্রকৌশলীর অভিজ্ঞতা ছাড়া বিশাল কারখানাও কার্যকর উৎপাদনব্যবস্থায় পরিণত হয় না।

তবে ইন্টেল ঠিক কত অর্থ বিনিয়োগ করবে, টেরাফ্যাবে কোন process node ব্যবহৃত হবে, কার মালিকানায় মেধাস্বত্ব থাকবে এবং ইন্টেল সরঞ্জাম, প্রযুক্তি, লাইসেন্স নাকি সরাসরি উৎপাদন-সহযোগিতা দেবে—এসবের পূর্ণ বিবরণ প্রকাশিত হয়নি।

Reuters জানিয়েছে, টেরাফ্যাবের জন্য প্রথম পর্যায়ের ঘোষিত বিনিয়োগ ১৬.৮ বিলিয়ন ডলার হলেও বিভিন্ন স্থানীয় আবেদনপত্রে চার পর্যায়ে সম্ভাব্য মোট বিনিয়োগ ১১৯ বিলিয়ন ডলার পর্যন্ত দেখানো হয়েছে। কিন্তু সম্ভাব্য সর্বোচ্চ অঙ্ককে ইতিমধ্যেই নিশ্চিত বিনিয়োগ হিসেবে উপস্থাপন করা বিভ্রান্তিকর।

স্থানীয় নথি অনুযায়ী নির্মাণ ও সম্প্রসারণ ২০২৬ থেকে ২০৩৬ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে। অর্থাৎ প্রকল্পটির পূর্ণ আকৃতি পেতে এক দশক বা তারও বেশি সময় প্রয়োজন হতে পারে।

এটি মাস্কের প্রকল্পের চেয়েও বড় এক ভূরাজনৈতিক গল্প

অর্থনৈতিক ইতিহাসবিদ ক্রিস মিলার তাঁর Chip War বইয়ে দেখিয়েছেন, আধুনিক রাষ্ট্রের সামরিক শক্তি, অর্থনৈতিক উৎপাদন এবং প্রযুক্তিগত কর্তৃত্ব ক্রমেই সেমিকন্ডাক্টরের ওপর নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে। টেরাফ্যাব সেই বৃহত্তর প্রতিযোগিতারই একটি করপোরেট সংস্করণ।

যুক্তরাষ্ট্র চিপ নকশা, সফটওয়্যার ও উৎপাদন-সরঞ্জামের বহু ক্ষেত্রে শক্তিশালী হলেও উন্নত চিপের প্রকৃত উৎপাদনের বড় অংশ পূর্ব এশিয়ায় কেন্দ্রীভূত। Semiconductor Industry Association-এর একটি বিশ্লেষণ অনুযায়ী, বৈশ্বিক সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদনক্ষমতার প্রায় তিন-চতুর্থাংশ চীন ও পূর্ব এশিয়ায় অবস্থিত; অতিসূক্ষ্ম উন্নত চিপ উৎপাদনে তাইওয়ান ও দক্ষিণ কোরিয়ার ভূমিকা বিশেষভাবে প্রভাবশালী।

কোভিড-১৯ মহামারির সময় গাড়ি ও ইলেকট্রনিকস শিল্পে চিপসংকট দেখিয়েছে, কোনো একটি অঞ্চলের উৎপাদন ব্যাহত হলে তার অভিঘাত বিশ্বজুড়ে কত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। তাই যুক্তরাষ্ট্রে TSMC, Samsung, Intel ও Texas Instruments-এর নতুন কারখানার পাশাপাশি টেরাফ্যাবকে ঘিরেও ‘দেশীয় উৎপাদন’ এবং ‘জাতীয় নিরাপত্তা’র ভাষা জোরালো হচ্ছে।

গ্রাইমস কাউন্টির কাছে উন্নয়ন যেমন, ঝুঁকিও তেমন

প্রায় ৩০ হাজার মানুষের গ্রামীণ গ্রাইমস কাউন্টির জন্য ৩,০০০ চাকরি বড় অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সম্ভাবনা বহন করে। নতুন কর-রাজস্ব, আবাসন, সড়ক, ব্যবসা ও দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষার সুযোগ তৈরি হতে পারে। স্থানীয় স্কুল কর্তৃপক্ষ বলেছে, চুক্তিটি শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ সুযোগ সম্প্রসারণ করতে পারে।



কিন্তু ‘চাকরি সৃষ্টি’ সংখ্যাটিও যাচাইয়ের দাবি রাখে। কতগুলো স্থায়ী চাকরি, কতগুলো নির্মাণকালীন; স্থানীয় বাসিন্দারা কতগুলো পদে নিয়োগ পাওয়ার যোগ্য হবেন; গড় বেতন কত হবে—সরকারি ঘোষণায় তার পূর্ণ বিভাজন নেই। স্থানীয় আবেদনপত্রে চার পর্যায়ে ৪,২০০-এর বেশি সরাসরি কাজের সম্ভাবনার কথা থাকলেও প্রথম পর্যায়ের সরকারি প্রতিশ্রুতি ৩,০০০।

এদিকে প্রায় ৯০০ স্থানীয় বাসিন্দা কাউন্টি কর্তৃপক্ষের কাছে একটি আবেদন জমা দিয়েছেন। স্থানীয় টেলিভিশন KBTX-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, তাঁরা স্বতন্ত্র আইনি পরামর্শ, পানি ও পরিবেশ সুরক্ষা, ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক মেরামত, জরুরি সেবায় অর্থায়ন এবং প্রতিশ্রুতি পূরণ না হলে কর-সুবিধা ফেরত নেওয়ার clawback বিধানসহ ১২টি সুরক্ষা চেয়েছেন।

এ বিরোধিতা প্রযুক্তির বিরুদ্ধে কোনো সরল প্রত্যাখ্যান নয়। এর কেন্দ্রে আছে একটি গণতান্ত্রিক প্রশ্ন: একটি বেসরকারি প্রকল্প যখন একটি ছোট কাউন্টির অর্থনীতি ও ভূদৃশ্য পাল্টে দিতে পারে, তখন স্থানীয় জনগোষ্ঠী কতটা আগে তথ্য পাবে এবং সিদ্ধান্তে কতটা অংশ নিতে পারবে?


AI
The Path of
Infinite Intelligence
Part -2
(Robotics, Cybernetics & AGI)
Mahbub Ahmed
Available in
amazon kindle
Google Play
Books

অজকের এ-আই

যুক্তরাষ্ট্র ডেস্ক। সাপ্তাহিক ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি

এআই ঝুঁকি নিয়ে মাইকেল আই. জর্ডানের সতর্কবার্তা

কর্মসংস্থানচ্যুতি, বৈষম্য, কৃত্রিম ভুয়া কনটেন্ট ও শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠন—এআইয়ের বিস্তারের সঙ্গে এই চার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার আহ্বান জানিয়েছেন কম্পিউটারবিজ্ঞানী মাইকেল আই. জর্ডান। তবে তিনি প্রযুক্তির অগ্রগতি থামানোর পক্ষে নন; মানুষের সক্ষমতা ও পারস্পরিক সংযোগ বাড়ানোর মতো এআই নির্মাণের কথা বলেছেন।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিস্তার চাকরির ধরন বদলে দিতে পারে, বৈষম্য বাড়াতে পারে এবং বিপুল পরিমাণ কৃত্রিম ভুয়া কনটেন্ট ছড়িয়ে সমাজকে নতুন সংকটে ফেলতে পারে—এমন সতর্কতা দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া, বার্কলের কম্পিউটারবিজ্ঞানী মাইকেল আই. জর্ডান।

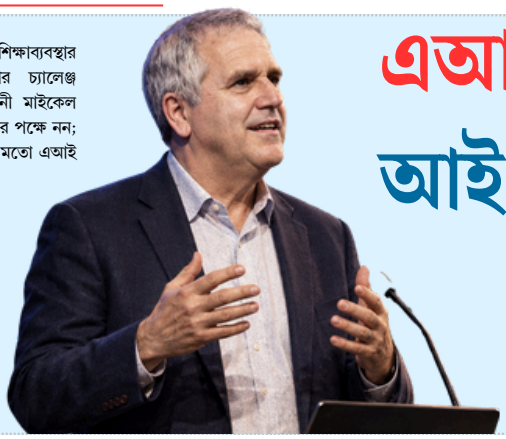

আমরা যা জানি

- জর্ডান ২২ মে ২০২৬ বার্কলের দুটি CDSS স্নাতক সমাবর্তনে বক্তব্য দেন।
- তিনি চাকরি স্থানচ্যুতি, বৈষম্য, কৃত্রিম ভুয়া কনটেন্ট এবং শিক্ষার পুনর্গঠনকে গুরুত্বপূর্ণ এআই চ্যালেঞ্জ হিসেবে চিহ্নিত করেন।
- চ্যাটবট মানুষকে সম্পূর্ণ প্রতিস্থাপন করবে—এ ধারণা তিনি প্রত্যাখ্যান করেন।
- তিনি এআই উন্নয়ন বন্ধ করার বদলে মানবিক সক্ষমতা ও সহযোগিতা বৃদ্ধির দিকে প্রযুক্তির লক্ষ্য নির্ধারণের কথা বলেন।

পূর্ণ প্রতিবেদন

গত ২২ মে বার্কলের হার্স্ট গ্রিক থিয়েটারে College of Computing, Data Science, and Society–এর স্নাতক সমাবর্তনে দেওয়া বক্তব্যে তিনি এসব ঝুঁকির পাশাপাশি শিক্ষাব্যবস্থাকে মৌলিকভাবে পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। অনুষ্ঠানে কম্পিউটার সায়েন্স, ডেটা সায়েন্স ও পরিসংখ্যানের দুই হাজারের বেশি স্নাতককে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। UC Berkeley CDSS-এর আনুষ্ঠানিক প্রতিবেদন

জর্ডান বার্কলের Electrical Engineering and Computer Sciences এবং Statistics বিভাগের Pehong Chen Distinguished Professor Emeritus। তিনি ফ্রান্সের National Institute for Research in Digital Science and Technology বা Inria-তেও জ্যেষ্ঠ গবেষক হিসেবে যুক্ত।

সমাবর্তনের আনুষ্ঠানিক সারসংক্ষেপ অনুযায়ী,



তবে চ্যাটবট শেষ পর্যন্ত মানুষের প্রয়োজনীয়তা বিলুপ্ত করে দেবে—এমন ধারণার সঙ্গে তিনি একমত নন। জর্ডানের ভাষায়, চ্যাটবট মানুষকে সম্পূর্ণভাবে প্রতিস্থাপন করতে পারবে—এ ধারণা “মরীচিকা এবং বিপজ্জনক”। মানুষের যখন প্রকৃত সম্পর্কের প্রয়োজন হয়, তখন সাবলীলভাবে তৈরি করা লেখা যথেষ্ট নয় বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

মানুষে-মানুষে গভীর সংযোগ প্রয়োজন—এমন পেশা ভবিষ্যতেও থাকবে এবং এ ধরনের কাজের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে তিনি মনে করেন। স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, পরামর্শ, নেতৃত্ব, সৃজনশীল সহযোগিতা ও সামাজিক পরিচর্যার মতো কাজে মানবিক বিচারবোধ ও সম্পর্কের গুরুত্ব তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

তবে প্রযুক্তির লক্ষ্য মানুষের কাজ হুবহু নকল করে তাকে সরিয়ে দেওয়া হওয়া উচিত নয়। এর পরিবর্তে এআইকে মানুষের দক্ষতা বাড়ানো, নতুন সহযোগিতা সৃষ্টি এবং কর্মসংস্থানের নতুন ক্ষেত্র তৈরির দিকে পরিচালিত করার কথা তিনি দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছেন।

২০২১ সালে ড্যারন অ্যাসেমোগলু ও ই. গ্লেন ওয়েলের সঙ্গে লেখা নির্দিষ্ট কাজে মানুষকে ছাড়িয়ে যাওয়ার প্রতিযোগিতা ব্যাপক বেকারত্বের আশঙ্কা তৈরি করে। বিকল্প হিসেবে মানুষের মধ্যে নতুন অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্ক তৈরিতে সহায়ক প্রযুক্তি নির্মাণের প্রস্তাব দেন তাঁরা। UC Berkeley-এর ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদন

জর্ডানের উদ্বেগের সঙ্গে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থাগুলোর গবেষণারও আংশিক মিল রয়েছে। International Labour Organization-এর ২০২৫ সালের বৈশ্বিক মূল্যায়ন অনুযায়ী, প্রতি চারজন কর্মীর একজন এমন পেশায় আছেন, যেখানে Generative AI–এর কিছু প্রভাব পড়তে পারে। তবে সংস্থাটি বলেছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ চাকরি বিলুপ্তির চেয়ে কাজের দায়িত্ব ও পদ্ধতি বদলে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। ILO-এর বিশ্লেষণ International Monetary Fund-এর হিসাবে, বিশ্বে প্রায় ৪০ শতাংশ কর্মসংস্থান কোনো না কোনোভাবে এআইয়ের প্রভাবে পড়তে পারে। কিছু কাজ প্রতিস্থাপিত হলেও অন্য কাজে এআই মানুষের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে পারে। উপযুক্ত নীতি ও পুনঃপ্রশিক্ষণ না থাকলে প্রযুক্তিটি আয় ও সম্পদের বৈষম্য বাড়াতে পারে বলেও সংস্থাটি সতর্ক করেছে। IMF-এর গবেষণা

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে জর্ডানের পরামর্শ ছিল—এআইয়ের বর্তমান সময়কে স্বর্ণের খনির দৌড় হিসেবে না দেখা। প্রযুক্তির সুযোগ ও চ্যালেঞ্জ এক, পাঁচ কিংবা দশ বছর পরও থাকবে উল্লেখ করে তিনি কমিউনিটি, সহযোগিতা এবং মানুষের পারস্পরিক সংযোগকে গুরুত্ব দেওয়ার আহ্বান জানান।

ভবিষ্যতের নয়টি বদল: এআই ও রোবট আমাদের কোন কাজ থেকে মুক্তি দেবে

চালকবিহীন গাড়ি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, স্মার্ট শপিং ও গৃহস্থালি রোবটের অগ্রগতি দেখে মনে হতে পারে, ২০৪০ সালের পর মানুষের দৈনন্দিন কাজের বড় অংশই করবে যন্ত্র। ঘুম থেকে ওঠার আগেই এআই সাজিয়ে দেবে দিনের রুটিন, গাড়ি পৌঁছে দেবে গন্তব্যে, আর রোবট সামলে নেবে ঘরের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা।

বাস্তবে ভবিষ্যৎ এতটা সরল নয়। প্রযুক্তির উন্নতির পাশাপাশি নিরাপত্তা, ব্যয়, আইন, গোপনীয়তা ও মানুষের আস্থাও নির্ধারণ করবে কোন কাজগুলো স্বয়ংক্রিয় হবে।

যে ৯টি কাজ বদলে যেতে পারে

১. গাড়ি চালানো: চালকবিহীন গাড়ি ইতিমধ্যে নির্দিষ্ট এলাকায় চলছে। ২০৪০ নাগাদ শহরের অনেক অঞ্চলে নিজে গাড়ি চালানো ঐচ্ছিক হতে পারে। তবে দুর্গম রাস্তা, প্রতিকূল আবহাওয়া ও জরুরি পরিস্থিতিতে মানুষের ভূমিকা থাকবে।

২. পাসওয়ার্ড মনে রাখা: পাসকি ও বায়োমেট্রিক প্রযুক্তি দীর্ঘ পাসওয়ার্ডের প্রয়োজন কমাচ্ছে। ভবিষ্যতে আঙুলের ছাপ, মুখ শনাক্তকরণ বা বিশ্বস্ত ডিভাইস দিয়েই অধিকাংশ অ্যাকাউন্টে প্রবেশ করা সম্ভব হতে পারে। তবে অ্যাকাউন্ট পুনরুদ্ধার ও সাইবার নিরাপত্তা গুরুত্বপূর্ণ থাকবে।

৩. সুপারশপের চেকআউট: স্মার্ট ক্যামেরা, সেন্সর ও স্বয়ংক্রিয় পেমেন্টের মাধ্যমে কেনাকাটা শেষে কাউন্টারে দাঁড়ানোর প্রয়োজন কমবে। তবে প্রযুক্তির ব্যয় ও নগদ অর্থনির্ভর মানুষের কারণে প্রচলিত কাউন্টারও থাকবে।

৪. ভাষা অনুবাদ: এআই ইয়ারবাড ও স্মার্ট চশমা তাৎক্ষণিক অনুবাদ সহজ করবে। সাধারণ কথোপকথনে ভাষার বাধা কমলেও আইনি, চিকিৎসা ও কূটনৈতিক ক্ষেত্রে দক্ষ অনুবাদকের প্রয়োজন থাকবে।

৫. দৈনন্দিন রুটিন: এআই সহকারী বৈঠক নির্ধারণ, ভ্রমণ পরিকল্পনা, বিল পর্যবেক্ষণ ও অ্যাপয়েন্টমেন্টের মতো কাজ সামলাতে পারবে। তবে অর্থ ব্যয়, ব্যক্তিগত তথ্য ব্যবহার ও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে মানুষের অনুমোদন প্রয়োজন হবে।

৬. গৃহস্থালি কাজ: রোবট ভ্যাকুয়াম, স্বয়ংক্রিয় মোছার যন্ত্র ও অন্যান্য স্মার্ট ডিভাইস ঘরের কাজ সহজ করছে। ভবিষ্যতে আরও বেশি কাজ স্বয়ংক্রিয় হতে পারে। তবে কাপড় গুছানো, রান্নাঘর সামলানো কিংবা এলোমেলো ঘর পরিষ্কারে পূর্ণাঙ্গ রোবটের সক্ষমতা ও সাশ্রয়ী মূল্য বড় চ্যালেঞ্জ।

৭. চাবি ও মানিব্যাগ বহন: ডিজিটাল পরিচয়পত্র, স্মার্ট লক ও মোবাইল পেমেন্টের বিস্তারে পকেটে চাবি বা কার্ড রাখার প্রয়োজন কমবে। তবু ফোন হারানো, ব্যাটারি শেষ হওয়া ও নেটওয়ার্ক বিচ্ছিন্নতার মতো পরিস্থিতিতে বিকল্প ব্যবস্থা জরুরি থাকবে।

৮. ইন্টারনেটে গবেষণা: এআই এজেন্ট তথ্য খুঁজে, তুলনা করে এবং সারসংক্ষেপ তৈরি করে সময় বাঁচাবে। কিন্তু ভুল তথ্য, পুরোনো সূত্র ও পক্ষপাতের ঝুঁকি থাকায় মূল উৎস যাচাই এবং নির্ভরযোগ্যতা বিচার আরও গুরুত্বপূর্ণ হবে।

৯. পথ মনে রাখা: স্মার্টফোন ও অগমেন্টেড রিয়্যালিটি চশমা পথনির্দেশকে আরও সহজ করবে। ফলে অপরিচিত রাস্তা মুখস্থ করার প্রয়োজন কমতে পারে। তবে প্রযুক্তি ব্যর্থ হলে দিকজ্ঞান ও মানচিত্র পড়ার দক্ষতা কাজে আসবে।

প্রযুক্তি মানুষের সময় ও শ্রম বাঁচালেও এর বিনিময়ে বাড়তে পারে ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ ও নজরদারি। এআই সহকারী জানতে পারে আমাদের দৈনন্দিন অভ্যাস, স্মার্ট গাড়ি জানতে পারে যাতায়াতের ধরন, আর ডিজিটাল দোকান বিশ্লেষণ করতে পারে কেনাকাটার আচরণ।

এ ছাড়া এআই ও রোবট পরিচালনায় প্রয়োজন হবে বিদ্যুৎ, ডেটা সেন্টার, পানি ও গুরুত্বপূর্ণ খনিজ। অর্থাৎ কাজ স্বয়ংক্রিয় হলেও এর পেছনের শ্রম ও সম্পদের প্রয়োজন শেষ হবে না।

আরেকটি বড় প্রশ্ন হলো, সবাই কি সমানভাবে এই সুবিধা পাবে? উন্নত প্রযুক্তির নাগাল যাদের থাকবে, তাদের জীবন সহজ হবে; অন্যদিকে নির্ভরযোগ্য ইন্টারনেট, অর্থনৈতিক সামর্থ্য ও ডিজিটাল দক্ষতার অভাবে অনেক মানুষ পিছিয়ে থাকতে পারেন।

২০৪০-পরবর্তী পৃথিবী হয়তো হবে এমন এক সময়, যখন দৈনন্দিন জীবনের বহু ঝামেলা মেশিন সামলে নেবে। পাসওয়ার্ড মনে রাখা, পথ খোঁজা, কেনাকাটার বিল দেওয়া কিংবা ঘর পরিষ্কারের মতো কাজ অনেকটাই স্বয়ংক্রিয় হতে পারে।


"বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি,
তাই পৃথিরীর রূপ খুঁজে পাই না আর..."
— জীবনানন্দ দাশ
নদী,
মাঠ,
পাখি,
কুয়াশা,
আর মানুষের
অন্তর্লীন
নিঃসঙ্গতা—
সব মিলেই
জীবনানন্দ।
প্রকৃতির মমতা,
ইতিহাসের ক্ষত,
শহরের নিঃসঙ্গতা—
সবকিছু মিলেই
তিনি লিখেছেন
বাংলার এক
স্বতন্ত্র ভাষা।
জীবনানন্দ দাশ
১৮৯৯ - ১৯৫৪
মৃত্যুর ৭২ বছর
২২ অক্টোবর ২০২৬
তাঁর কবিতা আমাদের শেখায় —
প্রকৃতিকে ভালোবাসা মানে কেবল সৌন্দর্য দেখা নয়,
বরং নিজের ভূখণ্ড, স্মৃতি ও নিঃসঙ্গতার সঙ্গে বেঁচে থাকার ভাষা খুঁজে পাওয়া।

সাহিত্য সাময়িকী

ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
বিশ্বময় সত্যের মুখোমুখি

জীবনানন্দ দাশ

কে কেন ভুলে যাওয়া যায় না: বাংলার প্রকৃতি থেকে আধুনিক মানুষের নিঃসঙ্গতা



কে কেন ভুলে যাওয়া যায় না: বাংলার প্রকৃতি থেকে আধুনিক মানুষেজীবনানন্দ দাশ বাংলার নদী, মাঠ ও পাখিকে কবিতায় স্মরণীয় করেছেন; একই সঙ্গে লিখেছেন শহুরে নিঃসঙ্গতা, ইতিহাসের ক্ষত ও আধুনিক জীবনের অনিশ্চয়তা। তাঁর স্বতন্ত্র ভাষা প্রথমে পাঠককে দূরে সরিয়েছিল, পরে সেই ভাষাই বাংলা কবিতার নতুন পাঠক তৈরি করেছে।

২২ অক্টোবর ২০২৬—জীবনানন্দ দাশের মৃত্যুর ৭২ বছর। সময়ের এই ব্যবধানেও তাঁর কবিতায় ফিরে আসে বাংলার নদী, ধানখেত, কুয়াশা, পাখি ও সন্ধ্যা। কিন্তু তাঁকে মনে রাখার কারণ কেবল প্রকৃতির সৌন্দর্য নয়। তাঁর কবিতায় সেই সৌন্দর্যের পাশেই থাকে ইতিহাসের অস্থিরতা, মানুষের একাকিত্ব এবং হারিয়ে যাওয়া সময়ের বোধ। ফলে জীবনানন্দকে পড়া মানে শুধু এক অতীত বাংলাকে দেখা নয়; বর্তমানের মানুষ কীভাবে তার ভূখণ্ড, স্মৃতি ও নিঃসঙ্গতার সঙ্গে বেঁচে থাকে, সেটিও নতুন করে ভাবা।

জীবনানন্দ দাশ বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান আধুনিক কবি, যিনি বাংলার নদী, মাঠ, ধানখেত, পাখি ও কুয়াশাকে কবিতায় এক অনন্য সৌন্দর্যে তুলে ধরেছেন। তবে তাঁর কবিতার জগৎ কেবল প্রকৃতির সৌন্দর্যে সীমাবদ্ধ নয়; সেখানে রয়েছে মানুষের নিঃসঙ্গতা, ইতিহাসের ক্ষত, মৃত্যুচেতনা এবং আধুনিক জীবনের অনিশ্চয়তা। ১৯৫৪ সালের ২২ অক্টোবর মৃত্যুবরণ করা এই কবির ৭২তম মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁর সাহিত্যকর্ম নতুন করে স্মরণ করিয়ে দেয়, কেন সময়ের ব্যবধান সত্ত্বেও তাঁর কবিতা পাঠকের কাছে প্রাসঙ্গিক।

১৮৯৯ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি বরিশালে জন্মগ্রহণ করেন জীবনানন্দ দাশ। তাঁর মা কুসুমকুমারী দাশ ছিলেন কবি। শৈশব থেকেই বাংলার প্রকৃতি ও গ্রামীণ পরিবেশ তাঁর কল্পনাজগৎকে প্রভাবিত করে। ১৯১৯ সালে তাঁর প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় এবং ১৯২৭ সালে প্রকাশিত হয় প্রথম কাব্যগ্রন্থ ঝরা পালক। পরবর্তী সময়ে ধূসর পাণ্ডুলিপি, বনলতা সেন, মহাপৃথিবী ও *রূপসী বাংলা*র মতো কাব্যগ্রন্থের মধ্য দিয়ে তিনি বাংলা কবিতায় স্বতন্ত্র অবস্থান তৈরি করেন।

জীবনানন্দের কবিতায় প্রকৃতি নিছক দৃশ্যপট নয়, বরং মানুষের স্মৃতি, আত্মপরিচয় ও মানসিক আশ্রয়ের অংশ। 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি' পঙ্‌ক্তিতে দেশকে দেখার যে অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে, তা কেবল ভূদৃশ্যের বর্ণনা নয়; বরং একটি ভূখণ্ডের সঙ্গে মানুষের গভীর আত্মিক সম্পর্কের প্রকাশ। নদী, পাখি, শস্যক্ষেত, গাছপালা ও ঋতুবৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে তিনি বাংলাকে এমনভাবে নির্মাণ করেছেন, যা পাঠকের মনে পরিচিত অথচ স্বপ্নময় এক জগৎ তৈরি করে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রবল সাহিত্যিক প্রভাবের সময়ে জীবনানন্দ নিজের কাব্যভাষা নির্মাণে সচেষ্ট হন। তাঁর কবিতায় শব্দের ব্যবহার, চিত্রকল্প, উপমা এবং সময়ের অনুভূতি প্রচলিত রীতির বাইরে নতুন মাত্রা পায়। পরিচিত দৃশ্যকে অপ্রত্যাশিত সম্পর্কের মধ্যে স্থাপন করে তিনি পাঠককে নতুনভাবে ভাবতে বাধ্য করেন। শুরুতে তাঁর কবিতা অনেকের কাছে দুর্বোধ্য মনে হলেও পরবর্তী সময়ে সমালোচকেরা তাঁর রচনার অন্তর্নিহিত আধুনিকতা, ইতিহাসচেতনা ও মনস্তাত্ত্বিক গভীরতাকে নতুন গুরুত্ব দিয়েছেন।

জীবনানন্দকে শুধু প্রকৃতির কবি হিসেবে দেখলে তাঁর সাহিত্যিক ব্যাপ্তি অসম্পূর্ণ থেকে যায়। বনলতা সেন কবিতায় দীর্ঘ পথচলা ও ক্লান্তির শেষে শান্তি খোঁজার আকাঙ্ক্ষা যেমন ফুটে উঠেছে, তেমনি তাঁর অন্যান্য কবিতায় মানুষের বিচ্ছিন্নতা, স্মৃতির ভার ও অস্তিত্বের অনিশ্চয়তা প্রকাশ পেয়েছে। *মহাপৃথিবী*সহ তাঁর পরবর্তী সময়ের কবিতায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, বাংলার ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ এবং দেশভাগের পূর্বাপর অস্থিরতার ছায়াও অনুভব করা যায়। ফলে তাঁর কবিতায় প্রকৃতির সৌন্দর্যের পাশাপাশি ইতিহাসের নির্মম বাস্তবতাও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

১৯৫৪ সালে মৃত্যুর পর জীবনানন্দের সাহিত্যিক পরিচয় আরও বিস্তৃত হয়। তাঁর অনেক কবিতা ও গদ্যকর্ম জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়নি। ১৯৩০-এর দশকে লেখা রূপসী বাংলা প্রকাশিত হয় ১৯৫৭ সালে, তাঁর মৃত্যুর তিন বছর পর। ১৯৫৫ সালে শ্রেষ্ঠ কবিতা গ্রন্থের জন্য তিনি মরণোত্তর সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার লাভ করেন। এসব ঘটনা তাঁর সাহিত্যকর্মের বিস্তৃত ভান্ডারকে নতুনভাবে পাঠকের সামনে তুলে ধরতে সাহায্য করেছে।

জীবনানন্দ দাশের স্থায়ী প্রভাবের কারণ শুধু তাঁর কাব্যভাষা কিংবা প্রকৃতিচিত্র নয়; বরং একই কবিতায় একাধিক অনুভূতি ও ব্যাখ্যার সুযোগ তৈরি করার ক্ষমতা। তাঁর রচনায় কেউ খুঁজে পান হারিয়ে যাওয়া বাংলার স্মৃতি, কেউ আধুনিক মানুষের একাকিত্ব, আবার কেউ যুদ্ধবিধ্বস্ত সময়ের উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তা। এই বহুমাত্রিকতা তাঁর কবিতাকে নির্দিষ্ট সময়ের গণ্ডি পেরিয়ে নতুন প্রজন্মের কাছেও অর্থবহ করে তুলেছে।

মৃত্যুর ৭২ বছর পরও জীবনানন্দ দাশকে স্মরণ করার অর্থ কেবল একজন কবির প্রতি শ্রদ্ধা জানানো নয়; বরং তাঁর কবিতার মধ্য দিয়ে বাংলার প্রকৃতি, ইতিহাস ও মানুষের অন্তর্জগৎকে নতুন করে আবিষ্কার করা। তিনি দেখিয়েছেন, প্রকৃতির প্রতি গভীর মমতা আধুনিক জীবনের সংকট থেকে পালিয়ে যাওয়া নয়; বরং মানুষ কোথায় বাস করে, কী হারায় এবং কোন স্মৃতি তাকে বাঁচিয়ে রাখে—সেই প্রশ্নগুলোর মুখোমুখি হওয়া। এ কারণেই জীবনানন্দ দাশ আজও বাংলা কবিতার এক জীবন্ত উপস্থিতি।



Copyright 2013 © FAISali

মাঈন আহমেদ।সাপ্তাহিক ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি

শামসুর রাহমান: কবিতায় স্বাধীনতা, প্রতিবাদ ও নাগরিক জীবনের এক অনন্য কণ্ঠস্বর

শামসুর রাহমান বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান আধুনিক কবি, যাঁর কবিতায় প্রেম, নাগরিক জীবন, স্বাধীনতা, মানবতা ও রাজনৈতিক প্রতিবাদ এক স্বতন্ত্র ভাষা পেয়েছে। বাংলাদেশের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ বাঁকগুলো তাঁর কবিতায় গভীরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। ২০০৬ সালের ১৭ আগস্ট মৃত্যুবরণ করলেও তাঁর সাহিত্যকর্ম আজও নতুন প্রজন্মকে স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, অসাম্প্রদায়িকতা ও মানুষের অধিকার সম্পর্কে ভাবতে শেখায়।

১৯২৯ সালের ২৩ অক্টোবর পুরান ঢাকার মাহুতটুলীতে জন্মগ্রহণ করেন শামসুর রাহমান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্যে পড়াশোনা শেষে তিনি সাংবাদিকতায় যুক্ত হন। দৈনিক মর্নিং নিউজ, দৈনিক পাকিস্তান এবং দৈনিক বাংলায় কাজ করার পাশাপাশি তিনি দীর্ঘদিন সাহিত্যচর্চা করেন। দৈনিক বাংলা ও সাপ্তাহিক বিচিত্রার সম্পাদক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতা তাঁকে নগরজীবন, সামাজিক পরিবর্তন ও রাজনৈতিক বাস্তবতাকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ দিয়েছিল।

শামসুর রাহমানের কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো ব্যক্তিগত অনুভূতির সঙ্গে সমকালীন সমাজ ও ইতিহাসের সংযোগ। তাঁর কবিতায় শহরের রাস্তা, মানুষের দৈনন্দিন জীবন, প্রেম, একাকিত্ব এবং সামাজিক বৈষম্য পাশাপাশি উপস্থিত। তিনি সহজবোধ্য অথচ গভীর তাৎপর্যপূর্ণ ভাষায় এমন সব অনুভূতি প্রকাশ করেছেন, যা ব্যক্তির অভিজ্ঞতাকে বৃহত্তর সমাজের বাস্তবতার সঙ্গে যুক্ত করে। তাঁর কবিতার এই নাগরিক দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিক বাংলা কবিতাকে নতুন মাত্রা দিয়েছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতাসংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ শামসুর রাহমানের কবিতায় বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। ‘স্বাধীনতা তুমি’ এবং ‘তোমাকে পাওয়ার জন্য, হে স্বাধীনতা’ কবিতায় স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা, আত্মত্যাগ ও মুক্তির স্বপ্ন শক্তিশালীভাবে প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে রচিত এসব কবিতা পরবর্তী সময়ে বাঙালির জাতীয় স্মৃতি ও মুক্তিযুদ্ধের সাহিত্যিক দলিলের অংশ হয়ে ওঠে। তাঁর বন্দী শিবির থেকে কাব্যগ্রন্থেও যুদ্ধকালীন বেদনা, প্রতিরোধ ও স্বাধীনতার প্রত্যাশা উঠে এসেছে।

১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে লেখা ‘আসাদের শার্ট’ তাঁর প্রতিবাদী কবিতার অন্যতম উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। শহীদ আসাদের রক্তাক্ত শার্টের চিত্রকে কেন্দ্র করে কবিতাটি ব্যক্তিগত আত্মত্যাগকে গণমানুষের সংগ্রাম ও প্রতিরোধের প্রতীকে রূপ দিয়েছে। অন্যায়, দমন-পীড়ন ও স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে তাঁর অবস্থান বিভিন্ন সময়ে কবিতার পাশাপাশি সাংবাদিকতার কাজেও প্রকাশ পেয়েছে। ১৯৮৭ সালে স্বৈরশাসনের প্রতিবাদে দৈনিক বাংলার প্রধান সম্পাদকের পদ থেকে তাঁর পদত্যাগও তাঁর রাজনৈতিক অবস্থানের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

তবে শামসুর রাহমানকে শুধু স্বাধীনতা ও প্রতিবাদের কবি হিসেবে সীমাবদ্ধ করা যায় না। তাঁর কবিতায় প্রেম, প্রকৃতি, ব্যক্তিগত স্মৃতি, সময়ের পরিবর্তন এবং মানুষের অন্তর্গত দ্বন্দ্বও গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক বাস্তবতা নিয়ে লেখার পাশাপাশি তিনি ব্যক্তিমানুষের আবেগ ও সম্পর্ককে গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর রচনার এই বৈচিত্র্য তাঁকে একই সঙ্গে ইতিহাসসচেতন কবি এবং মানুষের ব্যক্তিগত অনুভূতির সংবেদনশীল ভাষ্যকার হিসেবে পরিচিত করেছে।

দীর্ঘ সাহিত্যজীবনে শামসুর রাহমান ষাটটিরও বেশি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য স্বীকৃতির মধ্যে রয়েছে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬৯), একুশে পদক (১৯৭৭) এবং স্বাধীনতা পুরস্কার (১৯৯১)। তাঁর কবিতা বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং বাংলাদেশের সাহিত্য-ইতিহাসের বাইরেও পাঠক ও গবেষকদের আগ্রহ তৈরি করেছে।

শামসুর রাহমানের সাহিত্যিক উত্তরাধিকার টিকে আছে তাঁর কবিতায় ব্যক্তিস্বাধীনতা, মানবিক মর্যাদা ও প্রতিবাদের যে ভাষা তৈরি হয়েছে, তার মধ্য দিয়ে। তাঁর রচনায় স্বাধীনতা শুধু একটি রাজনৈতিক অর্জন নয়; এটি মানুষের কথা বলার অধিকার, নিজের পরিচয় নিয়ে বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর সাহসেরও প্রতীক। এ কারণেই তাঁর কবিতা অতীতের রাজনৈতিক ঘটনাকে স্মরণ করানোর পাশাপাশি বর্তমান সমাজের প্রশ্নগুলোর সঙ্গেও পাঠককে যুক্ত করে। বাংলাদেশের ইতিহাস, নাগরিক জীবন ও মানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা বুঝতে শামসুর রাহমানের কবিতা আজও এক গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যিক অবলম্বন।

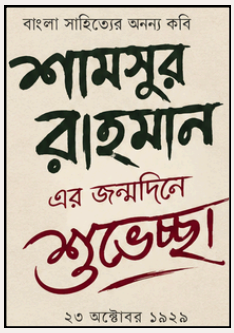



তোমরা কি জানো? — সাহিত্য বিশেষ

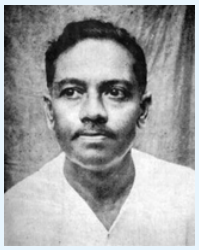

১. তোমরা কি জানো, জীবনানন্দ দাশের ‘রূপসী বাংলা’ তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়েছিল?

বাংলার প্রকৃতি ও গ্রামীণ জীবনের অনন্য চিত্রকল্পে সমৃদ্ধ রূপসী বাংলা ১৯৩০-এর দশকে লেখা হলেও বইটি প্রকাশিত হয় ১৯৫৭ সালে, কবির মৃত্যুর তিন বছর পর।



২. তোমরা কি জানো, হুমায়ূন আহমেদের প্রথম উপন্যাসই তাঁকে আলোচনায় এনেছিল?

১৯৭২ সালে প্রকাশিত নন্দিত নরকে উপন্যাসের মাধ্যমে তিনি বাংলা কথাসাহিত্যে স্বতন্ত্র পরিচিতি অর্জন করেন। সহজ ভাষা ও সাধারণ মানুষের জীবনের গল্প তাঁকে বিপুল জনপ্রিয়তা এনে দেয়।

সাহিত্য সাময়িকী

ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
বিশ্বময় সত্যের মুখোমুখি

বিশেষ সাহিত্য প্রতিবেদন | ম্যাগাজিন ফিচার

বাংলা সাহিত্যের বিবর্তন: প্রাচীন পুঁথি থেকে আধুনিক ডিজিটাল যুগ

বাংলা সাহিত্য কেবল গল্প, কবিতা, উপন্যাস কিংবা নাটকের সমষ্টি নয়; এটি বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাস, সংস্কৃতি, সংগ্রাম, প্রেম, প্রতিবাদ ও আত্মপরিচয়ের এক জীবন্ত দলিল। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের ভাষা, বিষয়বস্তু ও প্রকাশভঙ্গি বদলেছে। কখনো ধর্মীয় বিশ্বাস ও আধ্যাত্মিকতা, কখনো প্রেম ও প্রকৃতি, কখনো ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, আবার কখনো সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন বাংলা সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য হয়ে উঠেছে। প্রাচীন পুঁথি ও হাতে লেখা পাণ্ডুলিপির যুগ পেরিয়ে বাংলা সাহিত্য আজ পৌঁছেছে মুদ্রিত বই, অনলাইন সাময়িকী, ই-বুক, অডিওবুক এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের বিস্তৃত জগতে।

বাংলা সাহিত্যের শিকড়: প্রাচীন যুগের পদচিহ্ন

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন হিসেবে স্বীকৃত চর্যাপদ। আনুমানিক দশম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে রচিত এই বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকদের পদগুলো বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাথমিক বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য। চর্যাপদের ভাষায় প্রাচীন বাংলার বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি তৎকালীন মানুষের জীবন, প্রকৃতি, সমাজ ও আধ্যাত্মিক চিন্তার নানা দিক ফুটে উঠেছে। এর রচয়িতাদের মধ্যে লুইপা, কাহ্নপা ও ভুসুকুপার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্য আরও বিস্তৃত হয়। মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব পদাবলি, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এবং অনুবাদসাহিত্যের মাধ্যমে মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস, সামাজিক জীবন ও মানবিক আবেগ সাহিত্যের বিষয় হয়ে ওঠে। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগীয় ধারার একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। অন্যদিকে বৈষ্ণব পদাবলিতে প্রেম, বিরহ ও ভক্তির অনুভূতি এমনভাবে প্রকাশিত হয়েছে, যা ধর্মীয় সীমা ছাড়িয়ে মানবিক আবেগের গভীরতাকেও স্পর্শ করে।

মধ্যযুগের সাহিত্য শুধু রাজদরবার কিংবা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। গ্রামীণ জনজীবন, লোকবিশ্বাস, কৃষিনির্ভর অর্থনীতি ও মানুষের সুখ-দুঃখও সাহিত্যের উপাদান হয়ে উঠেছিল। পুঁথি, পালাগান, মঙ্গলকাব্য ও লোকসাহিত্যের ধারায় বাংলার সাধারণ মানুষের জীবন ও কল্পনার পরিচয় পাওয়া যায়। এভাবেই বাংলা সাহিত্য ধীরে ধীরে একটি সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে পরিণত হয়।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের উত্থান

উনিশ শতকে বাংলা সাহিত্যে নতুন যুগের সূচনা হয়। মুদ্রণযন্ত্রের প্রসার, আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার বিকাশ, সংবাদপত্রের আবির্ভাব এবং সামাজিক সংস্কার আন্দোলন সাহিত্যের বিষয় ও প্রকাশভঙ্গিতে বড় পরিবর্তন আনে। গদ্যসাহিত্য, আধুনিক কবিতা, উপন্যাস, নাটক ও প্রবন্ধ নতুনভাবে বিকশিত হতে থাকে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যের বিকাশ ও শিক্ষাবিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা কবিতায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন এবং মহাকাব্যিক রচনার মাধ্যমে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেন। তাঁর মেঘনাদবধ কাব্য বাংলা সাহিত্যে প্রচলিত আখ্যান ও চরিত্রকে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা উপন্যাসকে সুসংহত সাহিত্যরূপ দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর আনন্দমঠ উপন্যাসে দেশ, সমাজ ও রাজনৈতিক চেতনার প্রশ্ন উঠে আসে। একই সময়ে মীর মশাররফ হোসেনের বিষাদ-সিন্ধু বাংলা গদ্যসাহিত্যে ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় আখ্যানকে বিশেষ মাত্রা দেয়।

এরপর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা সাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্যের পরিসরে প্রতিষ্ঠিত করেন। কবিতা, গান, ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক ও প্রবন্ধ—প্রায় প্রতিটি সাহিত্যধারায় তাঁর সৃজনশীল অবদান রয়েছে। ১৯১৩ সালে *গীতাঞ্জলি*র ইংরেজি অনুবাদের জন্য সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভের মাধ্যমে তিনি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন করেন। তাঁর রচনায় প্রেম, প্রকৃতি, মানবতা, স্বাধীনতা, আত্মঅনুসন্ধান ও সামাজিক বাস্তবতা বহুমাত্রিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের পাশাপাশি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাধারণ মানুষের জীবন, সামাজিক বৈষম্য, নারীর অবস্থান ও মানবিক সম্পর্ককে সহজ অথচ আবেগঘন ভাষায় তুলে ধরেন। তাঁর দেবদাস, শ্রীকান্ত ও পথের দাবী বাংলা কথাসাহিত্যে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলেছে। অন্যদিকে বেগম রোকেয়া নারীশিক্ষা, নারীর অধিকার ও সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে সাহিত্যকে শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেন। তাঁর সুলতানার স্বপ্ন নারী-নেতৃত্বাধীন এক কল্পিত সমাজের ছবি তুলে ধরে, যা আজও নারীবাদী সাহিত্যচর্চায় আলোচিত।

বিদ্রোহ, স্বাধীনতা ও ভাষার অধিকার

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিংশ শতক সংগ্রাম ও পরিবর্তনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর কবিতায় শোষণ, সাম্প্রদায়িকতা, পরাধীনতা ও সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভাষা নির্মাণ করেন। 'বিদ্রোহী' কবিতার মধ্য দিয়ে তিনি ব্যক্তিমানুষের আত্মমর্যাদা ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে শক্তিশালী কাব্যিক রূপ দেন। তাঁর কবিতায় যেমন বিদ্রোহ রয়েছে, তেমনি রয়েছে প্রেম, সাম্য, মানবতা ও ধর্মীয় সম্প্রীতির আহ্বান।

একই সময়ে জীবনানন্দ দাশ বাংলা কবিতায় স্বতন্ত্র আধুনিকতার পরিচয় দেন। তাঁর রূপসী বাংলা, বনলতা সেন ও অন্যান্য কাব্যে প্রকৃতি, স্মৃতি, সময়, নিঃসঙ্গতা ও মৃত্যুচেতনা নতুন ভাষা ও চিত্রকল্পে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর কবিতায় বাংলার পরিচিত প্রকৃতি কখনো আশ্রয়, কখনো হারিয়ে যাওয়া সময়ের স্মৃতি, আবার কখনো আধুনিক মানুষের অন্তর্গত বিচ্ছিন্নতার প্রতীক হয়ে ওঠে।

বাংলাদেশের সাহিত্য ইতিহাসে ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের প্রভাব গভীর। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন বাংলা ভাষার মর্যাদা ও সাংস্কৃতিক পরিচয়কে নতুন রাজনৈতিক তাৎপর্য দেয়। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক ও প্রবন্ধে ভাষার অধিকার, আত্মপরিচয় এবং জাতীয় চেতনা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে ওঠে। আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' গানটি ভাষা আন্দোলনের স্মৃতির সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ বাংলা সাহিত্যকে আরও শক্তিশালী ঐতিহাসিক ভিত্তি দেয়। শামসুর রাহমানের 'স্বাধীনতা তুমি' ও 'তোমাকে পাওয়ার জন্য, হে স্বাধীনতা' কবিতায় স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা, ত্যাগ ও মুক্তির স্বপ্ন প্রকাশিত হয়েছে। জাহানারা ইমামের একাত্তরের দিনগুলি মুক্তিযুদ্ধকালীন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও ঐতিহাসিক বাস্তবতার এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল। হাসান আজিজুল হক, সেলিনা হোসেন, হুমায়ূন আহমেদসহ বহু লেখকের রচনায় যুদ্ধ, দেশভাগ, সমাজ ও মানুষের জীবন বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে উঠে এসেছে।

বাংলা সাহিত্য এভাবেই রাজনৈতিক ঘটনার বিবরণে সীমাবদ্ধ না থেকে মানুষের অনুভূতি, ক্ষতি, প্রতিরোধ ও নতুন করে বেঁচে ওঠার অভিজ্ঞতাকে ধারণ করেছে।



সাহিত্য সাময়িকী

ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
বিশ্বময় সত্যের মুখোমুখি

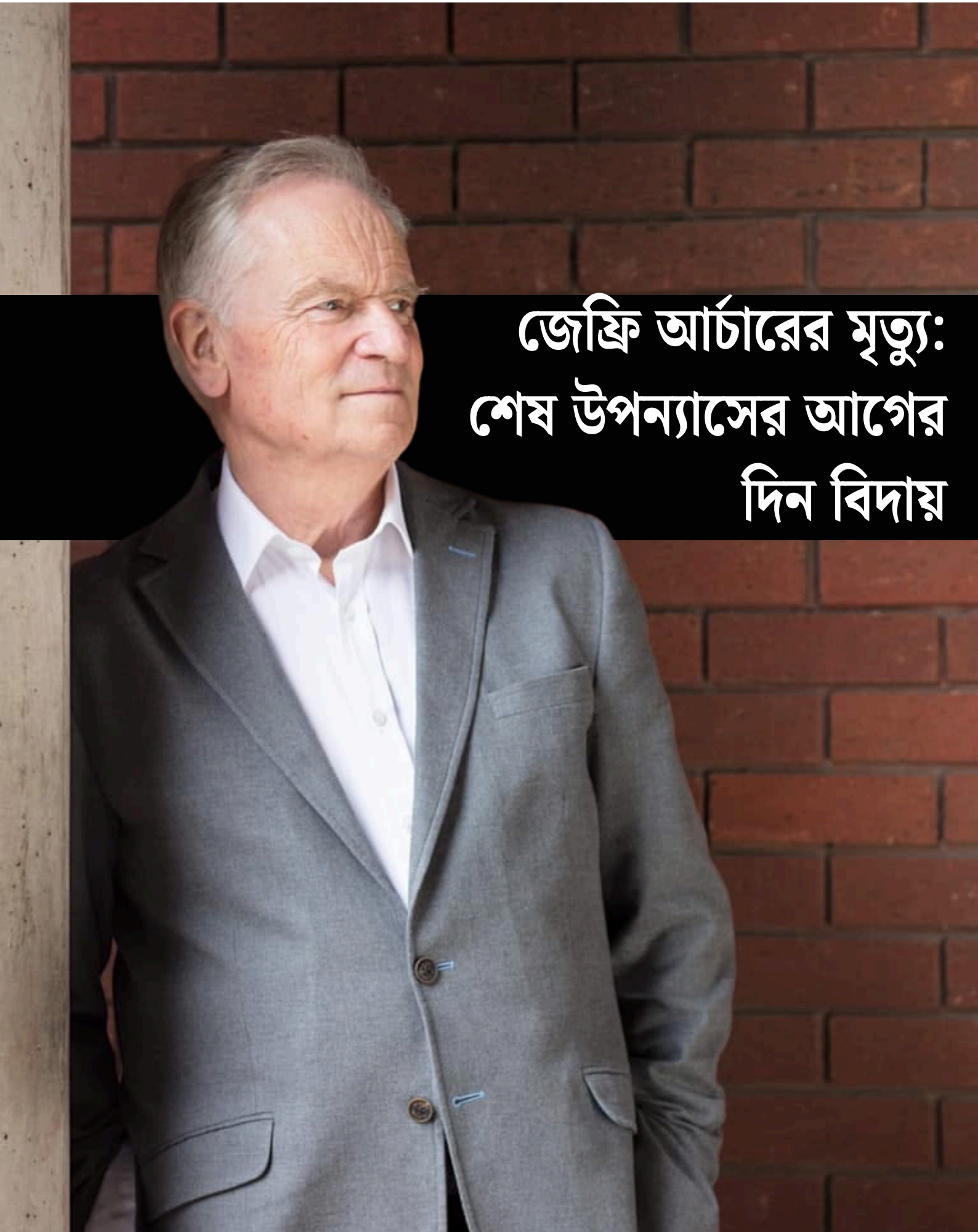

জেফ্রি আর্চারের মৃত্যু: শেষ উপন্যাসের আগের দিন বিদায়

সাহিত্য সাময়িকী

ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
বিশ্বময় সত্যের মুখোমুখি



মাহবুব আহমেদ

বাংলাদেশি-আমেরিকান উদ্যোক্তা | লেখক | সম্পাদক ও নাগরিক অধিকারকর্মী।

বেস্টসেলার লেখক ও সাবেক ব্রিটিশ রাজনীতিকের মৃত্যু হয়েছে ৫ অক্টোবর। তাঁর শেষ উপন্যাস Adam & Eve প্রকাশিত হওয়ার কথা ছিল পরদিন। সাহিত্যিক সাফল্যের পাশাপাশি তাঁর জীবন স্মরণে থাকবে মিথ্যা সাক্ষ্য ও ন্যায়বিচারে বাধা দেওয়ার অপরাধে কারাবাসের জন্যও।

একটি বইয়ের শেষ অধ্যায় লেখকের অনুপস্থিতিতেই পাঠকের হাতে পৌঁছাল। ব্রিটিশ লেখক ও সাবেক রাজনীতিক জেফ্রি আর্চার ৮৬ বছর বয়সে মারা গেছেন ৫ অক্টোবর—তাঁর শেষ উপন্যাস Adam & Eve প্রকাশের ঠিক আগের দিন। প্রকাশক হার্পারকলিন্স জানিয়েছে, তিনি বাড়িতে “হঠাৎ ও শান্তিপূর্ণভাবে” মারা যান; তখন তিনি লেখার কাজের মধ্যবর্তী সময়ে ছিলেন। মৃত্যুর কারণ প্রকাশ করা হয়নি।

মৃত্যুর আগের দিনও আর্চার লন্ডনের লেস্টার স্কয়ার থিয়েটারে পাঠকদের সঙ্গে দেখা করেছেন এবং বইয়ে স্বাক্ষর দিয়েছেন বলে রয়টার্স জানিয়েছে। যে লেখক পাঠককে শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত টেনে নেওয়ার কৌশলে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, তাঁর নিজের জীবনের এই ঘটনাক্রমেও যেন ছিল আকস্মিক এক বাঁক—তবে মৃত্যুর সময় ও বই প্রকাশের সময়ের এই কাকতালকে নাটকীয় করে তোলার চেয়ে তাঁর বহুমাত্রিক জীবনকে সম্পূর্ণভাবে দেখা জরুরি।

১৯৪০ সালে লন্ডনে জন্ম নেওয়া আর্চার রাজনীতিতে প্রবেশ করেন তরুণ বয়সেই। ১৯৬৯ সালে তিনি কনজারভেটিভ পার্টির প্রার্থী হিসেবে লাউথ আসন থেকে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হন। তবে এক ব্যর্থ বিনিয়োগের পর আর্থিক সংকটে পড়ে ১৯৭৪ সালে তিনি পুনর্নির্বাচনে দাঁড়াননি। পরে সেই সংকটই তাঁকে লেখালেখির দিকে ঠেলে দেয়। তাঁর প্রথম উপন্যাস Not a Penny More, Not a Penny Less প্রকাশিত হয় ১৯৭৬ সালে।

১৯৭৯ সালের Kane & Abel তাঁকে আন্তর্জাতিক পাঠকের কাছে পরিচিত করে। দুই ভিন্ন সামাজিক অবস্থানে জন্ম নেওয়া দুই পুরুষের জীবন ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিয়ে লেখা উপন্যাসটি আর্চারের বহুলপঠিত বইগুলোর একটি হয়ে ওঠে। তাঁর গল্পে দ্রুতগতি, পালাবদল, শ্রেণি ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার সংঘাত এবং অধ্যায়ের শেষে নতুন প্রশ্ন রেখে যাওয়ার কৌশল বারবার ফিরে এসেছে। এই নির্মাণশৈলী তাঁকে সাহিত্যসমালোচকদের সর্বসম্মত প্রশংসা এনে না দিলেও বিপুল পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলে।

হার্পারকলিন্সের হিসাবে, আর্চারের বই বিশ্বজুড়ে ৩০ কোটির বেশি কপি বিক্রি হয়েছে। প্রকাশকের তথ্য অনুযায়ী, তাঁর বই ১১৯টি দেশে এবং ৪৯টি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। এগুলো প্রকাশক-প্রদত্ত বিক্রির হিসাব; স্বতন্ত্রভাবে নিরীক্ষিত বিক্রির সংখ্যা হিসেবে একে দেখা উচিত নয়।

জনজীবনের সাফল্য, আদালতের রায়

আর্চারের রাজনৈতিক জীবনও দীর্ঘ সময় ধরে কনজারভেটিভ পার্টির সঙ্গে যুক্ত ছিল। মার্গারেট থ্যাচারের আমলে তিনি দলের ডেপুটি চেয়ারম্যান হন। ১৯৯২ সালে প্রধানমন্ত্রী জন মেজর তাঁকে হাউস অব লর্ডসে লাইফ পিয়ার হিসেবে মনোনীত করেন। তবে রাজনীতিতে তাঁর প্রত্যাবর্তনের পথ থেমে যায় ১৯৯৯ সালে লন্ডনের মেয়র হওয়ার নির্বাচনী প্রচারের সময় পুরোনো এক মামলার ঘটনা নতুন করে সামনে এলে।

১৯৮৭ সালে Daily Star পত্রিকা আর্চারের বিরুদ্ধে এক যৌনকর্মীকে অর্থ দেওয়ার অভিযোগ প্রকাশ করেছিল। আর্চার পত্রিকাটির বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করে ক্ষতিপূরণ জিতেছিলেন। কিন্তু পরে আদালতে দেওয়া তাঁর সাক্ষ্য ও আলিবাই নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। ২০০১ সালে জুরিরা তাঁকে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া এবং ন্যায়বিচারে বাধা দেওয়ার দায়ে দোষী সাব্যস্ত করেন। তাঁকে চার বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়; তিনি দুই বছরের কিছু বেশি সময় কারাভোগের পর ২০০৩ সালে মুক্তি পান। অভিযোগ ও দণ্ডের মধ্যে পার্থক্যটি গুরুত্বপূর্ণ: তাঁর সাজা হয়েছিল আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য ও বিচারপ্রক্রিয়ায় বাধা দেওয়ার অপরাধে, মূল পত্রিকাগত অভিযোগের জন্য নয়।

কারাগারের অভিজ্ঞতা তিনি তিন খণ্ডের A Prison Diary সিরিজে লিখে প্রকাশ করেন। মুক্তির পর তিনি আবার হাউস অব লর্ডসে বসেন; ২০২৪ সালে অবসর নেওয়া পর্যন্ত সেখানে ছিলেন। যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্টের নথিতে তাঁর লর্ডস-সদস্যপদের সময়সীমা ১৯৯২ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত দেখানো হয়েছে।

এই প্রত্যাবর্তন তাঁর কাহিনিকে সহজ “পতন ও পুনরুত্থান”-এর ছকে আটকে রাখে না। তাঁর বইয়ের বিপুল পাঠকপ্রিয়তা যেমন বাস্তব, তেমনি আদালতে দোষী সাব্যস্ত হওয়াও তাঁর জনজীবনের স্থায়ী অংশ। সাহিত্যিক সাফল্য অপরাধের দায় মুছে দেয় না; আবার অপরাধের রায়ও তাঁর বইয়ের পাঠক-অভিজ্ঞতা বা সাংস্কৃতিক প্রভাবকে অস্বীকার করে না। আর্চারের উত্তরাধিকার তাই একই সঙ্গে জনপ্রিয় লেখকের এবং গুরুতর অপরাধে দণ্ডিত রাজনীতিকের।

শেষ উপন্যাসের কাহিনি ও প্রকাশ

Adam & Eve ৬ অক্টোবর প্রকাশের জন্য নির্ধারিত ছিল। আর্চারের নিজস্ব ওয়েবসাইটে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, উপন্যাসের দুই প্রধান চরিত্রের জন্ম ১১ নভেম্বর ১৯১৮—প্রথম বিশ্বযুদ্ধের যুদ্ধবিরতির দিনে। একজন অভিজাত পরিবারের মেয়ে, অন্যজন একই এস্টেটে কাজ করা রাখালের ছেলে। কাহিনির পরের অংশে ১৯৪০ সালের ব্রিটেনের যুদ্ধের প্রেক্ষাপট এবং হিটলারের সিদ্ধান্ত নিয়ে একটি কাল্পনিক সম্ভাবনা যুক্ত হয়েছে। ঐতিহাসিক সময় ও যুদ্ধ বাস্তব; চরিত্র ও বিকল্প ঘটনাপ্রবাহ উপন্যাসের কল্পনা।

প্রকাশের আগে আর্চার জানিয়েছিলেন, পাঁচ দশকের লেখালেখির পর এটিই তাঁর শেষ পূর্ণদৈর্ঘ্য উপন্যাস হবে। তাঁর ওয়েবসাইটে অবশ্য বলা হয়েছে, ছোটগল্প, চিত্রনাট্য বা অন্য ধরনের লেখালেখি চালিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তিনি খোলা রেখেছিলেন। তাই Adam & Eve ছিল তাঁর ঘোষিত শেষ উপন্যাস—সব ধরনের লেখার অবসান নয়।

বইটি প্রকাশিত হলো লেখকের মৃত্যুর পর। পাঠকের কাছে সেটি এখন একই সঙ্গে একটি নতুন উপন্যাস এবং দীর্ঘ বেস্টসেলার-জীবনের সমাপ্তি। কিন্তু আর্চারকে স্মরণ করতে গেলে শেষ বইয়ের প্রকাশ-তারিখের কাকতালই যথেষ্ট নয়: তাঁর গল্পের বিপুল জনপ্রিয়তা, রাজনীতিতে উত্থান, আদালতে দণ্ড এবং জনজীবনে ফিরে আসার ইতিহাস—সব মিলিয়েই তৈরি হয় তাঁর প্রকৃত, অসমাপ্ত-রকমের উত্তরাধিকার।

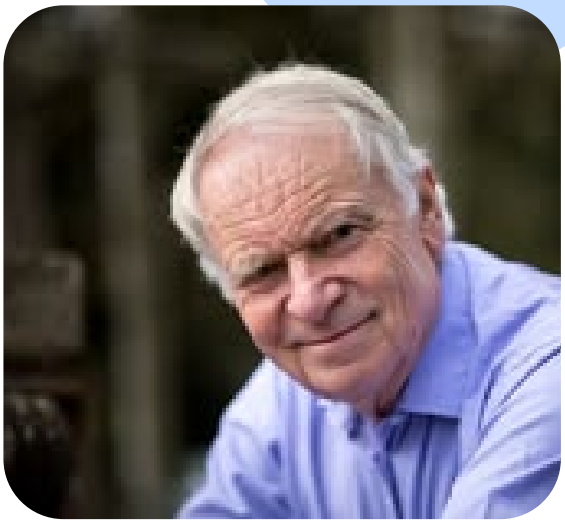

জেফ্রি আর্চার

যা জানা গেছে / যা এখনো স্পষ্ট নয়

যা জানা গেছে

- প্রকাশক হার্পারকলিন্সের বিবৃতি অনুযায়ী, আর্চার ৫ অক্টোবর ২০২৬-এ ৮৬ বছর বয়সে মারা যান।
- Adam & Eve প্রকাশের নির্ধারিত তারিখ ছিল ৬ অক্টোবর।
- ২০০১ সালে তিনি মিথ্যা সাক্ষ্য ও ন্যায়বিচারে বাধা দেওয়ার অপরাধে চার বছরের কারাদণ্ড পান; দুই বছরের কিছু বেশি সময় কারাভোগের পর ২০০৩ সালে মুক্তি পান।
- যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্টের নথিতে তাঁর হাউস অব লর্ডস-সদস্যপদ ১৯৯২–২০২৪ পর্যন্ত দেখানো হয়েছে।

যা এখনো স্পষ্ট নয়

- প্রকাশকের বিবৃতিতে মৃত্যুর কারণ জানানো হয়নি।
- ৩০ কোটির বেশি বই বিক্রির হিসাবটি প্রকাশক-প্রদত্ত; স্বাধীন নিরীক্ষার তথ্য হিসেবে তা উপস্থাপন করা যায় না।

সূত্র ও যাচাই নোট

মৃত্যু, প্রকাশের তারিখ ও জীবনের প্রধান ঘটনাগুলো রয়টার্স, অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস, দ্য গার্ডিয়ান, হার্পারকলিন্স এবং যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্টের নথির সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হয়েছে। উপন্যাসের কাহিনি ও লেখকের “শেষ উপন্যাস” ঘোষণার তথ্য তাঁর সরকারি ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া। সংযুক্ত Instagram ছবিটি সংবাদটির সূত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়নি। মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে প্রকাশকের বিবৃতির বাইরে কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।



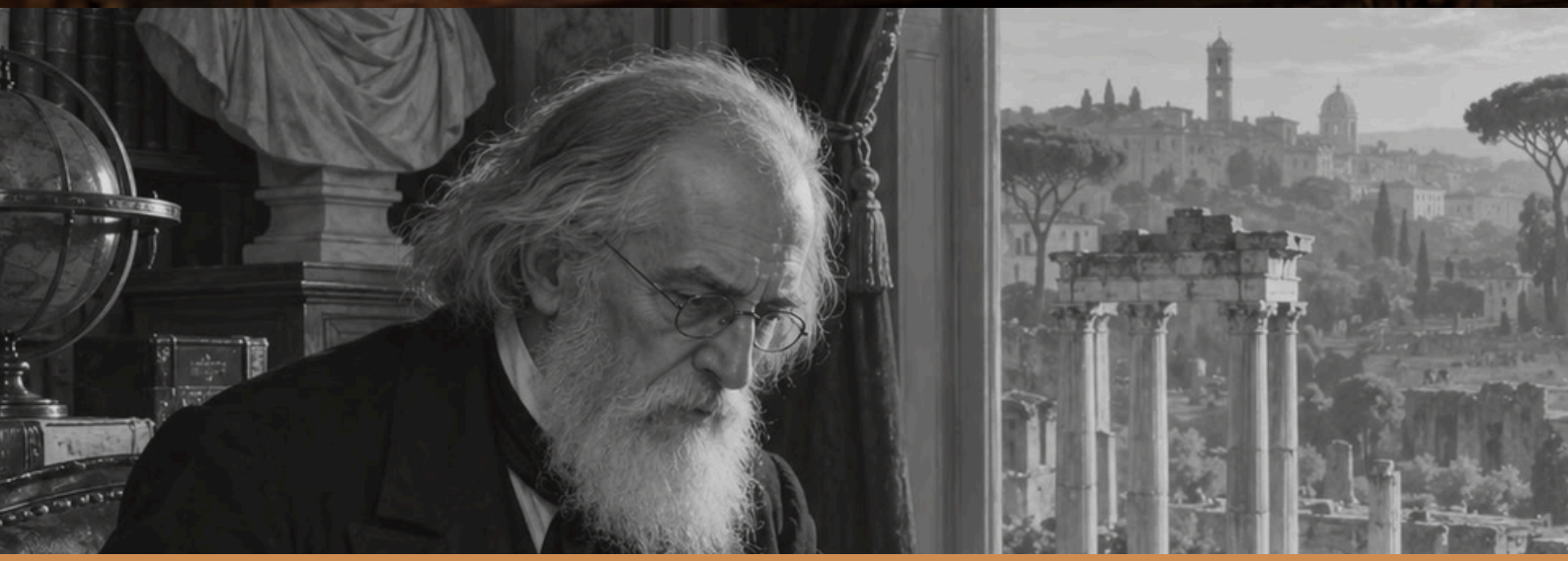

সুলি প্রুধোম: জীবন ও সাহিত্য

লেখকঃ মাঈন আহমেদ



বিশ্ব-সাহিত্যে প্রথম নোবেলজয়ী সুলি প্রুধোম ও তাঁর অমর কাব্যগ্রন্থ

‘Stances et Poèmes’





লেখকঃ মাঈন আহমেদ

সুলি প্রুধোম (Sully Prudhomme)-এর প্রকৃত নাম ছিল রেনে ফ্রাঁসোয়া আরমান প্রুধোম। তিনি ১৮৩৯ সালের ১৬ মার্চ ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব থেকেই তিনি ছিলেন মেধাবী ও চিন্তাশীল। প্রথম জীবনে প্রকৌশলী হওয়ার ইচ্ছা থাকলেও শারীরিক সমস্যার কারণে তিনি সাহিত্যচর্চার দিকে ঝুঁকে পড়েন। ধীরে ধীরে কবিতা, দর্শন ও মানবজীবনের গভীর প্রশ্ন তাঁর লেখার প্রধান বিষয় হয়ে ওঠে।

১৮৬৫ সালে প্রকাশিত তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ Stances et Poèmes তাঁকে ফরাসি সাহিত্যজগতে পরিচিত করে তোলে। পরবর্তীকালে তিনি কবিতা, প্রবন্ধ ও দার্শনিক রচনা লিখে খ্যাতি অর্জন করেন। সাহিত্যজগতে অসামান্য অবদানের জন্য তিনি ১৯০১ সালে সাহিত্যে বিশ্বের প্রথম নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ১৯০৭ সালের ৬ সেপ্টেম্বর তাঁর মৃত্যু হলেও তাঁর সাহিত্যকর্ম আজও বিশ্বসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয়।

শেষ উপন্যাসের কাহিনি ও প্রকাশ

উনবিংশ শতাব্দীর ফরাসি সাহিত্যে Stances et Poèmes একটি গুরুত্বপূর্ণ কাব্যগ্রন্থ। ১৮৬৫ সালে প্রকাশিত এই বইটি শুধু একজন নতুন কবির আত্মপ্রকাশ নয়, বরং মানবমনের সূক্ষ্ম অনুভূতিকে শিল্পিতভাবে প্রকাশ করার এক অনন্য প্রচেষ্টা। বইটির কবিতাগুলোতে প্রেম, স্মৃতি, বেদনা, আশা, হতাশা, প্রকৃতি এবং জীবনের নানা দার্শনিক প্রশ্ন স্থান পেয়েছে।

সুলি প্রুধোমের কবিতার সবচেয়ে বড় শক্তি হলো তাঁর আন্তরিকতা। তিনি মানুষের হৃদয়ের গোপন অনুভূতিগুলোকে এমন ভাষায় প্রকাশ করেছেন, যা পাঠকের নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলে যায়। তাঁর কবিতা পড়লে মনে হয়, কবি যেন আমাদের মনের কথাই বলছেন।

গ্রন্থটির অন্যতম বিখ্যাত কবিতা হলো “Le Vase Brisé” বা “ভাঙা ফুলদানি”। এই কবিতায় একটি সামান্য ফাটল ধরা ফুলদানিকে মানুষের হৃদয়ের ক্ষতের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। বাইরে থেকে ফুলদানিটি অক্ষত মনে হলেও ভেতরে ভেতরে ফাটল ধীরে ধীরে তাকে ধ্বংস করে। একইভাবে মানুষের হৃদয়ের আঘাতও অনেক সময় বাইরে থেকে দেখা যায় না, কিন্তু তা অন্তরে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করে। এই প্রতীকী উপস্থাপনা কবিতাটিকে বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম স্মরণীয় রচনায় পরিণত করেছে।

প্রকৃতি ও মানবজীবনের সম্পর্ক

Stances et Poèmes গ্রন্থে প্রকৃতি কেবল পটভূমি নয়; এটি কবির অনুভূতির ভাষা। ফুল, নদী, আকাশ, বাতাস, সন্ধ্যা কিংবা বৃষ্টির মতো প্রাকৃতিক উপাদানগুলো তাঁর কবিতায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে। প্রকৃতির পরিবর্তনের মাধ্যমে তিনি মানুষের আবেগের পরিবর্তনকে তুলে ধরেছেন।

যখন কবি আনন্দের কথা বলেন, তখন প্রকৃতিও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। আবার যখন তিনি বেদনার কথা বলেন, তখন প্রকৃতির দৃশ্যও বিষণ্ন হয়ে ওঠে। এই কারণে তাঁর কবিতায় মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে এক গভীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

সুলি প্রুধোমের কবিতায় প্রেম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তবে তাঁর প্রেম কেবল রোমান্টিক অনুভূতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তিনি প্রেমকে মানুষের আত্মিক বিকাশের একটি শক্তি হিসেবে দেখেছেন। তাঁর কবিতায় প্রেমের আনন্দ যেমন আছে, তেমনি বিচ্ছেদের বেদনা ও হারিয়ে যাওয়া স্মৃতির দীর্ঘশ্বাসও রয়েছে।

স্মৃতি তাঁর কবিতার আরেকটি প্রধান উপাদান। অতীতের সুখ-দুঃখ, হারিয়ে যাওয়া মানুষ, ভেঙে যাওয়া স্বপ্ন—সবকিছুই তাঁর কবিতায় বারবার ফিরে এসেছে। ফলে তাঁর কবিতা পাঠকের মনে এক ধরনের আবেগঘন পরিবেশ সৃষ্টি করে।

দার্শনিক চিন্তার প্রতিফলন

সুলি প্রুধোম শুধু কবি নন; তিনি একজন চিন্তাবিদও ছিলেন। তাঁর কবিতায় জীবনের অর্থ, সময়ের প্রবাহ, মানুষের সীমাবদ্ধতা এবং অস্তিত্বের রহস্য নিয়ে গভীর চিন্তার প্রকাশ দেখা যায়।

তিনি বিশ্বাস করতেন, সাহিত্য শুধু বিনোদনের জন্য নয়; এটি মানুষের চিন্তাশক্তিকে সমৃদ্ধ করারও একটি মাধ্যম। তাই তাঁর কবিতায় আবেগ ও বুদ্ধির সুন্দর সমন্বয় দেখা যায়। পাঠক তাঁর কবিতা পড়ে যেমন অনুভব করতে পারেন, তেমনি নতুনভাবে চিন্তাও করতে পারেন।

সাহিত্যিক গুরুত্ব

Stances et Poèmes প্রকাশের পর ফরাসি সাহিত্যজগতে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। সমালোচক ও সাহিত্যপ্রেমীরা বইটির ভাষা, শৈলী এবং ভাবগভীরতার প্রশংসা করেন। এটি সুলি প্রুধোমকে তাঁর সময়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

এই গ্রন্থের মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করেন যে কবিতা শুধু অলংকারময় ভাষা নয়; এটি মানুষের আত্মার গভীরতম অনুভূতির প্রকাশ। তাঁর কাব্যভাষা ছিল মার্জিত, সুশৃঙ্খল এবং আবেগময়। এ কারণেই তাঁর কবিতা আজও পাঠকের কাছে প্রাসঙ্গিক।

বর্তমান সময়ে প্রাসঙ্গিকতা

আজকের দ্রুতগতির প্রযুক্তিনির্ভর পৃথিবীতে মানুষ প্রায়ই নিজের অনুভূতি ও মানবিকতার সঙ্গে সংযোগ হারিয়ে ফেলে। এমন সময়ে Stances et Poèmes আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে মানুষের প্রকৃত পরিচয় তার অনুভূতি, সহমর্মিতা এবং চিন্তার গভীরতায়।

সুলি প্রুধোমের কবিতা আমাদের শেখায় যে জীবনের সৌন্দর্য শুধু সাফল্যে নয়; বরং অনুভব করার ক্ষমতার মধ্যেও নিহিত। তাঁর রচনা পাঠ করলে আমরা নিজেদের আরও ভালোভাবে বুঝতে শিখি।

উপসংহার

Stances et Poèmes বিশ্বসাহিত্যের একটি মূল্যবান কাব্যগ্রন্থ। এতে মানবহৃদয়ের সুখ-দুঃখ, প্রেম-বিরহ, স্মৃতি-স্বপ্ন এবং জীবনদর্শনের অপূর্ব প্রকাশ ঘটেছে। সুলি প্রুধোম তাঁর কাব্যপ্রতিভা দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে সত্যিকারের কবিতা সময়ের সীমা অতিক্রম করে যুগের পর যুগ পাঠকের হৃদয়ে বেঁচে থাকতে পারে।

সাহিত্যে প্রথম নোবেলজয়ী এই কবির Stances et Poèmes শুধু একটি বই নয়; এটি মানবমনের গভীর অনুভূতির এক অনন্ত যাত্রা, যা আজও বিশ্বসাহিত্যের পাঠকদের মুগ্ধ করে চলেছে।

ইতিহাসের পাতায় অমর Theodor Mommsen ও তাঁর মহাগ্রন্থ ‘The History of Rome’

বিশ্বময় সত্যের মুখোমুখি

ক্যালিফোনিয়ার চিঠি

“যে বইটি তোমার
মনের কথা বলে,
অথচ এখনো লেখা হয়নি—
কলম ধরো,
সে বইটি তোমারই লেখা।

টনি মরিসনের ভাবনা অবলম্বনে

টনি মরিসন | ঔপন্যাসিক

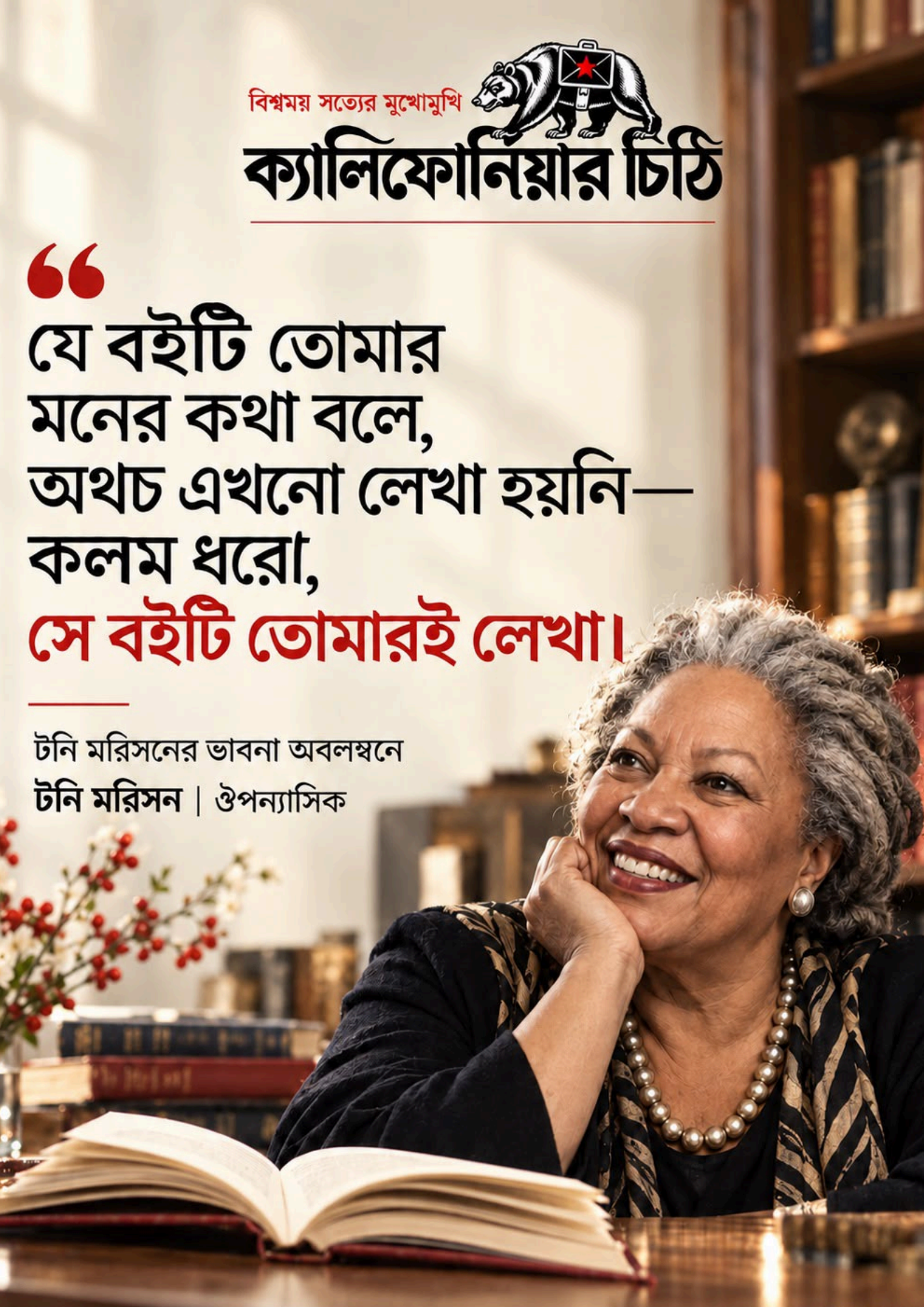

Coca-Cola

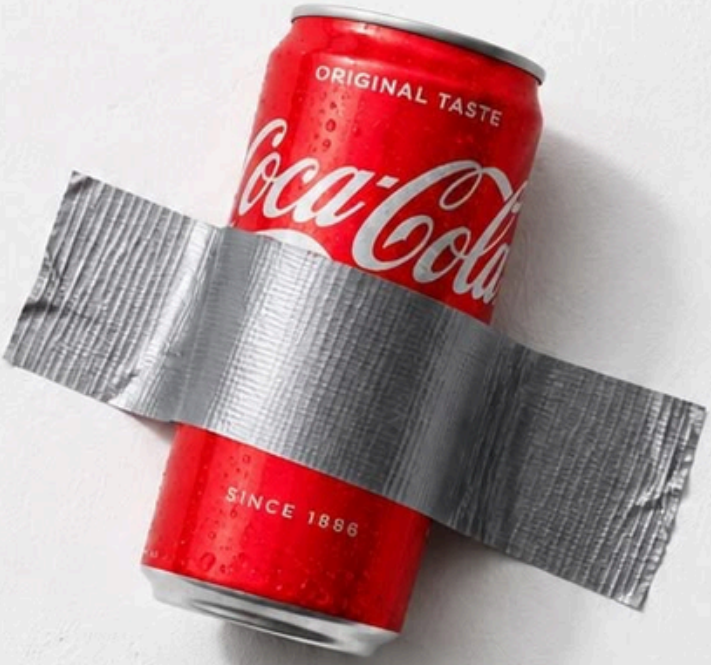

Some Things Just Belong Together

কাইলি জেনারের ৫০ মিলিয়ন ডলারে

‘ফ্যান্টাসি ব্রা’

অলংকার, তারকাখ্যাতি ও ভিক্টোরিয়াস সিক্রেটের প্রত্যাবর্তন

হলিউড সংবাদ। ক্যালিফোর্নিয়া নিউজ ডেস্ক। সাপ্তাহিক ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি।

পূর্ণ প্রতিবেদন

১৮ অক্টোবর লস অ্যাঞ্জেলেসের রানওয়েতে কাইলি জেনার পরেছিলেন Jacob & Co.-র তৈরি হীরা-খচিত ব্রা, যার ঘোষিত মূল্য ৫০ মিলিয়ন ডলার। কিন্তু রেকর্ডদামি অলংকারটির চেয়েও বড় প্রশ্ন—বিতর্কের পর ফিরে আসা ভিক্টোরিয়াস সিক্রেটের শো কি সত্যিই নতুন যুগের প্রতিনিধিত্ব করছে, নাকি পুরোনো বিপণন কৌশলকে নতুন তারকাখ্যাতির মোড়কে ফিরিয়ে আনছে?

ঝলমলে মঞ্চে একটি পুরোনো প্রতীকের প্রত্যাবর্তন

রানওয়ের আলোয় সাদা ডানা মেলে হাঁটছিলেন কাইলি জেনার। তাঁর পরনে স্ফটিকখচিত পোশাক; বুকের অলংকারে ঝুলছিল উজ্জ্বল হলুদ হীরা। ১৮ অক্টোবর ক্যালিফোর্নিয়ার কালভার সিটিতে ভিক্টোরিয়াস সিক্রেটের ২০২৬ সালের ফ্যাশন শোতে জেনারের এই উপস্থিতি ছিল তাঁর ব্র্যান্ডটির রানওয়েতে প্রথম পদচারণা। একই সঙ্গে আট বছর পর ফিরল শোটির বহুল আলোচিত ‘ফ্যান্টাসি ব্রা’।

ভিক্টোরিয়াস সিক্রেট ও গয়না নির্মাতা Jacob & Co.-র যৌথ নকশার এই ব্রায় ব্যবহৃত হয়েছে ৪,৪১০টি প্রাকৃতিক হীরা। মাঝখানে রয়েছে ৭৫.৫৪ ক্যারেটের ‘ফ্যান্সি ভিভিড ইয়েলো’—রঙের তীব্রতার উচ্চ শ্রেণিতে থাকা এক হলুদ হীরা। ১৫ জন কারিগর এটি তৈরিতে এক হাজার ঘণ্টার বেশি সময় দিয়েছেন; অলংকারটির ওজন প্রায় চার পাউন্ড। Vogue-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, ব্রাটি কাপড় ছাড়াই সোনা ও হীরা দিয়ে তৈরি।

দামটি ৫০ মিলিয়ন ডলার—এমনটাই জানিয়েছে ব্র্যান্ড ও সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদনগুলো। তবে এই অঙ্ককে স্বাধীনভাবে যাচাই করা বাজারমূল্য বা প্রকাশিত কোনো স্বাধীন মূল্যায়ন হিসেবে দেখা ঠিক হবে না; এটি মূলত ব্র্যান্ড-সংশ্লিষ্ট ঘোষিত মূল্য। এই পার্থক্যটি গুরুত্বপূর্ণ: নকশাটির উপকরণ ও নির্মাণের বিবরণ এক ধরনের যাচাইযোগ্য তথ্য, আর নির্দিষ্ট দামের দাবি অন্য ধরনের—যা সাধারণত বিপণনের ভাষায়ও ব্যবহৃত হয়।

‘৪,৪০৯’ না ‘৪,৪১০’—সংখ্যার ফারাকটি কোথায়?

প্রতিবেদনগুলোতে হীরার সংখ্যা নিয়ে সামান্য অমিল দেখা যায়। Vogue ও Forbes-সহ কয়েকটি সূত্রে মোট ৪,৪১০টি হীরার কথা বলা হয়েছে। অন্যদিকে কিছু গয়না-বিষয়ক প্রতিবেদনে ৭৫.৫৪ ক্যারেটের হলুদ কেন্দ্রের হীরাটির বাইরে আরও ৪,৪০৯টি হীরার উল্লেখ আছে। দুই বর্ণনাই একই মোট সংখ্যার সঙ্গে মেলে—কেন্দ্রের একটি হীরা এবং চারপাশের ৪,৪০৯টি মিলিয়ে ৪,৪১০।

এই ছোট্ট হিসাবটি মনে করিয়ে দেয়, ভাইরাল গ্রাফিক বা সামাজিক মাধ্যমের পোস্টে সংখ্যার সংক্ষিপ্তসার প্রায়ই ব্যাখ্যা ছাড়া ছড়ায়।

হীরার চেয়ে বড় নির্মাণকাজ

ব্রাটির মূল্য এবং হীরার সংখ্যা শিরোনাম কেড়েছে। কিন্তু নকশাটির আরেকটি দিক হলো—এটিকে রানওয়েতে পরার উপযোগী করে তোলার প্রকৌশলগত চ্যালেঞ্জ। Jacob & Co.-র প্রতিষ্ঠাতা জ্যাকব আরাবোর ব্যাখ্যা অনুযায়ী, কোনো কাপড় না থাকায় সোনা ও হীরার কাঠামোকে শরীরের সঙ্গে নড়াচড়া করতে পারে এমনভাবে বসাতে হয়েছে। জেনারের মাপ অনুযায়ী সেটি তৈরি ও বারবার সামঞ্জস্য করা হয়। Vogue-এর প্রতিবেদনে আরাবো কাজটিকে আরাম ও নকশার ভারসাম্য রক্ষার সমস্যা হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এখানে বিলাসপণ্যের প্রদর্শন আর কারিগরি দক্ষতা পাশাপাশি রয়েছে। ১৫ জন কারিগরের এক হাজার ঘণ্টার শ্রম কেবল একটি পোশাক তৈরির হিসাব নয়; তা ব্র্যান্ডের জন্য এমন এক মঞ্চ-উপকরণ তৈরির গল্প, যার সংবাদমূল্য তার ব্যবহারিক পোশাক-গুণের চেয়ে প্রতীকী ও প্রচারণামূলক প্রভাবেই বেশি।

‘ফ্যান্টাসি ব্রা’র ইতিহাস: বিজ্ঞাপনের অলংকার থেকে রানওয়ের আকর্ষণ

‘ফ্যান্টাসি ব্রা’র ইতিহাস শুরু ১৯৯৬ সালে। প্রথমটি ক্লডিয়া শিফার পরেছিলেন একটি সাময়িকীর বিজ্ঞাপনে; তার ঘোষিত মূল্য ছিল এক মিলিয়ন ডলার। পরে হেইডি ক্লুমের ১৯৯৯ সালের ‘মিলেনিয়াম ব্রা’র দাম ছিল ১০ মিলিয়ন ডলার। ২০০০ সালে গিসেল বুন্ডশেনের পরা ‘রেড হট ফ্যান্টাসি ব্রা’—১৫ মিলিয়ন ডলার—দীর্ঘদিন এই ধারার সর্বোচ্চ মূল্য হিসেবে পরিচিত ছিল। ২০১৮ সালে এলসা হস্কের পরা সংস্করণটির ঘোষিত দাম ছিল এক মিলিয়ন ডলার।

অতএব, জেনারের ব্রাটি শুধু আগের রেকর্ড ভাঙেনি; পুরোনো এই প্রতীককে আট বছর পর আবার আলোচনায় এনেছে। Vogue-এর হিসাবে, ২০০০ সালের ১৫ মিলিয়ন ডলারের রেকর্ডের তুলনায় ২০২৬ সালের ঘোষিত মূল্য ৩৫ মিলিয়ন ডলার বেশি। তবে এ ধরনের তুলনা মূলত ব্র্যান্ডের ঘোষিত মূল্যনির্ভর—দুই দশকের ব্যবধানে হীরার বাজার, নকশা, বিপণন ও মূল্য নির্ধারণের পদ্ধতি একই ছিল, এমন ধরে নেওয়া যায় না।

কেন কাইলি জেনার?

ভিক্টোরিয়াস সিক্রেটের প্রধান সৃজনশীল কর্মকর্তা অ্যাডাম সেলম্যান Vogue-কে বলেছেন, জেনার একজন “সাংস্কৃতিক শক্তিকেন্দ্র”। তাঁর ভাষ্য অনুযায়ী, জেনারের পরিচিতি ফ্যাশন বা টেলিভিশনের গণ্ডি ছাড়িয়ে যায়; তাঁকে বেছে নেওয়ার পেছনে ছিল তাঁর ব্যাপক সাংস্কৃতিক প্রভাব ও অনুসারীভিত্তি। Vogue প্রকাশের সময় তাঁর ইনস্টাগ্রাম অনুসারীর সংখ্যা প্রায় ৩৮ কোটি বলে উল্লেখ করে।

এটি একদিকে ভিক্টোরিয়াস সিক্রেটের বিপণন-যুক্তি: আন্তর্জাতিক পরিচিত মুখ, সামাজিক মাধ্যমে বিপুল পৌঁছ এবং একটি পুরোনো প্রতীকের প্রত্যাবর্তন—সব এক সন্ধ্যায়। অন্যদিকে, জেনার ঐতিহ্যগতভাবে পেশাদার রানওয়ে মডেল হিসেবে পরিচিত নন। ফলে তাঁর নির্বাচন প্রশ্ন তোলে—আজকের ফ্যাশন শো কি মূলত পোশাক ও মডেলিংয়ের মঞ্চ, নাকি সেলিব্রিটি-প্রভাব ও অনলাইন দর্শকসংখ্যা টানার বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান?

এ প্রশ্নের সহজ কোনো উত্তর নেই। পরিচিত সেলিব্রিটির উপস্থিতি শোকে নতুন দর্শকের কাছে পৌঁছে দিতে পারে। একই সঙ্গে, দর্শক টানার প্রতিযোগিতায় পেশাদার মডেলদের দক্ষতা, শ্রম এবং ক্যারিয়ারের সুযোগ কতটা দৃশ্যমান থাকে—সেটিও বিবেচনার বিষয়। কাইলি জেনারের অংশগ্রহণকে একা দিয়ে পুরো শোটির চরিত্র নির্ধারণ করা যায় না; তবে ব্র্যান্ডটির কৌশলে তারকাখ্যাতির গুরুত্ব স্পষ্ট।

বিতর্কের পর ফিরে আসা ব্র্যান্ড

ভিক্টোরিয়াস সিক্রেটের ফ্যাশন শো ১৯৯৫ সালে শুরু হয়। ২০১৯ সালে প্রতিষ্ঠানটি অনুষ্ঠানটি বাতিল করে। রয়টার্স সে সময় জানায়, কোম্পানিটি বিপণন কৌশল বদলানোর কথা বলেছিল; পাশাপাশি ব্র্যান্ডের পুরোনো ভাবমূর্তি, বিক্রি নিয়ে চাপ এবং সব ধরনের শরীরকে প্রতিনিধিত্ব না করার সমালোচনাও বাড়ছিল। ২০২৪ সালে ছয় বছরের বিরতির পর অনুষ্ঠানটি ফেরে।

এই সমালোচনা শুধু আকার বা পোশাক নিয়ে ছিল না। ২০১৮ সালে তৎকালীন বিপণন কর্মকর্তা এড রেজেকের ট্রান্সজেন্ডার ও প্লাস-সাইজ মডেলদের নিয়ে করা মন্তব্যের পর তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। ব্র্যান্ডটি পরে ক্ষমা চায়। সেই বিতর্ক দেখিয়েছিল, “ফ্যান্টাসি” বা কল্পনার নামে কারা মঞ্চে জায়গা পাবে—তা নিছক নান্দনিক পছন্দ নয়; প্রতিনিধিত্ব ও বাণিজ্যিক ক্ষমতার প্রশ্নও।



ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
বিশ্বময় সত্যের মুখোমুখি



রঙিন টুপির বিড়ালের নতুন অভিযান, ৬ নভেম্বর মুক্তি পাচ্ছে ‘দ্য ক্যাট ইন দ্য হ্যাট’

মাসুদ হাসান মারুফ । সাপ্তাহিক ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি

পূর্ণ প্রতিবেদন

শিশুসাহিত্যের জনপ্রিয় চরিত্র ‘দ্য ক্যাট ইন দ্য হ্যাট’ এবার ফিরছে নতুন অ্যানিমেটেড অ্যাডভেঞ্চার নিয়ে। হলিউডের প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান ওয়ার্নার ব্রাদার্স পিকচার্স অ্যানিমেশনের নির্মিত ‘The Cat in the Hat’ মুক্তি পাবে ২০২৬ সালের ৬ নভেম্বর। ছবিটির প্রধান চরিত্রে কণ্ঠ দিয়েছেন মার্কিন অভিনেতা বিল হেডার। তাঁর সঙ্গে কণ্ঠশিল্পী হিসেবে থাকছেন এক্সোচিটল গোমেজ, কুইন্টা ব্রানসন, ম্যাট বেরি, জিয়ানকার্লো এসপোসিতো ও আমেরিকা ফেরেরা।

ডক্টর সিউসের কালজয়ী শিশুতোষ বই অবলম্বনে নির্মিত ছবিটিতে পরিচিত চরিত্রটিকে নতুন গল্প ও আধুনিক অ্যানিমেশনের মাধ্যমে বড় পর্দায় তুলে ধরা হচ্ছে। ছবিটির পরিচালনায় রয়েছেন আলেসান্দ্রো কারলোনি ও এরিকা রিভিনোজা। এটি ওয়ার্নার ব্রাদার্স পিকচার্স অ্যানিমেশনের প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র।

নতুন গল্পে বিপাকে জাদুর টুপির মালিক

ছবির গল্পে টুপিধারী দুষ্টু বিড়ালটি এবার এমন এক দায়িত্ব পায়, যেখানে তার কাজ দুই ভাইবোন—গ্যাবি ও সেবাস্টিয়ানকে আনন্দ ফিরিয়ে দেওয়া। নতুন শহরে চলে আসার পর তারা মানিয়ে নিতে সমস্যায় পড়ে। তাদের মন ভালো করার অভিযানে বিড়ালটি নিজের স্বভাবসুলভ দুষ্টুমি, জাদু ও বিশৃঙ্খলা নিয়ে হাজির হয়। তবে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ির অভ্যাস এবার তার জন্য বিপদও ডেকে আনতে পারে। হারাতে হতে পারে তার সবচেয়ে প্রিয় জাদুর টুপিটি।

বিল হেডারের কণ্ঠে মূল চরিত্রটি নতুন মাত্রা পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। অন্যদিকে ‘ডক্টর স্ট্রেঞ্জ ইন দ্য মাল্টিভার্স অব ম্যাডনেস’ ছবিতে অভিনয়ের জন্য পরিচিত এক্সোচিটল গোমেজও গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে কণ্ঠ দিয়েছেন। শিশু-কিশোরদের পাশাপাশি পারিবারিক দর্শকদের লক্ষ্য করেই তৈরি হয়েছে ছবিটি।

নির্মাণে কি বাংলাদেশের কেউ যুক্ত আছেন?

আধুনিক অ্যানিমেশন তৈরির পেছনে শুধু পরিচালক বা কণ্ঠশিল্পীদের অবদান থাকে না। চরিত্রের নকশা, দৃশ্য নির্মাণ, রং, আলোকসজ্জা, কম্পিউটার গ্রাফিকস ও শব্দের সমন্বয়ে কাজ করেন বিভিন্ন দেশের অসংখ্য শিল্পী ও প্রযুক্তিবিদ। এই চলচ্চিত্রের অ্যানিমেশন নির্মাণেও আন্তর্জাতিক কর্মীদল যুক্ত রয়েছে।

তবে প্রকাশ্যে পাওয়া তথ্য ও কলাকুশলীদের তালিকা থেকে ছবিটিতে কোনো বাংলাদেশি শিল্পী, অ্যানিমেটর বা প্রযুক্তিবিদ কাজ করেছেন কি না, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। এর অর্থ এই নয় যে বাংলাদেশের কেউই প্রকল্পটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না; বরং এ বিষয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্যের অভাব রয়েছে।

আগামী ৬ নভেম্বর মুক্তির নির্ধারিত তারিখ সামনে রেখে ছবিটি ঘিরে দর্শকদের আগ্রহ তৈরি হচ্ছে। পরিচিত একটি শিশুতোষ চরিত্রকে নতুন গল্পে দেখার সুযোগ যেমন থাকছে, তেমনি নতুন প্রজন্মের কাছে ডক্টর সিউসের কল্পনার জগৎ পৌঁছে দেওয়ার সম্ভাবনাও তৈরি হচ্ছে।



বিশ্ব অ্যানিমেশনের পর্দায় বাংলাদেশিরা পিছিয়ে কেন?

একটি অ্যানিমেটেড চলচ্চিত্রের পর্দায় আমরা দেখি রঙিন চরিত্র, অসাধারণ দৃশ্য আর কল্পনার এক বিশাল জগৎ। কিন্তু পর্দার পেছনে থাকে শত শত শিল্পী, অ্যানিমেটর, ডিজাইনার, সফটওয়্যার প্রকৌশলী ও প্রযুক্তিবিদের পরিশ্রম। হলিউডের বড় অ্যানিমেশন প্রকল্পগুলোতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পেশাজীবীরা কাজ করেন। বাংলাদেশের তরুণদের মধ্যেও গ্রাফিক ডিজাইন, থ্রিডি মডেলিং ও ডিজিটাল আর্টের প্রতি আগ্রহ বাড়ছে। তবু আন্তর্জাতিক অ্যানিমেশন চলচ্চিত্রের উল্লেখযোগ্য ক্রেডিটে বাংলাদেশি পেশাজীবীদের উপস্থিতি তুলনামূলকভাবে কম দৃশ্যমান। প্রশ্ন হলো, এর কারণ কী?

প্রথমেই বুঝতে হবে, প্রতিভার অভাব আর সুযোগের অভাব এক বিষয় নয়। বাংলাদেশে অনেক তরুণ কম্পিউটার গ্রাফিকস, থ্রিডি ডিজাইন ও ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরির কাজ শিখছেন। কেউ ফ্রিল্যান্সিং করছেন, কেউ বিজ্ঞাপন সংস্থা কিংবা স্থানীয় প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন। কিন্তু একটি বড় অ্যানিমেটেড চলচ্চিত্রে কাজ করার জন্য শুধু সফটওয়্যার চালাতে পারা যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন চরিত্রের নড়াচড়া, শারীরিক গঠন, আলো-ছায়া, ক্যামেরার ভাষা, গল্প বলার কৌশল এবং দলগতভাবে জটিল প্রকল্প সম্পন্ন করার দক্ষতা।

এই জায়গায় আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ও প্রশিক্ষণব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা গুরুত্বপূর্ণ। অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা নির্দিষ্ট সফটওয়্যারের ব্যবহার শিখলেও আন্তর্জাতিক মানের প্রোডাকশন পাইপলাইন সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণা পান না। একটি চরিত্রের নকশা থেকে শুরু করে মডেলিং, রিগিং, অ্যানিমেশন, টেক্সচারিং, লাইটিং ও চূড়ান্ত রেন্ডার—প্রতিটি ধাপের জন্য আলাদা দক্ষতা প্রয়োজন। এই দক্ষতাগুলোকে পেশাদার পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ সবার জন্য সহজলভ্য নয়।

আরেকটি বড় বাধা হলো শিল্পভিত্তিক কর্মসংস্থানের সীমাবদ্ধতা। আন্তর্জাতিক মানের অ্যানিমেশন প্রকল্পে কাজ করার জন্য শুধু ভালো পোর্টফোলিও নয়, নিয়মিত কাজের অভিজ্ঞতা, নির্ভরযোগ্য যোগাযোগ এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মান বজায় রেখে কাজ শেষ করার সক্ষমতাও প্রয়োজন। দেশে বড় পরিসরের অ্যানিমেশন স্টুডিও ও দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্পের সংখ্যা সীমিত থাকলে নতুনদের জন্য সেই অভিজ্ঞতা অর্জন করাও কঠিন হয়ে পড়ে।

বাংলাদেশের তরুণেরা পিছিয়ে—এটাই শেষ কথা নয়। বরং প্রশ্ন হলো, তাদের সম্ভাবনাকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়ার মতো পরিবেশ আমরা কতটা তৈরি করতে পেরেছি?

বিস্তারিত প্রতিবেদন আসবে পরবর্তী সংখ্যায়

The kpc Group Presents

ORGANIZED BY

NRB WORLD

NRB WORLD SUMMIT 2026



28-29 DECEMBER 2026

SHERATON Dhaka

THINK BANGLADESH

TITLE SPONSOR

دوبيت DUBAYT

IN COLLABORATION WITH

BUSINESS America

Global NRB CHAMBER

PLATINUM SPONSORS

WASHINGTON UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

UNIVERSAL MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL LTD.

SNG SHAH NAWAZ MEDICALS

THE GFB GROUP

IFAD

SHAHID GROUP

www.nrbworld.org

তিন পুরস্কারে ভিএমএ ইতিহাসে - টেলর সুইফট



পূর্ণ প্রতিবেদন

২৭ সেপ্টেম্বর লস অ্যাঞ্জেলেসে MTV Video Music Awards-এ তিনটি পুরস্কার জিতে ভিএমএ ইতিহাসে নিজের অবস্থান আরও দৃঢ় করেছেন টেলর সুইফট। পুরস্কার বিতরণীর লাল গালিচায় তিনি পরেছিলেন ডিজাইনার তামারা রালফের কালো ও রুপালি গাউন।

লস অ্যাঞ্জেলেসে রোববার, ২৭ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত ২০২৬ সালের MTV Video Music Awards-এ তিনটি পুরস্কার জিতেছেন টেলর সুইফট। এতে তাঁর ভিএমএ পুরস্কারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৩—যা তাঁকে আয়োজনটির ইতিহাসে সর্বাধিক পুরস্কারজয়ী শিল্পী করেছে, জানিয়েছে রয়টার্স। সুইফটের “The Fate of Ophelia” জিতেছে ভিডিও অব দ্য ইয়ার। “Opalite”-এর জন্য তিনি পেয়েছেন বেস্ট ডিরেকশন পুরস্কার। এ ছাড়া সংগীত ভিডিও নির্মাণে পরিচালনা ও সৃজনশীল অবদানের স্বীকৃতিতে তিনি পেয়েছেন প্রথমবারের মতো দেওয়া MTV VMA Artist Director Honors। বিজয়ীদের তালিকা ও বিশেষ পুরস্কারের তথ্য MTV-র আয়োজক প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞপ্তিতেও রয়েছে।

ভিএমএর আগের পুরস্কারসংখ্যায় সুইফট ও বিয়ন্সে ৩০টি করে পুরস্কার নিয়ে সমান অবস্থানে ছিলেন। এবারের তিন জয়ে সুইফট সেই ব্যবধান ছাড়িয়ে যান। রয়টার্সের প্রতিবেদন অনুযায়ী, “The Fate of Ophelia”-র জন্য সেরা ভিডিওর পুরস্কার গ্রহণের সময় তিনি প্রয়াত সংগীতশিল্পী ডলি পার্টনের প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

অনুষ্ঠানের আগে রেড কার্পেটে সুইফটের পোশাকও আলোচনায় আসে। Vogue-এর ফ্যাশন প্রতিবেদনে পোশাকটিকে তামারা রালফের ডিজাইন করা গাউন হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে: কালো বডিসের সঙ্গে ছিল ঝলমলে রুপালি স্কার্ট। ছবিতে গাউনটির রংও কালো ও রুপালি—তাই “লাল গাউন” বলা সঠিক হবে না।

অনুষ্ঠানে Artist of the Year জিতেছেন ম্যাডোনা। আয়োজকদের প্রকাশিত তালিকায় তাঁর সাতটি জয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

যা জানা, যা অনিশ্চিত

এটি সম্পন্ন পুরস্কার বিতরণী; মূল ফলাফল নিয়ে উল্লেখযোগ্য অনিশ্চয়তা পাওয়া যায়নি।

যা নিশ্চিত: সুইফট তিনটি পুরস্কার জিতেছেন; তাঁর মোট ভিএমএ পুরস্কার ৩৩টি; পোশাকটি তামারা রালফের কালো-রুপালি গাউন।

যা অনিশ্চিত: এই প্রতিবেদন তৈরির সময় গাউনের নির্দিষ্ট নকশা বা মূল্য সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য প্রাথমিক তথ্য পাওয়া যায়নি।

সূত্র ও যাচাই নোট

প্রতিবেদনটি তৈরি হয়েছে MTV-র আয়োজক প্রতিষ্ঠানের বিজয়ী তালিকা, রয়টার্সের অনুষ্ঠান-পরবর্তী প্রতিবেদন এবং Vogue-এর রেড কার্পেট ফ্যাশন কভারেজ মিলিয়ে। তথ্য যাচাইয়ের সময়সীমা: ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬, সকাল ৭:৫১, প্রশান্ত মহাসাগরীয় সময়। ছবিতে থাকা পোস্টের সব বক্তব্য স্বাধীনভাবে যাচাই করা হয়নি; এখানে কেবল নির্ভরযোগ্য সূত্রে সমর্থিত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে।

TOM HOLA



spiderman

no way home

ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি

বিশ্বময় সত্যের মুখোমুখি

প্রতিবেদন আসছে পরবর্তী সংখ্যায়

হলিউড

পূর্ণ প্রতিবেদন

মিস্টার বিস্টের বিয়ে: ভালোবাসা, গোপনীয়তা ও মনোযোগের অর্থনীতি

মাইন আহমেদ | বিনোদন ও প্রযুক্তি ডেস্ক | সাপ্তাহিক ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি

যিনি কোটি ডলারের পুরস্কার, ব্যতিক্রমী প্রতিযোগিতা ও বিশাল আয়োজন দিয়ে ইন্টারনেটকে চমকে দেন, সেই মিস্টার বিস্ট নিজের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তটি উদ্‌যাপন করলেন সীমিত পরিসরে। মার্কিন ইউটিউবার জিমি ডোনাল্ডসন দক্ষিণ আফ্রিকার কনটেন্ট নির্মাতা ও লেখক থিয়া বুইসেনকে বিয়ে করেছেন ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ডসের নেকার আইল্যান্ডে। আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন প্রায় ৭০ জন আত্মীয় ও বন্ধু।

২০২৬ সালের জুলাইয়ে অনুষ্ঠিত সপ্তাহব্যাপী উদ্‌যাপনে ছিল জলক্রীড়া, বিশেষ নৈশভোজ ও দ্বীপের নানা আয়োজন। থিয়ার পোশাকে ছিল Nicole + Felicia Couture-এর নকশা, আর ডোনাল্ডসন পরেছিলেন রালফ লরেনের টাক্সেডো। বিলাসবহুল আয়োজন হলেও বিয়েটিকে বড় কোনো ইউটিউব প্রতিযোগিতা বা ভিডিও প্রজেক্টে পরিণত করা হয়নি।

দক্ষিণ আফ্রিকায় পরিচয়, প্রেম ও বিয়ে

ডোনাল্ডসন ও থিয়ার পরিচয় ২০২২ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায়। পরিচয়ের পর অনলাইনে যোগাযোগ এবং দূরত্বের সম্পর্ক ধীরে ধীরে প্রেমে রূপ নেয়। ২০২৪ সালের বড়দিনে থিয়াকে বিয়ের প্রস্তাব দেন ডোনাল্ডসন; ২০২৫ সালে প্রকাশ্যে আসে তাঁদের বাগদানের খবর।

থিয়া বুইসেন কেবল মিস্টার বিস্টের জীবনসঙ্গী নন। তিনি TheaBeasty নামে পরিচিত একজন গেমিং কনটেন্ট নির্মাতা, স্ট্রিমার ও লেখক। তাঁর পেশাগত পরিচয়ের মধ্যে রয়েছে ই-স্পোর্টসের সঙ্গে সম্পৃক্ততা এবং The Marked Children নামের ফ্যান্টাসি উপন্যাস। তাঁর পরিচয়কে শুধু বিখ্যাত ইউটিউবারের স্ত্রী হিসেবে সীমাবদ্ধ করলে নিজস্ব কাজ ও অর্জন আড়ালে থেকে যায়।

মনোযোগই যখন ব্যবসার শক্তি

২০২৬ সালের জুনে মিস্টার বিস্টের মূল ইউটিউব চ্যানেল ৫০০ মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবার অতিক্রম করে। বিশাল পুরস্কার, ব্যতিক্রমী চ্যালেঞ্জ ও জনকল্যাণমূলক ভিডিওর মাধ্যমে তিনি গড়ে তুলেছেন এক বিশাল ডিজিটাল ব্র্যান্ড।

মিডিয়া চিন্তাবিদ টিম উর The Attention Merchants বইয়ে মানুষের মনোযোগকে আধুনিক গণমাধ্যমের গুরুত্বপূর্ণ পণ্য হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মিস্টার বিস্টের সাফল্য এই ধারণার উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। তাঁর ভিডিওর পাশাপাশি ব্যক্তিগত জীবন, সম্পর্ক ও ব্যবসায়িক সিদ্ধান্তও দ্রুত বৈশ্বিক আলোচনায় আসে।

এখানেই বিয়েটির তাৎপর্য। যিনি দর্শকের মনোযোগকে কেন্দ্র করে ব্যবসা গড়েছেন, তিনি নিজের বিয়েকে বড় কনটেন্ট প্রজেক্টে পরিণত করেননি। তবে ছবি প্রকাশের পর ব্যক্তিগত মুহূর্তটিও সংবাদ ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের আলোচনার অংশ হয়ে ওঠে। অর্থাৎ গোপনীয়তা বজায় রাখার চেষ্টা থাকলেও সম্পূর্ণভাবে জনদৃষ্টির বাইরে থাকা কঠিন।

মানবিকতা, বিনোদন ও বিতর্ক

মিস্টার বিস্টের জনপ্রিয়তার বড় অংশ গড়ে উঠেছে খাদ্য বিতরণ, চিকিৎসা সহায়তা, ঘর নির্মাণ ও নিরাপদ পানির মতো জনকল্যাণমূলক উদ্যোগকে ঘিরে। সমর্থকদের মতে, বিনোদন থেকে অর্জিত অর্থ মানুষের উপকারে লাগানো কার্যকর একটি মডেল।

অন্যদিকে সমালোচকদের প্রশ্ন, মানুষের অসহায়ত্ব যখন দর্শক আকর্ষণের উপকরণ হয়ে ওঠে, তখন মানবিকতা কি প্রদর্শনীতে পরিণত হয়? বাস্তবতা হলো, এসব উদ্যোগে মানুষ উপকৃত হতে পারেন, আবার একই সঙ্গে নির্মাতার ব্র্যান্ডের শক্তিও বাড়ে।

তাঁর প্রতিষ্ঠানকে ঘিরে Beast Games-এর প্রতিযোগীদের সুযোগ-সুবিধা ও কর্মপরিবেশ নিয়ে অভিযোগ এবং আইনি বিরোধের খবরও প্রকাশিত হয়েছে। এসব অভিযোগকে প্রমাণিত সত্য হিসেবে ধরে নেওয়া ঠিক নয়; সংশ্লিষ্ট পক্ষের বক্তব্য ও আইনি প্রক্রিয়াও বিবেচনায় রাখা জরুরি। জনপ্রিয়তার পাশাপাশি জবাবদিহিও গুরুত্বপূর্ণ।



ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
বিশ্বময় সত্যের মুখোমুখি

ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি

পরাজয় কেবল একটি
মানসিক অবস্থা।
যতক্ষণ না মানুষ পরাজয়কে
বাস্তবতা হিসেবে মেনে নেয়,
ততক্ষণ পর্যন্ত
কেউ আসলেই পরাজিত হয় না।

— ব্রুস লি

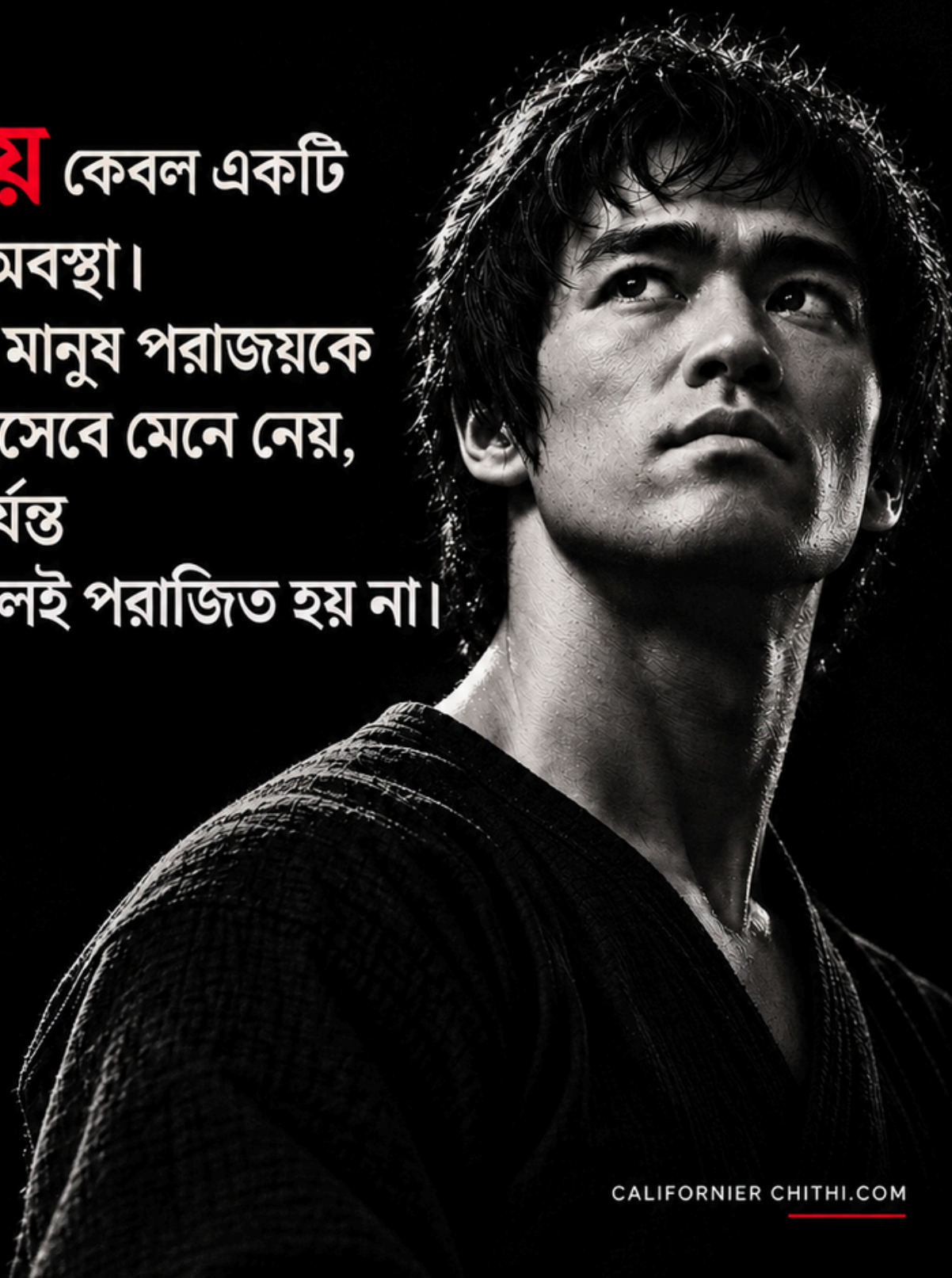

CALIFORNIER CHITHI.COM

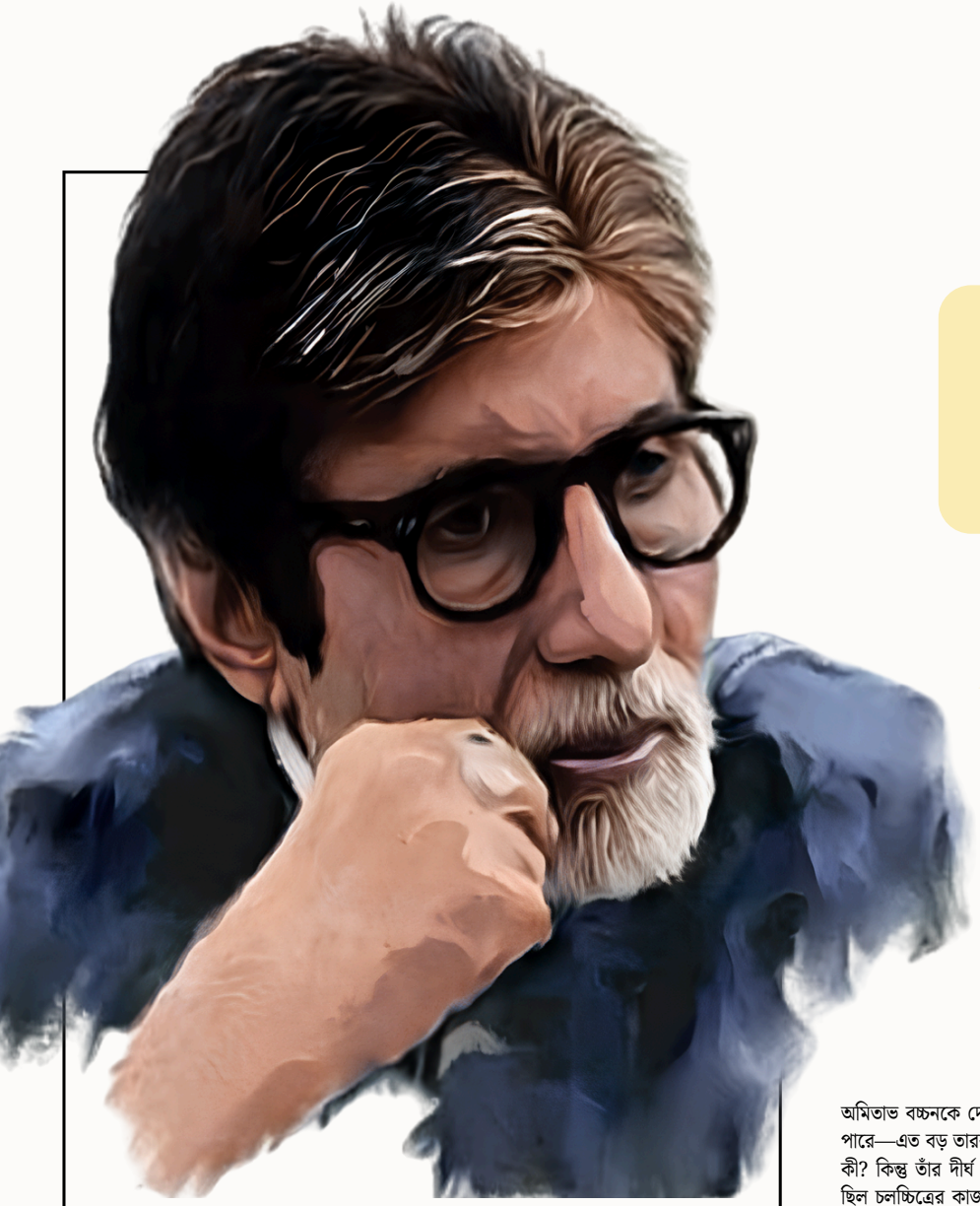

৯০ কোটি টাকার দেনা থেকে নতুন শুরু অমিতাভ বচ্চনের

ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প

মাহবুব আহমেদ | বাংলাদেশি-আমেরিকান উদ্যোক্তা | লেখক | সম্পাদক ও নাগরিক অধিকারকর্মী।

পূর্ণ প্রতিবেদন

আমার প্রিয় মানুষদের একজনকে নিয়ে এই লেখাটা শুরু করছি। তিনি আর কেউ নন একজন সত্যিকারের কিংবদন্তি অমিতাভ বচ্চন। আমি তাকে অন্য কোনো বিশেষণে পরিচিত করার সাহস দেখাচ্ছি না। কয়েকদিন আগে তার জন্মদিন গেলো। তখনই সিদ্ধান্ত নিলাম এই লেখাটির নিয়ে অন্য এক অমিতাভ বচ্চনকে সামনে নিয়ে আসবো। তার জীবনে কঠিন সময়ে অমিতাভ বচ্চনের ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প।

একসময় তাঁর বাড়ির সম্পত্তি জব্দের ঝুঁকিতে, পাওনাদারদের চাপ এবং কয়েক ডজন আইনি মামলার কথা নিজেই বলেছিলেন অমিতাভ বচ্চন। তাঁর গল্প শুধু অধ্যবসায়ের নয়—ভুল ব্যবসায়িক সিদ্ধান্তের দায় নেওয়া, নতুন কাজকে মর্যাদা দেওয়া এবং পরিচিত সাফল্যের বাইরে পা বাড়ানোরও।

অমিতাভ বচ্চনকে দেখলে অনেকের মনে হতে পারে—এত বড় তারকার জীবনে সংকট আবার কী? কিন্তু তাঁর দীর্ঘ কর্মজীবনের এক অধ্যায়ে ছিল চলচ্চিত্রের কাজ কমে যাওয়া, ব্যবসায়িক উদ্যোগের বিপর্যয়, ঋণের চাপ এবং বাড়ি হারানোর আশঙ্কা। সেই সময়ের কথা স্মরণ করে তিনি বলেছেন, তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাংক হিসাব প্রায় শূন্যে নেমেছিল, তাঁর বিরুদ্ধে প্রায় ৫৫টি আইনি মামলা ছিল এবং প্রতিদিন পাওনাদারেরা বাড়িতে আসতেন।

এই সংখ্যাগুলো তাঁর নিজের স্মৃতিচারণ থেকে এসেছে; এগুলোকে আলাদা করে নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী ভাবা ঠিক হবে না। তবে সংকটের যে পটভূমি—অমিতাভ বচ্চনের কোম্পানি ABCL-এর বড় লোকসান, দেনা এবং তার জেরে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পদের ওপর চাপ—তা ১৯৯৯ সালের সংবাদ প্রতিবেদনেও উঠে এসেছিল।

তারকার নাম, করপোরেট স্বপ্ন

১৯৯০-এর দশকের মাঝামাঝি অমিতাভ বচ্চন অভিনয়ের বাইরে বিনোদনশিল্পে বড় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান গড়ার পরিকল্পনা করেন। ABCL—Amitabh Bachchan Corporation Limited—চলচ্চিত্র নির্মাণ ও পরিবেশনা, টেলিভিশন, সংগীত, প্রতিভা ব্যবস্থাপনা এবং অনুষ্ঠান আয়োজনের মতো নানা খাতে কাজ করতে চেয়েছিল। ২০১০ সালে বিজনেস টুডে জানায়, ১৯৯৬ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করা কোম্পানির লক্ষ্য ছিল ২০০০ সালের মধ্যে এক হাজার কোটি রুপির বিনোদন ও চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠা।

স্বপ্নের আকার ছিল বড়; কিন্তু দ্রুত একাধিক খাতে সম্প্রসারণ, কিছু ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত এবং কয়েকটি চলচ্চিত্রের ব্যর্থতা কোম্পানিকে চাপে ফেলে।

১৯৯৯ সালের সমসাময়িক রেডিফ প্রতিবেদনে ABCL-এর নানা উদ্যোগের ব্যবস্থাপনাগত দুর্বলতা ও আর্থিক বিপর্যয়ের সমালোচনা করা হয়। প্রতিবেদনে ১৯৯৬ সালের মিস ওয়ার্ল্ড প্রতিযোগিতা আয়োজনের প্রসঙ্গও ছিল: ওই অনুষ্ঠানেই কোম্পানির বড় অঙ্কের ক্ষতি হয়েছিল বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

বিজনেস টুডে-র পরবর্তী হিসাব অনুযায়ী, ১৯৯৯ সালে ABCL-এর ক্ষতি দাঁড়িয়েছিল ৭০.৮২ কোটি রুপি এবং ঋণ ছিল প্রায় ৭০ কোটি রুপি। আর অমিতাভ পরে এক সাক্ষাৎকারে ব্যক্তিগত গ্যারান্টির কারণে তাঁর নিজের ওপর প্রায় ৯০ কোটি রুপি পরিশোধের দায় আসার কথা বলেন। এই দুই অঙ্ক এক নয়: প্রথমটি কোম্পানির হিসাব হিসেবে প্রতিবেদনে এসেছে; দ্বিতীয়টি তাঁর নিজের বর্ণনায় ব্যক্তিগত দায়ের পরিমাণ।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা আছে। পরিচিতি ব্যবসায় সুযোগ এনে দিতে পারে, কিন্তু বড় নাম নিজে থেকে ভালো ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকি যাচাই বা আর্থিক শৃঙ্খলার বিকল্প নয়। অমিতাভের সাফল্য তাঁকে ব্যর্থতার ঝুঁকি থেকে রক্ষা করেনি; বরং ব্যক্তিগত গ্যারান্টির কারণে ব্যবসার ক্ষতি তাঁর নিজের জীবনে সরাসরি এসে পড়েছিল।

দরজায় পাওনাদার, সামনে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ

বিরাট পর্দায় যাঁকে দর্শক শক্তিমান চরিত্রে দেখেছেন, তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের ওই সময়টি ছিল অপমান ও অনিশ্চয়তার। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস-এ উদ্ধৃত পুরোনো সাক্ষাৎকারে অমিতাভ বলেন, তাঁর সম্পত্তি জব্দের আওতায় এসেছিল। সরকারি প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক, আর্থিক সংস্থা ও ব্যক্তিগত ঋণ—বিভিন্ন উৎসের দেনা ছিল; জয়া বচ্চনসহ ব্যক্তিগত গ্যারান্টিও পরিস্থিতিকে জটিল করেছিল। পাওনাদারদের প্রতিদিন বাড়িতে আসাকে তিনি “বিব্রতকর” ও “অপমানজনক” বলে স্মরণ করেন।

তিনি তখন কেবল ব্যবসায় ক্ষতির মুখে ছিলেন না। ২০১০ সালে নিজের ব্লগে ২০০০ সালের আগের অবস্থা স্মরণ করে লিখেছিলেন—চলচ্চিত্রের কাজ ছিল না, অর্থ ছিল না, কোম্পানিও ছিল না; কর কর্তৃপক্ষ তাঁর বাড়ির বিরুদ্ধে আদায়ের নোটিশ দিয়েছিল। এটি তাঁর নিজের ভাষ্য, সংবাদমাধ্যমের বানানো নাটকীয় সংলাপ নয়।

তবে সংকটের গল্প বলার সময় একটা সীমা মনে রাখা দরকার। অমিতাভের অভিজ্ঞতা অনুপ্রেরণার, কিন্তু প্রত্যেকের জন্য একই পথ খোলা থাকে না। তাঁর খ্যাতি, চলচ্চিত্রজগতের পরিচিতি এবং কাজ পাওয়ার সম্ভাবনা তাঁর প্রত্যাবর্তনে ভূমিকা রেখেছিল।

টাইগার শ্রফকে ঘিরে হামলার তদন্তে নতুন তথ্য, অন্য তারকাদের নিরাপত্তা নিয়েও উদ্বেগ

পূর্ণ প্রতিবেদন

একটি হামলা, তদন্তে বিস্তৃত হচ্ছে পরিধি

চলচ্চিত্র তারকাদের জীবন বাইরে থেকে যতটা ঝলমলে মনে হয়, ব্যক্তিগত নিরাপত্তার প্রশ্নে ততটাই জটিল হয়ে উঠতে পারে। বলিউড অভিনেতা টাইগার শ্রফকে ঘিরে গুলিবর্ষণের ঘটনার তদন্তে অন্য কয়েকজন তারকার বাসভবনের আশপাশে সন্দেহভাজনদের যাতায়াতের তথ্য সামনে আসায় বিষয়টি নতুন করে আলোচনায় এসেছে।

২০২৬ সালের ২২ অক্টোবর প্রকাশিত যুগান্তরের প্রতিবেদনে বলা হয়, তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, টাইগার শ্রফের গাড়িতে গুলিবর্ষণের ঘটনায় অভিযুক্ত ব্যক্তিরা মুম্বাইয়ে অবস্থানকালে আরও কয়েকজন তারকার আবাসস্থলসংলগ্ন এলাকায় গিয়েছিলেন। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের প্রতিবেদনেও আমির খান, সালমান খান ও রণবীর সিংয়ের আবাসিক ভবনের আশপাশে সন্দেহভাজনদের যাওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তবে তারা সবাই হামলার নির্ধারিত লক্ষ্য ছিলেন কি না, সে বিষয়ে তদন্তকারীরা নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছাননি।

তদন্তে কী উঠে এসেছে?

তদন্তের মূল কেন্দ্রবিন্দু টাইগার শ্রফকে ঘিরে গুলিবর্ষণের ঘটনা। এ ঘটনায় সন্দেহভাজনদের চলাচল, অস্ত্র সংগ্রহ ও সরবরাহ এবং সম্ভাব্য সহযোগীদের ভূমিকা খতিয়ে দেখছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। সংবাদমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদে আরও কিছু ব্যক্তির সংশ্লিষ্টতার বিষয়ও সামনে এসেছে।

তবে কোনো ব্যক্তির বাসভবনের আশপাশে সন্দেহভাজনের উপস্থিতি পাওয়া গেলেই তাকে লক্ষ্য করে হামলার পরিকল্পনা ছিল—এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় না। তদন্তের স্বার্থে সম্ভাব্য উদ্দেশ্য, যোগাযোগ এবং ঘটনাগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক যাচাই করা জরুরি।

তারকাদের নিরাপত্তা কতটা গুরুত্বপূর্ণ?

জনপ্রিয় অভিনেতাদের চলাচল, বাসস্থান ও দৈনন্দিন রুটিন নিয়ে জনসাধারণের আগ্রহ থাকে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাদের উপস্থিতি ও অবস্থান সম্পর্কে তথ্য দ্রুত ছড়িয়ে পড়ায় নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনার চ্যালেঞ্জও বাড়তে পারে। এ ধরনের ঘটনায় ব্যক্তিগত নিরাপত্তার পাশাপাশি আবাসিক এলাকার সুরক্ষা, নজরদারি এবং পুলিশের সঙ্গে সমন্বয়ের গুরুত্ব সামনে আসে।

তারকাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব কেবল ব্যক্তিগত দেহরক্ষীদের নয়; স্থানীয় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, আবাসিক ভবনের নিরাপত্তাকর্মী এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষেরও রয়েছে। তবে তদন্তের তথ্য যাচাই না করে আতঙ্ক ছড়ানো বা কাউকে অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করা উচিত নয়।

টাইগার শ্রফকে ঘিরে এই ঘটনা শেষ পর্যন্ত কোন দিকে এগোয়, তা নির্ভর করছে তদন্তের ফলাফলের ওপর। আপাতত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো প্রমাণের ভিত্তিতে ঘটনার প্রকৃত উদ্দেশ্য নির্ধারণ এবং সংশ্লিষ্ট সবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

তদন্তের পরবর্তী ধাপ ও বলিউডের নিরাপত্তাব্যবস্থা

ঘটনার প্রকৃত চিত্র জানতে তদন্তকারীদের সামনে এখন কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন রয়েছে। সন্দেহভাজন ব্যক্তিরা কেন একাধিক তারকার আবাসিক এলাকার আশপাশে গিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে কোনো যোগাযোগ ছিল কি না এবং এসব যাতায়াতের সঙ্গে টাইগার শ্রফকে ঘিরে গুলিবর্ষণের ঘটনার সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে কি না—এসব বিষয় তদন্তের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। সিসিটিভি ফুটেজ, মোবাইল ফোনের তথ্য, সন্দেহভাজনদের যোগাযোগের বিবরণ এবং অন্যান্য আলামত বিশ্লেষণের মাধ্যমে ঘটনার ধারাবাহিকতা নির্ধারণ করা সম্ভব।

এ ধরনের তদন্তে প্রত্যক্ষদর্শীর বক্তব্য ও প্রযুক্তিগত প্রমাণের মধ্যে সামঞ্জস্য খুঁজে বের করাও জরুরি। কারণ, কোনো সন্দেহভাজনের উপস্থিতি বা যোগাযোগের তথ্য একা অপরাধে সম্পৃক্ততার চূড়ান্ত প্রমাণ নয়। তদন্তের ফলাফল এবং আদালতে উপস্থাপিত প্রমাণের ভিত্তিতেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ভূমিকা নির্ধারিত হওয়া উচিত।

আতঙ্ক নয়, প্রয়োজন তথ্যভিত্তিক তদন্ত

বলিউডের জনপ্রিয় ব্যক্তিত্বদের ঘিরে কোনো নিরাপত্তাজনিত ঘটনা সামনে এলে ভক্তদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হওয়া স্বাভাবিক। তবে অসম্পূর্ণ তথ্যের ভিত্তিতে নতুন হামলার আশঙ্কা ছড়ানো কিংবা কোনো ব্যক্তিকে দায়ী করা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করতে পারে। দায়িত্বশীল সংবাদ পরিবেশনের জন্য নিশ্চিত তথ্য, তদন্তকারীদের বক্তব্য এবং যাচাই করা প্রমাণের ওপর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

টাইগার শ্রফকে ঘিরে গুলিবর্ষণের ঘটনা এবং অন্য তারকাদের আবাসিক এলাকার আশপাশে সন্দেহভাজনদের যাতায়াতের বিষয়টি শেষ পর্যন্ত কীভাবে ব্যাখ্যা করা হবে, তা নির্ভর করছে তদন্তের অগ্রগতির ওপর। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জন্য এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো ঘটনার পেছনের উদ্দেশ্য শনাক্ত করা, সম্ভাব্য সহযোগীদের ভূমিকা যাচাই করা এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া।




UNITED STATES OF AMERICA
250
1776
2026
ANNIVERSARY
EAGLES BOOST ®
SKYROCKET YOUR DIGITAL INFLUENCE
WEBSITES
Modern. Responsive. Powerful.
APPS
Smart. Scalable. User-Friendly.
GROWTH
Digital Strategies That Deliver.
EAGLESBOOST.COM
EAGLES BOOST.COM
EAGLES BOOST
SKYROCKET YOUR DIGITAL INFLUENCE



কারিনা কাপুর: ২৫ বছরের অভিনয়যাত্রা, নতুন চ্যালেঞ্জে ‘দাইরা’

রিফিউজি’ থেকে ‘গীত’—৪৬তম জন্মদিনে নতুন ছবি দাইরা নিয়ে আলোচনায় কারিনা কাপুর খান।

বলিউড অভিনেত্রী কারিনা কাপুর খান ২১ সেপ্টেম্বর ৪৬ বছরে পা দিয়েছেন। ২০০০ সালে Refugee দিয়ে বড় পর্দায় অভিষেকের পর দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে বাণিজ্যিক সাফল্য, অভিনয়ের বৈচিত্র্য ও ফ্যাশন-প্রভাবের মাধ্যমে গড়ে তুলেছেন স্বতন্ত্র অবস্থান।

জন্মদিনে সহকর্মী ও ভক্তদের শুভেচ্ছা পেয়েছেন তিনি। অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা চোপড়া জোনাস সামাজিক মাধ্যমে তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়ে লেখেন, তাঁর মতো আর কেউ হবেন না। ২০০৪ সালের Aitraaz ছবিতে একসঙ্গে অভিনয় করেছিলেন দুই তারকা।

‘পু’ থেকে ‘গীত’

১৯৮০ সালের ২১ সেপ্টেম্বর মুম্বাইয়ে জন্ম কারিনার। অভিনেতা রণধীর কাপুর ও ববিতার ছোট মেয়ে এবং অভিনেত্রী করিশমা কাপুরের বোন তিনি। Refugee-এর পর Asoka ও Kabhi Khushi Kabhie Gham তাঁকে জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছাতে সাহায্য করে। Kabhi Khushi Kabhie Gham-এর ‘পু’ চরিত্রটি আজও দর্শকের স্মৃতিতে উজ্জ্বল।

পরবর্তী সময়ে Chameli, Dev ও Omkara-র মতো ছবিতে ভিন্নধর্মী চরিত্রে অভিনয় করেন তিনি। ২০০৭ সালের Jab We Met-এর প্রাণবন্ত ‘গীত’ চরিত্রটি তাঁর ক্যারিয়ারের অন্যতম স্মরণীয় অধ্যায়। এরপর Talaash, Udta Punjab, Good Newwz, Jaane Jaan, Crew ও The Buckingham Murders-এর মতো ছবিতে অভিনয়ের বৈচিত্র্য তুলে ধরেছেন।

নতুন অধ্যায় ‘দাইরা’

কারিনার সাম্প্রতিক কাজের মধ্যে রয়েছে মেঘনা গুলজার পরিচালিত থ্রিলার Daayra। এতে পৃথ্বীরাজ সুকুমারনের সঙ্গে অভিনয় করেছেন তিনি। ছবিতে কারিনার চরিত্র অজুনি একজন বিশেষ তদন্ত কর্মকর্তা। আইন, অপরাধ, শাস্তি ও ন্যায়বিচারের জটিল প্রশ্নকে কেন্দ্র করে নির্মিত হয়েছে ছবিটি।

The Indian Express-এ প্রকাশিত বাণিজ্যিক হিসাব অনুযায়ী, মুক্তির প্রথম সপ্তাহান্তে ছবিটির আয় ছিল আনুমানিক ৫.৬৩ কোটি রুপি। তবে এই অঙ্ক বাণিজ্য বিশ্লেষকের প্রাথমিক হিসাব, নিরীক্ষিত চূড়ান্ত আয় নয়।

সূত্র: The Times of India ও The Indian Express।



প্রতিবেদন আসছে পরবর্তী সংখ্যায়



অভিনয়ের বাইরেও সাফল্যের গল্প, সামান্থার পারফিউম ব্র্যান্ডের আয় ১২০ কোটি রুপি

পূর্ণ প্রতিবেদন

তারকাখ্যাতিকে ব্যবসায়িক শক্তিতে রূপান্তর

চলচ্চিত্রে সাফল্য অনেক অভিনেতার পরিচিতি তৈরি করে, কিন্তু সেই পরিচিতিকে ব্যবসায়িক উদ্যোগের ভিত্তি হিসেবে কাজে লাগাতে পারেন তুলনামূলকভাবে কমসংখ্যক তারকা। দক্ষিণ ভারতীয় অভিনেত্রী সামান্থা রুথ প্রভুর সাম্প্রতিক ব্যবসায়িক সাফল্য দেখাচ্ছে, বিনোদনজগতের পরিচিতি কীভাবে অভিনয়ের বাইরেও নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দিতে পারে।

যুগান্তরের ২২ অক্টোবর ২০২৬-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, সামান্থার সঙ্গে যুক্ত পারফিউম ব্র্যান্ড ‘সিক্রেট অ্যালকেমিস্ট’-এর আয় ১২০ কোটি রুপি ছাড়িয়েছে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, গত আট মাসে ব্র্যান্ডটির আয় আট গুণ বেড়েছে। এই সাফল্য অভিনেত্রীর ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডকে নতুন করে আলোচনায় এনেছে।

নিজস্ব ব্র্যান্ড গড়ার উদ্যোগ

সামান্থা শুধু অভিনয়েই সীমাবদ্ধ থাকেননি; বিভিন্ন ব্যবসায়িক উদ্যোগের সঙ্গেও যুক্ত হয়েছেন। সংবাদমাধ্যমের তথ্য অনুসারে, ‘সিক্রেট অ্যালকেমিস্ট’ ব্র্যান্ডটি ২০২০ সালে অঙ্কিতা থাডানি ও আকাশ ভালির সঙ্গে যৌথভাবে প্রতিষ্ঠা করেন তিনি।

পারফিউমের বাজারে ব্র্যান্ডের পরিচিতি তৈরি করতে পণ্যের মান, গ্রাহকের পছন্দ, বিপণন কৌশল এবং ক্রেতার আস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। একজন পরিচিত তারকার সম্পৃক্ততা প্রাথমিক পর্যায়ে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। তবে দীর্ঘমেয়াদে ব্যবসার স্থায়িত্ব নির্ভর করে পণ্যের গ্রহণযোগ্যতা এবং গ্রাহকের অভিজ্ঞতার ওপর।

সামান্থার ব্যবসায়িক যাত্রার তাৎপর্য এখানেই—তিনি তার অভিনয়জীবনের পাশাপাশি অন্য ক্ষেত্রেও নিজের পরিচিতি বিস্তারের চেষ্টা করছেন।

সাফল্যের পেছনে কী বার্তা?

বিনোদনশিল্পের তারকারা এখন কেবল সিনেমা বা বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে আয় করেন না; কেউ গড়ে তুলছেন পোশাকের ব্র্যান্ড, কেউ প্রসাধনী বা সুগন্ধির ব্যবসা, আবার কেউ প্রযুক্তি ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও আগ্রহ দেখাচ্ছেন। এই প্রবণতা তারকাদের পেশাগত পরিচয়কে বহুমাত্রিক করে তুলছে।

তবে একটি ব্র্যান্ডের আয়কে সরাসরি ব্যক্তিগত মুনাফা হিসেবে বিবেচনা করা ঠিক নয়। মোট আয়, পরিচালন ব্যয়, বিনিয়োগকারীদের অংশ এবং প্রকৃত মুনাফা আলাদা বিষয়। তাই ১২০ কোটি রুপির অঙ্কটি ব্র্যান্ডের আয়ের তথ্য হিসেবেই দেখা উচিত, সামান্থার ব্যক্তিগত উপার্জন হিসেবে নয়।

সামান্থার এই সাফল্য বিনোদন ও উদ্যোক্তা-জগতের সংযোগকে তুলে ধরে। অভিনয়ের পরিচিতিকে কাজে লাগিয়ে নতুন বাজারে প্রবেশ করা সম্ভব, কিন্তু সেই পরিচিতিকে টেকসই ব্যবসায় রূপ দিতে প্রয়োজন পরিকল্পনা, দলগত কাজ এবং গ্রাহকের আস্থা।

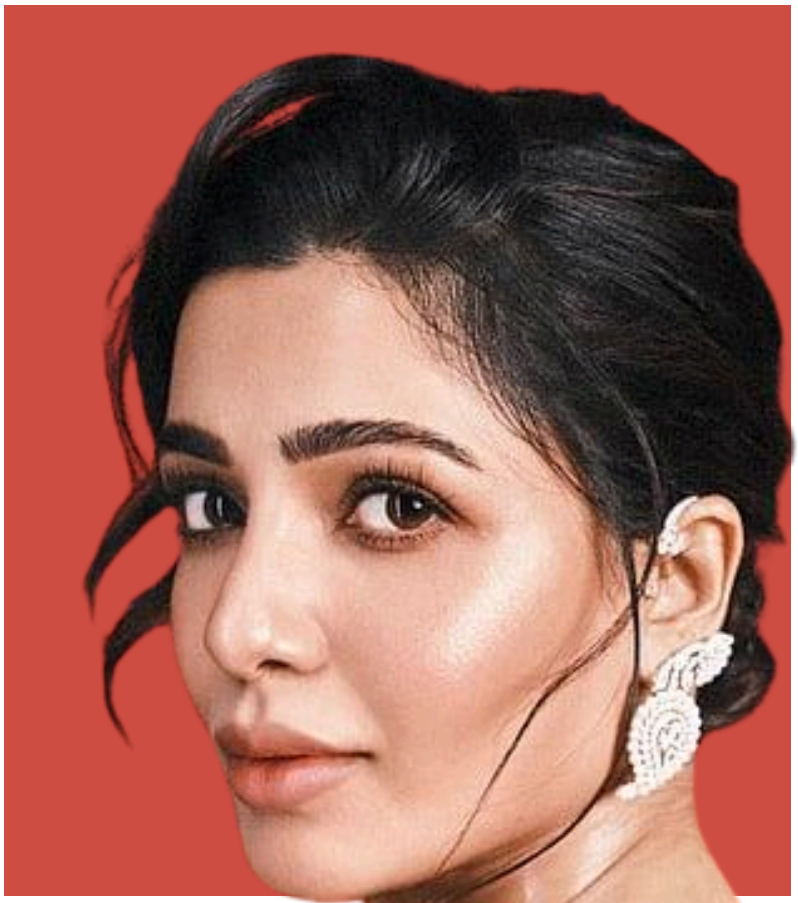

Verify you are human:

reCAPTCHA
Privacy - Terms

Select
the real Thing.

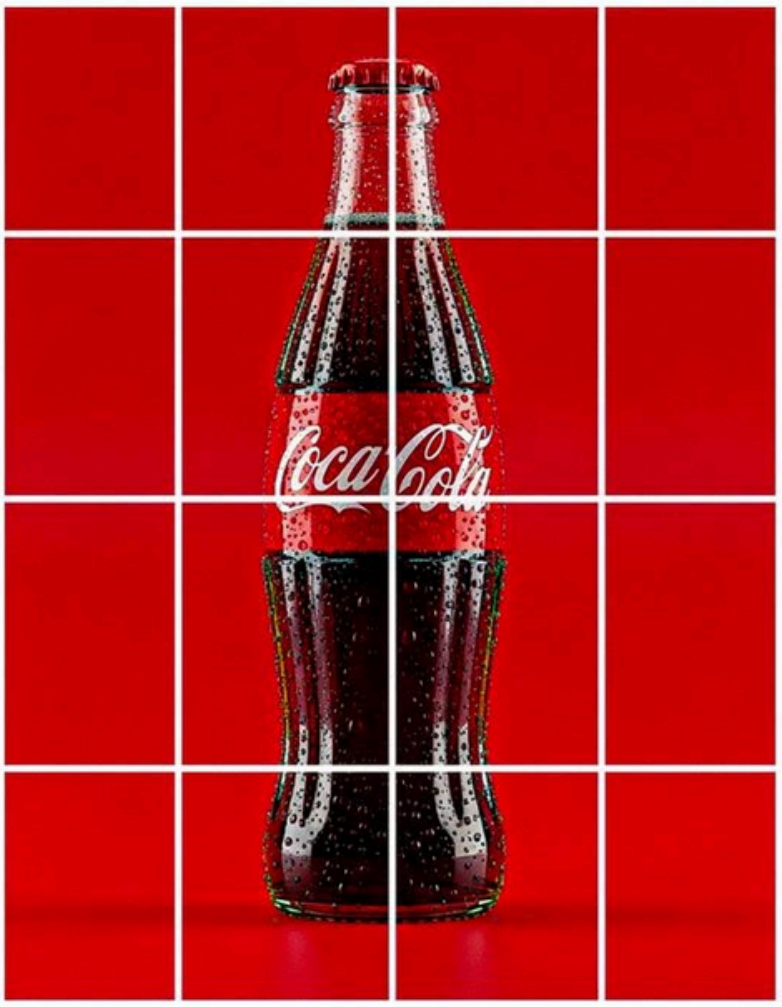

VERIFY

Coca-Cola
Verified by taste

CREATIVE AD DAY 76
@alaovisuals_

ঢালিউড

অস্কারে বাংলাদেশের ছবি ‘রইদ’, পরিচালক মেজবাউর রহমান সুমন

মাহবুব আহমেদ | বাঙালি-আমেরিকান উদ্যোক্তা,লেখক, সম্পাদক ও নাগরিক অধিকারকর্মী।



৯৯তম একাডেমি অ্যাওয়ার্ডসে আন্তর্জাতিক ফিচার বিভাগে বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক জমা মেজবাউর রহমান সুমনের চলচ্চিত্র ‘রইদ’।

মেজবাউর রহমান সুমন পরিচালিত ‘রইদ’ ৯৯তম অস্কারের আন্তর্জাতিক ফিচার ফিল্ম বিভাগে বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক জমা হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে। ২৭ সেপ্টেম্বর ঢাকায় সংবাদ সম্মেলনে অস্কার বাংলাদেশ কমিটির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম ছবিটির নাম ঘোষণা করেন।

পাঁচ ছবি থেকে নির্বাচন

বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক জমা হওয়ার দৌড়ে ছিল পাঁচটি চলচ্চিত্র—‘দম’, ‘রইদ’, ‘মানুষের বাগান’, ‘দেলুপি’ ও ‘দ্য ইউনিভার্সিটি অব চানখাঁরপুল’। পরে ‘মানুষের বাগান’ প্রতিযোগিতা থেকে সরে দাঁড়ালে বাকি চার ছবির মধ্য থেকে ‘রইদ’কে নির্বাচন করা হয়। প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, কমিটির সিদ্ধান্ত ছিল সর্বসম্মত।

গ্রামীণ জীবনের গল্প

‘রইদ’-এর গল্প আবর্তিত হয়েছে গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে এক দম্পতির সম্পর্ক ও জীবনসংগ্রামকে ঘিরে। ছবিতে অভিনয় করেছেন মোস্তাফিজুর নূর ইমরান,নাজিফা তুষি ও গাজী রাকায়েত। সম্পর্কের জটিলতা ও মানুষের অন্তর্জগতকে কেন্দ্র করে নির্মিত চলচ্চিত্রটি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পেয়েছে। এর আগে মেজবাউর রহমান সুমনের ‘হাওয়া’ ২০২২ সালে অস্কারের জন্য বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক জমা হয়েছিল। ‘রইদ’ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো তাঁর চলচ্চিত্র এই সুযোগ পেল।



অস্কারের চূড়ান্ত মনোনয়ন নয়

বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক জমা নির্বাচিত হওয়া মানেই অস্কারের চূড়ান্ত মনোনয়ন পাওয়া নয়। একাডেমি ছবিটির যোগ্যতা ও জমা যাচাইয়ের পর আন্তর্জাতিক ফিচার বিভাগে প্রতিযোগিতার জন্য বিবেচনা করবে। এরপর ভোটের মাধ্যমে সর্বোচ্চ ১৫টি ছবি নিয়ে সংক্ষিপ্ত তালিকা এবং সেখান থেকে পাঁচটি চূড়ান্ত মনোনয়ন নির্ধারণ করা হবে।

৯৯তম অস্কারের মনোনয়ন ঘোষণার নির্ধারিত তারিখ ২১ জানুয়ারি ২০২৭। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ১৪ মার্চ ২০২৭।

তথ্য যাচাই: ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে।

ঢালিউড



ফারুকী-তিশাকে নিয়ে গুজবের ভিড়ে যে প্রশ্নগুলো জরুরি

মাহবুব আহমেদ | বাংলাদেশি-আমেরিকান উদ্যোক্তা | লেখক | সম্পাদক ও নাগরিক অধিকারকর্মী।

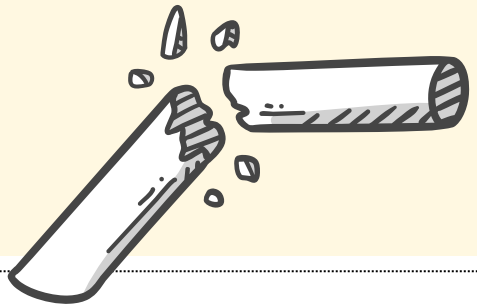

পূর্ণ প্রতিবেদন

পর্দা থেকে ক্ষমতার করিডরে

মোস্তফা সরয়ার ফারুকীর সঙ্গে আমার পরিচয়ের স্মৃতিতে আছে চলচ্চিত্রের শুরুর দিকের এক সময়। তাঁর প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ব্যাচেলর যখন দর্শকের সামনে আসে, আমাদের প্রতিষ্ঠান Dream Unlimited বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ছবিটির প্রচারে যুক্ত হয়েছিল। চ্যানেল আইতে ছবিটির ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ারের আয়োজনেও আমরা সহযোগিতা করেছিলাম—এটি আমার ব্যক্তিগত স্মৃতি। পরে তাঁর চলচ্চিত্র ও নাটকের যাত্রায়ও আমাদের প্রতিষ্ঠানের কিছু পরোক্ষ ভূমিকা ছিল।

সেই সময় ফারুকীকে চিনতাম একজন নতুন ভাষা খোঁজা নির্মাতা হিসেবে। টেলিভিশনের পরিচিত ছক ভেঙে শহুরে মধ্যবিত্তের অস্বস্তি, সম্পর্কের টানাপোড়েন ও সামাজিক ভণ্ডামি তাঁর কাজে জায়গা পেয়েছিল। ব্যাচেলর (২০০৪) ছিল তাঁর চলচ্চিত্র নির্মাণে অভিষেক; পরে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, টেলিভিশন, ডুব: নো বেড অব রোজেস এবং শনিবার বিকেল তাঁকে বাংলাদেশের বাইরে পরিচিত করে। তাঁর কর্মজীবন ও চলচ্চিত্রের তালিকা নিয়ে দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড এবং আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র সংবাদমাধ্যম ভ্যারাইটিও প্রতিবেদন করেছে।

একজন শিল্পীর কাজের পাশে দাঁড়ানো আর তাঁর পরবর্তী প্রতিটি সিদ্ধান্তের সমর্থক হয়ে যাওয়া এক বিষয় নয়। পুরোনো সম্পর্কের কারণে তাঁকে নিয়ে লেখা কঠিন হতে পারে; কিন্তু সেই সম্পর্ক গোপন রেখে লেখা তার চেয়েও অনুচিত। ই এই কলামের শুরুতেই বলি: ফারুকীর শিল্পীজীবনের এক পর্যায়ে আমাদের প্রতিষ্ঠানের প্রচার-সহযোগিতা ছিল তা—এটি আমার ব্যক্তিগত স্মৃতির বিবরণ, কোনো স্বাধীন নিরীক্ষা বা তাঁর রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের পক্ষে সাক্ষ্য নয়। ফারুকীর জীবনে বড় বাঁক আসে ২০২৪ সালের নভেম্বরে, যখন তিনি অন্তর্বর্তী সরকারের সংস্কৃতিবিষয়ক উপদেষ্টা হিসেবে শপথ নেন। দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডকে দেওয়া তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, দেশের জন্য কাজ করার আকাঙ্ক্ষা এবং মুহাম্মদ ইউনূসের সহকর্মী হওয়ার সুযোগ তাঁকে এই দায়িত্ব নিতে প্রলুব্ধ করেছিল। তাঁর নিয়োগের পরপরই সামাজিক মাধ্যমে সমালোচনা শুরু হয়; ছাত্রদের একটি অংশও নতুন উপদেষ্টা নিয়োগের প্রতিবাদে কর্মসূচি ঘোষণা করেছিল। অর্থাৎ রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া তাঁর দায়িত্বকাল শেষ হওয়ার পর তৈরি হয়নি—শুরু থেকেই ছিল।

শিল্পীর রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ঝুঁকি

একজন চলচ্চিত্রকারের রাজনীতিতে প্রবেশ নিজে থেকেই অপরাধ বা অনৈতিকতা নয়। শিল্পীরা রাষ্ট্রের নীতি, সংস্কৃতি ও জনজীবন নিয়ে কথা বলবেন—এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ক্ষমতার ভেতরে গেলে তাঁদের কথার সঙ্গে যুক্ত হয় প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত, সরকারি অর্থ, নিয়োগ এবং জবাবদিহির প্রশ্ন। তখন দর্শক আর কেবল শিল্পীকে বিচার করেন না; বিচার করেন দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিকেও।

এখানেই ফারুকীর জন্য ঝুঁকিটি দ্বিমুখী। রাজনৈতিক ক্ষমতা শিল্পীর বক্তব্যকে আরও বিস্তৃত শ্রোতার কাছে নিতে পারে, আবার তাঁর কাজকে দলীয় অবস্থানের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলতে পারে। আর কোনো প্রকল্পে অনিয়মের অভিযোগ উঠলে "আমি শিল্পী" পরিচয় প্রশাসনিক জবাবদিহির বিকল্প হতে পারে না। একইভাবে, সামাজিক মাধ্যমে তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষোভ থাকলেই অভিযোগ সত্য হয়ে যায় না।

ফারুকীর উপদেষ্টা হওয়ার সময়কার সমালোচনার একটি অংশ ছিল তাঁর আগের রাজনৈতিক অবস্থান ও অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে। দ্য ডেইলি স্টার জানিয়েছিল, নতুন ভূমিকায় তাঁকে পূর্ববর্তী শাসকগোষ্ঠীর সহযোগী বলে আখ্যা দেওয়া হচ্ছিল; ফারুকী তখন বলেছিলেন, তাঁকে রাজনৈতিক পরিচয়ের বদলে কাজ দিয়ে বিচার করা হোক।

এ ধরনের অভিযোগের উত্তর রাজনৈতিক স্লোগানে নয়, তথ্য ও কাজের বিবরণে দিতে হয়। আবার "কাজ দিয়ে বিচার করুন"—এই আহ্বানের অর্থও হলো, কাজের হিসাব জনসমক্ষে পরীক্ষা করার অধিকার মানুষের আছে।

গণভবন প্রকল্প: অভিযোগের পরিসর আর প্রমাণের সীমা

গণভবনকে জুলাই গণ-অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘরে রূপান্তরের প্রকল্পটি ফারুকীকে ঘিরে সবচেয়ে গুরুতর জনস্বার্থের প্রশ্নগুলোর একটি। এখানে দুটি আলাদা বিষয় গুলিয়ে ফেলা চলবে না: একদিকে প্রকল্পের অর্থব্যয় ও ক্রয়পদ্ধতি নিয়ে স্বচ্ছতার প্রশ্ন; অন্যদিকে ফারুকীর ব্যক্তিগতভাবে শত শত কোটি টাকা আত্মসাতের দাবি।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) গণভবন জাদুঘরের নির্মাণ ও সংস্কারে প্রায় ১১১ কোটি টাকা সরাসরি ক্রয়পদ্ধতিতে ব্যয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল। টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান বলেছিলেন, জরুরি বা বিশেষ পরিস্থিতি ছাড়া প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র এড়িয়ে সরাসরি ক্রয় সাধারণত গ্রহণযোগ্য নয়; কেন এই পদ্ধতি নেওয়া হলো, তার নিরপেক্ষ তদন্ত ও স্পষ্ট ব্যাখ্যা দরকার।

এই উদ্বেগটি প্রকল্পের ক্রয়পদ্ধতি নিয়ে—এটি নিজে থেকে ব্যক্তিগত আত্মসাতের প্রমাণ নয়। ২০২৬ সালের আগস্টে সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রী নিতাই রায় চৌধুরী বলেন, জাদুঘর প্রকল্পে নির্দিষ্ট দুর্নীতির অভিযোগ তদন্ত করা হবে এবং প্রমাণ মিললে বিষয়টি দুর্নীতি দমন কমিশনে পাঠানো হতে পারে। তিনি একই সঙ্গে বলেন, অভিযোগে কার বিরুদ্ধে, কী ধরনের অনিয়ম এবং কীভাবে তা ঘটেছে—এসব নির্দিষ্ট করে জানাতে হবে। দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড-এর প্রতিবেদন অনুসারে, জাদুঘর উদ্বোধনের পর অনিয়ম বা দুর্নীতি হয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত কমিটি গঠনের কথাও তিনি জানান। অভিযোগের জবাবে ফারুকী দ্য ডিসেন্ট-এ লিখিত বক্তব্য দেন। তাঁর দাবি, সংবাদে প্রকল্পব্যয়ের অঙ্ক বাড়িয়ে বলা হয়েছে; নির্মাণকাজের বড় অংশ গণপূর্ত অধিদপ্তর করেছে; আর চলচ্চিত্র নির্মাণের কাজ পেয়েছেন দেশের তরুণ নির্মাতারা। তিনি সরাসরি ক্রয়পদ্ধতির পক্ষে সময়স্বল্পতার যুক্তিও দিয়েছেন। এটি তাঁর নিজের বক্তব্য—তদন্তের ফল নয়। দ্য ডিসেন্ট তখন জানিয়েছিল, টেলিভিশন প্রতিবেদনের অভিযোগগুলো যাচাই করে তারা আলাদা ফ্যাক্টচেক প্রকাশ করবে। এখানে পাঠকের কাছে জরুরি প্রশ্নটি হলো: সরকারি নথি, প্রকল্পের বরাদ্দ, চুক্তিপত্র, কাজের মান, অর্থপ্রদানের তালিকা এবং নিরীক্ষার ফল কী বলছে? কোনো সংবাদ-অনুসন্ধান অভিযোগ উত্থাপন করতে পারে; সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জবাবও প্রকাশ করতে পারে। কিন্তু চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ভিত্তি হওয়া উচিত নথি, স্বাধীন তদন্ত এবং আইনসম্মত প্রক্রিয়া। আমার যাচাইয়ে এখন পর্যন্ত এমন কোনো নির্ভরযোগ্য চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত পাইনি যা প্রমাণ করে ফারুকী ব্যক্তিগতভাবে "কয়েকশো কোটি টাকা" আত্মসাৎ করেছেন।


DOLLYWOOD
KING
Not
Just
a Star
...
He's
the
Dollywood
King

ঢালিউড

নিউইয়র্কে ঢালিউড অ্যাওয়ার্ড: সাগরের আজীবন সম্মাননা সেরা অভিনেতা শাকিব





নিউইয়র্ক প্রতিবেদক। যুক্তরাষ্ট্র নিউজ ডেস্ক। সাপ্তাহিক ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি

নিউইয়র্কে ১০ অক্টোবর অনুষ্ঠিত ঢালিউড অ্যাওয়ার্ডে আজীবন সম্মাননা পেয়েছেন চ্যানেল আইয়ের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফরিদুর রেজা সাগর। সেরা অভিনেতার পুরস্কার গেছে শাকিব খানের হাতে। তাঁর অভিনীত বরবাদ নির্বাচিত হয়েছে সেরা চলচ্চিত্র; ছবিটির পরিচালক রায়হান রাফি পেয়েছেন সেরা পরিচালকের পুরস্কার। সেরা অভিনেত্রী হয়েছেন তমা মির্জা, আর খলনায়ক চরিত্রে পুরস্কৃত হয়েছেন মিশা সওদাগর। শিল্পকলা ও সংস্কৃতিতে অবদানের জন্য সম্মাননা পেয়েছেন অভিনেতা ও নির্মাতা আফজাল হোসেন।

বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোরের প্রতিবেদন অনুযায়ী, অনুষ্ঠানে সাতটি বিভাগে মোট ৩৭ শিল্পীকে পুরস্কার দেওয়া হয়। যুক্তরাষ্ট্রে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি লালন ও বিকাশে অবদানের জন্য ১৩টি সামাজিক সংগঠন ও ব্যক্তিকেও সম্মাননা স্মারক দেওয়া হয়। তবে ওই প্রতিবেদনে সংগঠন ও ব্যক্তিদের নামের পূর্ণ তালিকা নেই।

প্রবাসী শিল্পী ও সংগীতাঙ্গনের পুরস্কার

উত্তর আমেরিকায় কর্মরত শিল্পীদের মধ্যে সেরা কণ্ঠশিল্পী হয়েছেন শাহ মাহবুব, সেরা নারী কণ্ঠশিল্পী অঙ্কন ইয়াসমিন। রক সংগীতে কামরুজ্জামান বাবু ও রেশমি মির্জা পুরস্কার পেয়েছেন; মেলোডি সিঙ্গার হিসেবে সম্মানিত হয়েছেন রন্টি দাস। জনপ্রিয় পছন্দে সেরা নারী কণ্ঠশিল্পীর পুরস্কার পেয়েছেন বিন্দু কণা, আর সেরা গীতিকারের পুরস্কার গেছে হুমায়ূন কবির ঢালির কাছে।

বাংলাদেশের টেলিভিশন, চলচ্চিত্র ও সংগীতাঙ্গন থেকেও একাধিক শিল্পী পুরস্কৃত হন। সেরা টিভি অভিনেতা হয়েছেন ফারহান আহমেদ জোভান; সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার পেয়েছেন অর্চিতা স্পর্শিয়া। জনপ্রিয় পছন্দে সেরা অভিনেত্রীর স্বীকৃতি পেয়েছেন সামিরা খান মাহি ও ফাল্গুনী রহমান জলি। চঞ্চল চৌধুরী, নিরব হোসেন, মামনুন ইমন, প্রার্থনা ফারদিন দীঘি ও শিরিন আকতার শিলাও পুরস্কৃতদের মধ্যে ছিলেন।

সংগীত ও মডেলিং বিভাগে পুরস্কার পেয়েছেন ইবরার টিপু, ইমরান মাহমুদুল, দিলশাদ নাহার কণা, মিলা ইসলাম, শারমিনা সিরাজ, নিবিড় আদনান নাহিদ ও তানজিনা মিথিলা। প্রতিবেদনে তাঁদের প্রত্যেকের নির্দিষ্ট পুরস্কার-শ্রেণি উল্লেখ করা হয়নি।

দুই দেশের জাতীয় সংগীত দিয়ে সূচনা

বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় অনুষ্ঠান। এরপর ছিল সমবেত নৃত্য পরিবেশনা। পুরো আয়োজন সঞ্চালনা করেন শো-টাইম মিউজিকের কমিউনিকেশনস ডিরেক্টর শারমিনা সিরাজ সোনিয়া। উদ্বোধনী পর্বে অতিথিদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় আয়োজক প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী খাইরুল ইসলাম খোকন, প্রধান উপদেষ্টা ফাহাদ সোলাইমান ও ডিজিটাল মার্কেটিং ডিরেক্টর মেহেদী হাসানকে।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন অল কাউন্টি হেলথকেয়ার গ্রুপের চেয়ারওম্যান সিফা আমিন। তিনি বলেন, বাংলা চলচ্চিত্রের ঐতিহ্য ও প্রতিভাকে বিশ্বজুড়ে পৌঁছে দেওয়া দরকার এবং বাংলাদেশের শিল্পী-নির্মাতারা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির যোগ্য।

ঢাকার সিলভার জুবিলি আসরের সঙ্গে পার্থক্য

‘২৫তম আসর’ পরিচয়টি নিয়ে পাঠকের বিভ্রান্তির অবকাশ আছে। প্রথম আলোর প্রতিবেদনে ২৫তম ঢালিউড ফিল্ম অ্যান্ড মিউজিক অ্যাওয়ার্ডসকে ঢাকার বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত একটি আসর হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। চ্যানেল আইও ৯ জানুয়ারির ঢাকার অনুষ্ঠানের প্রতিবেদন করেছে; সেখানে আজীবন সম্মাননা পান দিলারা জামান। এনটিভির অনুষ্ঠানকালীন প্রতিবেদনও ঢাকার আসরকে সিলভার জুবিলি ও ২৫তম অনুষ্ঠান বলে উল্লেখ করে।

অন্যদিকে, বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর অক্টোবরের নিউইয়র্কের অনুষ্ঠানকে ২৫ বছর ধরে চলা আয়োজনের অংশ হিসেবে বর্ণনা করেছে। উপলভ্য প্রতিবেদনগুলোতে জানুয়ারির ঢাকার সিলভার জুবিলি এবং অক্টোবরের নিউইয়র্কের অনুষ্ঠানের মধ্যে সাংগঠনিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা হয়নি। ফলে নিউইয়র্কের অনুষ্ঠানকে ঢাকার জানুয়ারির আসরের সঙ্গে এক করে দেখা বা দুটিকে একই ২৫তম অনুষ্ঠান বলা ঠিক হবে না—আয়োজকদের কাছ থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

প্রবাসে বাংলা সংস্কৃতির স্বীকৃতির মঞ্চ

নিউইয়র্কের অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র, টেলিভিশন ও সংগীতশিল্পীদের পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রে বাংলা সংস্কৃতি চর্চায় যুক্ত সংগঠন ও ব্যক্তিদেরও সম্মাননা দেওয়া হয়েছে। এতে মঞ্চটি শুধু তারকাদের পুরস্কার বিতরণের পরিসরে সীমিত থাকেনি; প্রবাসী সাংস্কৃতিক উদ্যোগগুলোকেও স্বীকৃতির মধ্যে এনেছে।

তবে উৎসবের দীর্ঘ ইতিহাস ও পুরস্কারের মর্যাদা সম্পর্কে পাঠকের স্পষ্ট ধারণা দিতে আসরের ক্রম, মনোনয়ন, বিচারক বা ভোটের পদ্ধতি এবং বিশেষ সম্মাননাপ্রাপ্তদের পূর্ণ তালিকা প্রকাশ করা সহায়ক হবে। এবারের অনুষ্ঠান-পরবর্তী প্রতিবেদনে এসব তথ্য সম্পূর্ণভাবে পাওয়া যায়নি।



মেহজাবিন চৌধুরী

প্রতিবেদন আসছে পরবর্তী সংখ্যায়




EAGLES BOOST ®
SKYROCKET YOUR DIGITAL INFLUENCE
Your Growth. Our Technology.
Let's build powerful together.
aws
Cloud Services
AWS-Based Architecture
EAGLES BOOST.COM

উত্তম কুমার জন্মশতবর্ষ: মহানায়কের জীবন ও উত্তরাধিকার

মাহবুব আহমেদ | বাংলাদেশি-আমেরিকান উদ্যোক্তা | লেখক | সম্পাদক ও নাগরিক অধিকারকর্মী।

প্রথম জীবনের টানা প্রত্যাখ্যান থেকে বাংলা ছবির সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য তারকা; সুচিত্রা সেনের সঙ্গে প্রেমের নতুন পর্দাভাষা থেকে সত্যজিৎ রায়ের ক্যামেরায় খ্যাতির অন্ধকার—উত্তম কুমারের শতবর্ষ আসলে এক অভিনেতার পাশাপাশি স্বাধীনতা-পরবর্তী বাঙালি সমাজ, তার আকাঙ্ক্ষা, সংকট ও স্মৃতিরও পাঠ।



শত বছর পরও যিনি ‘বর্তমান’

কলকাতার পর্দায় তিনি শেষবার আলো ধরেছিলেন প্রায় অর্ধশতাব্দী আগে। তবু ২০২৬ সালের ৩ সেপ্টেম্বর, জন্মের একশ বছর পূর্তিতে, উত্তম কুমারকে নিয়ে ভাষাটি এখনো অতীতকাল মানতে চায় না। শহরে চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, প্রদর্শনীকক্ষ, পদযাত্রা ও স্মরণানুষ্ঠান; মুম্বাইয়ে বড় পর্দায় ‘নায়ক’; কেন্দ্রীয় স্তরে শ্রদ্ধা—সব মিলিয়ে বোঝা যায়, স্মৃতির ভেতর তিনি কেবল সংরক্ষিত নন, এখনো ব্যবহৃত, পুনঃপঠিত এবং ভালোবাসায় পুনর্নির্মিত।

ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় তাঁকে এমন এক কিংবদন্তি হিসেবে স্মরণ করেছে, যাঁর অভিনয় প্রজন্মের পর প্রজন্মের সঙ্গে সংযোগ তৈরি করে। কিন্তু ‘মহানায়ক’ অভিধাটি যত পরিচিত, তার ভেতরের মানুষ ও শিল্পী তত সহজ নন। তাঁর জীবন শুধু অবিশ্বাস্য সাফল্যের সরলরেখা নয়; এর শুরুতে ব্যর্থতা, মাঝখানে আত্মনির্মাণ, শীর্ষে নিঃসঙ্গতা, শিল্প-অর্থনীতির ঝুঁকি এবং শেষদিকে নিজের তৈরি রোম্যান্টিক প্রতিমা ভাঙার নিরন্তর চেষ্টা আছে। সেই জটিলতাই শতবর্ষের উত্তমকে পূজার আসন থেকে নামিয়ে আরও বড় করে—একজন কর্মরত শিল্পী হিসেবে।

অরুণ থেকে উত্তম: নিরাপদ চাকরি ও অনিরাপদ স্বপ্ন

১৯২৬ সালের ৩ সেপ্টেম্বর কলকাতায় জন্ম নেওয়া অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় অভিনয়ের আগে ছিলেন মধ্যবিত্ত পরিবারের এক যুবক, যাঁর জীবনে থিয়েটার ছিল ঘরের কাছের অভিজ্ঞতা এবং চাকরি ছিল নিরাপত্তা। কলকাতা পোর্ট কমিশনার্সের দপ্তরে কাজ করতে করতেই তিনি চলচ্চিত্রে সুযোগ খুঁজেছেন।

১৯৪৮ সালের ‘দৃষ্টিদান’-এ ছোট ভূমিকা এবং ১৯৪৯ সালের ‘কামনা’য় নায়ক হিসেবে উপস্থিতির পরও সাফল্য আসেনি। চলচ্চিত্র-ইতিহাস ও পরবর্তী জীবনীতে তাঁর প্রথম কয়েক বছরের ধারাবাহিক ব্যর্থতার জন্য ‘ফ্লপ মাস্টার জেনারেল’ তকমাটির উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে এটি সমকালীন ঠিক কোন প্রকাশনায় প্রথম ছাপা হয়েছিল, তার নির্ভরযোগ্য প্রাথমিক নথি সহজলভ্য নয়।

জীবনীকার সায়নদেব চৌধুরীর গবেষণা অনুযায়ী, ১৯৪৭ থেকে ১৯৫২—প্রায় ছয় বছর প্রত্যাখ্যান ও অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। উত্তম নিজেই পরে লিখেছিলেন, তৎকালীন অনেক চরিত্রকে তাঁর কৃত্রিম ও পুতুলের মতো লাগত; ‘বসু পরিবার’-এর সুখেন চরিত্রে তিনি প্রথম বাস্তব, স্পর্শযোগ্য মানুষ খুঁজে পান।

অর্থাৎ তাঁর সাফল্যের চাবি শুধু চেহারা নয়, অভিনয়ের স্বরকে মঞ্চের উচ্চারণ থেকে ক্যামেরার অন্তরঙ্গতায় নামিয়ে আনা।

‘বসু পরিবার’ (১৯৫২) তাঁকে প্রথম দৃশ্যমান সাফল্য দেয়। ‘সাড়ে চুয়াত্তর’ (১৯৫৩) তাঁকে সুচিত্রা সেনের পাশে আনে; ‘অগ্নিপরীক্ষা’ (১৯৫৪) সেই জুটিকে সাংস্কৃতিক ঘটনায় পরিণত করে। যে মানুষটি স্টুডিওর কাছে ঝুঁকি ছিলেন, অল্প সময়েই তিনিই বাংলা ছবির সবচেয়ে নিরাপদ বাণিজ্যিক আশ্বাস হয়ে ওঠেন।

উত্তম–সুচিত্রা: প্রেম নয়, এক সামাজিক চুক্তির পর্দাভাষা

উত্তম কুমার ও সুচিত্রা সেনের জুটি নিয়ে ‘রসায়ন’ শব্দটি এত ব্যবহৃত যে তার সামাজিক শক্তি প্রায় আড়াল হয়ে যায়। তাঁদের চলচ্চিত্র কেবল দুজন সুন্দর মানুষের প্রেম দেখায়নি; দেখিয়েছে শিক্ষিত, শহুরে, পোশাকে আধুনিক, আবেগে সংযত এক নতুন বাঙালি নারী-পুরুষকে—যারা প্রেম করতে চায়, অথচ পরিবার, শ্রেণি, ধর্ম ও সামাজিক সম্মানের সঙ্গে ক্রমাগত দরকষাকষি করে।

চলচ্চিত্র গবেষক মৈনাক বিশ্বাস ‘হারানো সুর’-কে ঘিরে যে ‘দম্পতি ও তাদের পরিসর’-এর কথা বলেছেন এবং পরবর্তী গবেষকেরা যে ভদ্রলোক–ভদ্রমহিলা ইমেজ বিশ্লেষণ করেছেন, তার কেন্দ্রে আছে এই দ্বৈত নির্মাণ।

উত্তম একা নন; সুচিত্রার স্বাধীন উপস্থিতি, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠ, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের কথা, অজয় কর–অগ্রদূত–অগ্রগামীর পরিচালনা এবং দক্ষ প্রযুক্তিকুশলীদের কাজ মিলেই পর্দার সেই স্বপ্ন তৈরি করেছে।

চলচ্চিত্র ইতিহাসবিদ সোমেশ্বর ভৌমিক সতর্ক করেছেন—উত্তমকে ‘এক-মানুষের শিল্প’ বললে তাঁর সমকালীন সহশিল্পী ও নির্মাতাদের অবদান মুছে যায়।

তাঁদের যৌথ ছবির সংখ্যা নিয়েও ৩০ ও ৩১—দুই হিসাব দেখা যায়। ‘ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস’-এর চলচ্চিত্র-লেখক শোমা এ. চ্যাটার্জি ৩০টি ছবির কথা বলেছেন; অন্য জনপ্রিয় তালিকায় ৩১ লেখা হয়।

গণনার পদ্ধতি—অসম্পূর্ণ কাজ, অতিথি উপস্থিতি বা মুক্তিপ্রাপ্ত ছবির সংজ্ঞা—ভিন্ন হওয়াই সম্ভবত কারণ। তাই সবচেয়ে সতর্ক ভাষা: তাঁরা প্রায় ৩০টি ছবিতে একসঙ্গে কাজ করেছেন।

এই জনপ্রিয়তাকে সমালোচনার বাইরে রাখাও ভুল। একই লেখায় চ্যাটার্জি দেখিয়েছেন, ‘অগ্নিপরীক্ষা’র আবেগময় প্রেমকাহিনি শিশুবিবাহ ও পিতৃতান্ত্রিক বৈবাহিক অনুশাসনকে প্রশ্ন না করে বরং স্বাভাবিক করে তোলে। অর্থাৎ যে চলচ্চিত্র আধুনিক প্রেমের আইকন, তার নৈতিক কাঠামো আজকের চোখে গভীরভাবে সমস্যাজনক।

শতবর্ষের মূল্য এখানেই—ভালোবাসা বজায় রেখেও ছবিকে তার সময়, শ্রেণি ও লিঙ্গ-রাজনীতির ভেতরে বিচার করা।

কোমল পৌরুষ থেকে ‘দাদা’: সমাজ বদলালে নায়কও বদলায়

পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের উত্তম ছিলেন এক বিশেষ ধরনের পুরুষত্বের প্রতীক: মার্জিত, পরিপাটি, কণ্ঠে কোমলতা, প্রেমে আবেগী কিন্তু বহিরঙ্গে সংযত। তিনি পাশ্চাত্য পোশাক পরতে পারতেন, পিয়ানো বা গাড়ির পাশে স্বচ্ছন্দ দেখাতেন, আবার পরিবার ও বাংলা ভাষার সাংস্কৃতিক পরিচয়ও ধরে রাখতেন।

স্বাধীনতা, দেশভাগ, উদ্বাস্তুপ্রবাহ ও শহুরে মধ্যবিত্তের দ্রুত পরিবর্তনের পর এমন এক মুখের প্রয়োজন ছিল, যার মধ্যে আধুনিকতা ভয়ের বদলে আকাঙ্ক্ষা হয়ে ওঠে।

সত্তরের দশকে সেই সমাজই রাজনৈতিক সহিংসতা, নকশাল আন্দোলন, প্রতিষ্ঠানগত হতাশা ও মধ্যবিত্ত সংকটে প্রবেশ করে। গবেষক স্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায় দেখিয়েছেন, উত্তমের তারকা-ইমেজ তখন রোম্যান্টিক প্রেমিক থেকে পরিবার ও সমাজের দায় নেওয়া ‘দাদা’য় রূপান্তরিত হয়; পুরুষের কান্না, ব্যর্থতা ও নৈতিক বোঝাও জনপ্রিয় মেলোড্রামার অংশ হয়।

‘অগ্নীশ্বর’, ‘অমানুষ’, ‘সন্ন্যাসী রাজা’, ‘বাঘবন্দী খেলা’ কিংবা ‘মৌচাক’—ভিন্ন ঘরানায় তাঁর পরিণত বয়সের উপস্থিতি প্রমাণ করে, তিনি শুধু যৌবনের রোম্যান্টিক ভঙ্গিমার ওপর বেঁচে ছিলেন না।

তবু সীমা ছিল। বহু চলচ্চিত্র তাঁর তারকাখ্যাতিকে কেন্দ্র করে লেখা; দর্শকও পরিচিত উত্তমকে ফেরত চাইত। এই বাজার-নিরাপত্তা কখনো তাঁকে পুনরাবৃত্তির ‘সোনার খাঁচা’য় বন্দী করেছে। আবার সেই খাঁচার মধ্যেই মুখের ক্ষুদ্র পরিবর্তন, বিরতি, কণ্ঠ নামিয়ে আনা এবং দৃশ্যের সহঅভিনেতাকে জায়গা দিয়ে তিনি অভিনয়ের সূক্ষ্মতা তৈরি করেছেন।

‘নায়ক’: তারকা যখন নিজের মুখোশের সাক্ষী

১৯৬৬ সালের ‘নায়ক’ উত্তম কুমারের কর্মজীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আত্মসমীক্ষা। ব্রিটিশ ফিল্ম ইনস্টিটিউটের নথি অনুযায়ী, সত্যজিৎ রায়ের লেখা ও পরিচালিত ছবিতে উত্তমের সঙ্গে অভিনয় করেন শর্মিলা ঠাকুর। ট্রেনযাত্রায় পুরস্কার নিতে যাওয়া জনপ্রিয় অভিনেতা অরিন্দম মুখোপাধ্যায় এক তরুণ সম্পাদককে নিজের ভয়, আপস ও অপরাধবোধের কথা বলেন।

রায়ের কৌশল ছিল অসামান্য: তিনি উত্তমকে তারকার বিপরীতে দাঁড় করাননি, তারকাখ্যাতিকেই অভিনয়ের উপাদান করেছেন। দর্শক অরিন্দমকে দেখছিল, কিন্তু সঙ্গে বহন করছিল বাস্তব উত্তমের জন-ইমেজ।

লেখক পিকো আইয়ারের বিশ্লেষণে, একই শটে তিনি ‘তারকা’ ও ‘মানুষ’—দুই সত্তাকে ধারণ করতে পারেন; চকচকে পৃষ্ঠের নিচে অনিরাপত্তা দেখা যায়, অথচ মানবিক সৌন্দর্য পুরোপুরি ভেঙে পড়ে না।

এই কাজ তথাকথিত শিল্পছবি বনাম জনপ্রিয় ছবির সহজ বিভাজনও দুর্বল করে। ‘নায়ক’ দেখায়, তারকার শরীর নিজেই সামাজিক দলিল; জনপ্রিয়তা কেবল শিল্পের শত্রু নয়, শিল্পের বিষয়ও হতে পারে।

রায়ের মৃত্যুশ্রদ্ধায় উত্তমের অভিনয়ে সৌন্দর্য, স্বতঃস্ফূর্ততা ও আত্মবিশ্বাসের বিরল সমাবেশের কথা এসেছে। এ মূল্যায়ন গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তা আবেগী ভক্তির নয়—এক কঠোর নির্মাতার পর্যবেক্ষণ।

পুরস্কার, প্রযোজনা ও ঝুঁকি নেওয়ার মূল্য

১৯৬৭ সালের ছবির জন্য অনুষ্ঠিত ১৫তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে ‘অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি’ ও ‘চিড়িয়াখানা’—দুই চলচ্চিত্রের অভিনয়ের জন্য উত্তম কুমার নবপ্রবর্তিত শ্রেষ্ঠ অভিনেতা সম্মানের প্রথম প্রাপক হন।

পুরস্কার ঘোষণার বছর ও প্রদান-বছর নিয়ে অনলাইনে বিভ্রান্তি থাকে: চলচ্চিত্রের বছর ১৯৬৭, অনুষ্ঠান ১৯৬৮। সরকারি পুরস্কার-আর্কাইভ উদ্ধৃত তালিকা এবং পরবর্তী পুনর্নিরীক্ষণ এই দ্বৈত চলচ্চিত্রের স্বীকৃতি নিশ্চিত করে।

তাঁর শিল্পীসত্তা অভিনয়ে সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি প্রযোজনা করেছেন, পরিচালনা করেছেন, সুর করেছেন, গানও গেয়েছেন। ‘হারানো সুর’ ও ‘সপ্তপদী’র মতো কাজে তাঁর প্রযোজক-পরিচয় দেখায়, নিজস্ব পর্দাভাষা ও প্রকল্পে অর্থনৈতিক ঝুঁকি নেওয়ার সাহস ছিল। তবে ঝুঁকি সবসময় পুরস্কৃত হয়নি। ১৯৬৭ সালের হিন্দি ‘ছোটি সি মুলাকাত’—‘অগ্নিপরীক্ষা’র পুনর্নির্মাণ—বাণিজ্যিক ব্যর্থতায় তাঁকে আর্থিক চাপে ফেলে বলে জীবনী ও একাধিক চলচ্চিত্র-ইতিহাসে উল্লেখ রয়েছে।

পরবর্তী ‘অমানুষ’ ও ‘আনন্দ আশ্রম’ তাঁকে বৃহত্তর ভারতীয় দর্শকের কাছে নিয়ে গেলেও তাঁর মূল তারকাসত্তা বাংলা ভাষা, উচ্চারণ, গান ও সামাজিক ভঙ্গির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ছিল।

জনমানুষের ‘মহানায়ক’, কিন্তু মানুষটিকে হারিয়ে নয়

তারকা-উপাসনা প্রায়ই মানুষকে নিখুঁত প্রতিমায় বদলে দেয়। উত্তম কুমারের ক্ষেত্রেও ব্যক্তিজীবনের জটিলতা—গৌরী দেবীর সঙ্গে বিবাহ, পরে সুপ্রিয়া দেবীর সঙ্গে দীর্ঘ সঙ্গ—কখনো নৈতিক বিচার, কখনো বাজারি কৌতূহলের বিষয় হয়েছে।

সায়নদেব চৌধুরীর বইয়ের প্রকাশিত অংশে দেখা যায়, উত্তম নিজের মধ্যবিত্ত উৎস, সীমাবদ্ধতা এবং বৈধ স্ত্রীর কাছ থেকে প্রকাশ্যে সরে যাওয়ার বিষয়েও সচেতন ছিলেন। এই তথ্য তাঁর শিল্পকে বাতিল করে না; আবার জনপ্রিয়তাও তাঁর সিদ্ধান্তকে সমালোচনার ঊর্ধ্বে তোলে না। দায়িত্বশীল জীবনীচর্চা গুজবের বদলে নথি ও স্বীকারোক্তির সীমার মধ্যে থাকে।

আরেকটি প্রশ্ন ‘মহানায়ক’ শব্দটির রাজনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবহার। সরকার, দল, শহর ও বাজার—সবাই জনপ্রিয় সাংস্কৃতিক মুখকে নিজেদের স্মৃতির অংশ করতে চায়। মেট্রো স্টেশন, মূর্তি, পুরস্কার, ডাকটিকিট কিংবা নতুন কেন্দ্র সম্মান তৈরি করে; একই সঙ্গে স্মৃতিকে আনুষ্ঠানিক বয়ানেও বেঁধে ফেলে।

তাই রাষ্ট্রীয় শ্রদ্ধা গুরুত্বপূর্ণ হলেও উত্তমের উত্তরাধিকার কোনো এক সরকার বা দলের সম্পত্তি নয়। তাঁর দর্শক পশ্চিমবঙ্গের সীমানা ছাড়িয়ে বাংলাদেশ ও বিশ্বব্যাপী বাংলা ভাষাভাষী সমাজে বিস্তৃত—এই আন্তঃসীমান্ত সাংস্কৃতিক স্মৃতিও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

শেষ শটের কিংবদন্তি এবং নিশ্চিত তথ্যের সীমা

১৯৮০ সালের ২৩ জুলাই ‘ওগো বধূ সুন্দরী’র শুটিংয়ে অসুস্থ হওয়ার পরদিন, ২৪ জুলাই, কলকাতায় ৫৩ বছর বয়সে উত্তম কুমারের মৃত্যু হয়। এই মৌলিক তথ্য বহু স্বাধীন সূত্রে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

কিন্তু শেষ দিনের খুঁটিনাটি—কতটি টেক, কখন ব্যথা শুরু, কে তাঁকে কোথায় নিয়ে গেলেন—পরবর্তী স্মৃতিচারণে ভিন্নভাবে এসেছে। সাম্প্রতিক একটি পুনর্গঠনে সহকর্মীদের বয়ান ও জীবনী থেকে সাতটি টেক, বুকে ব্যথা এবং হাসপাতালে যাওয়ার বিবরণ দেওয়া হয়েছে; এগুলোকে প্রত্যক্ষ মেডিকেল রেকর্ডের সমতুল্য ধরে নেওয়া ঠিক হবে না।

শতবর্ষের পরীক্ষা: স্মারক নয়, সংরক্ষণ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৩–৬ সেপ্টেম্বর চার দিনের অনুষ্ঠান, ‘নায়ক’ দিয়ে রেট্রোস্পেকটিভ, প্রদর্শনী ও শিল্পী-সম্মাননার পরিকল্পনা করেছে। নিউ টাউনে প্রস্তাবিত উত্তম কুমার ফিল্ম সেন্টারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের কথাও জানিয়েছে; ঘোষিত পরিকল্পনায় এক হাজার আসনের অডিটোরিয়াম ও মুক্তমঞ্চ রয়েছে।

৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এটি একটি পরিকল্পিত প্রকল্প—সম্পন্ন প্রতিষ্ঠান নয়।

কিন্তু জন্মশতবর্ষের সবচেয়ে জরুরি প্রশ্ন অনুষ্ঠান কত বড়, তা নয়; চলচ্চিত্রগুলো কতটা নিরাপদ।

ভারতের জাতীয় চলচ্চিত্র ঐতিহ্য মিশন ২০১৫ সাল থেকে ২কে/৪কে ডিজিটাইজেশন, রেস্টোরেশন, রিলের অবস্থা যাচাই ও আর্কাইভাল ভল্ট তৈরির কাজ করছে। ২০২৬ সালের সরকারি তথ্য অনুযায়ী, NFDC–NFAI-এর গবেষণা সংগ্রহে দুই লাখের বেশি আলোকচিত্র, ৪০ হাজার পোস্টার, ২৪ হাজার গানের বুকলেট এবং ২ লাখ ২৮ হাজার সংবাদ-ক্লিপিং রয়েছে।





মহানায়ক

উত্তম কুমার

মহানায়ক

উত্তম কুমার



বিশ্বময় সত্যের মুখোমুখি
WEEKLY DIGITAL
সাপ্তাহিক ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
সংবাদপত্র আমেরিকার হৃদয় থেকে



প্রতিবেদন আসছে পরবর্তী সংখ্যায়

বিখ্যাত
টালিউড
অভিনেতা

দীপক অধিকারী



উদ্যোক্তা, চাকরিপ্রার্থী ও তরুণদের জন্য আর্টেসিয়ায় বিনা মূল্যের নেটওয়ার্কিং আয়োজন

আর্টেসিয়া। দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়া ডেস্ক রিপোর্ট। Weekly Digital

১৪ নভেম্বরের অনুষ্ঠানে উদ্যোক্তাদের জন্য ব্যবসায়িক দিকনির্দেশনা, চাকরিপ্রার্থীদের জন্য নিয়োগদাতা-সংযোগ এবং তরুণদের জন্য ইন্টার্নশিপের সুযোগ খোঁজার কথা জানিয়েছে আয়োজক সা'হাস ফর কজ।

একটি নতুন ব্যবসার পরিকল্পনা, অভিজ্ঞতার সঙ্গে মানানসই চাকরি, কিংবা কর্মজীবনের প্রথম ইন্টার্নশিপ—তিন ধরনের প্রত্যাশাকে একই ছাদের নিচে আনার লক্ষ্য নিয়ে আর্টেসিয়ায় বসছে 'স্টার্ট. গ্রো. স্কেল. ৫.০'। দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়াভিত্তিক অলাভজনক সংস্থা সা'হাস ফর কজের আয়োজনে বিনা মূল্যের এ অনুষ্ঠান হবে শনিবার, ১৪ নভেম্বর ২০২৬, সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত; স্থান আলবার্ট ও. লিটল কমিউনিটি সেন্টার, ১৮৭৫০ ক্লার্কডেল অ্যাভিনিউ, আর্টেসিয়া। সংস্থার ওয়েবসাইটেও তারিখ, সময়, ঠিকানা ও বিনা মূল্যে অংশগ্রহণের তথ্য দেওয়া হয়েছে।

আয়োজকের ঘোষণায় এবার তিনটি অংশের কথা বলা হয়েছে। ব্যবসা শুরু করতে চান বা বিদ্যমান উদ্যোগ বাড়াতে চান—এমন অংশগ্রহণকারীরা শিল্প-সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ ব্যক্তি ও উদ্যোক্তা-সহায়তা সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ, ব্যবসায়িক কৌশল নিয়ে পরামর্শ এবং নেটওয়ার্ক তৈরির সুযোগ পাবেন। চাকরিপ্রার্থীদের জন্য নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পরিচিত হওয়া ও বিভিন্ন খাতে কর্মজীবনের দিকনির্দেশনার ব্যবস্থা থাকবে। আর তরুণেরা স্বাস্থ্যসেবা, বিপণন, বিক্রয় ও প্রযুক্তিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইন্টার্নশিপের সুযোগ খুঁজতে পারবেন বলে প্রচারপত্রে উল্লেখ রয়েছে। আয়োজকের ভাষ্য অনুযায়ী, চাকরিপ্রার্থীদের অংশটি এ বছর নতুন করে যুক্ত হয়েছে।

সুযোগের দরজা খোলা—কিন্তু পথটা সহজ নয়

মেন্টর, নিয়োগদাতা ও সহায়তা-সংস্থার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ অনেকের জন্য কার্যকর প্রথম ধাপ হতে পারে। তবে অভিবাসী উদ্যোক্তাদের চ্যালেঞ্জ কেবল পরিচিতির অভাব নয়। ব্যবসা শুরু বা বাড়ানোর জন্য ঋণ পাওয়া, স্থানীয় নিয়মকানুন বোঝা, ভাষাগত সীমাবদ্ধতা এবং পেশাগত যোগ্যতার সঙ্গে মেলে এমন কাজ খুঁজে পাওয়াও বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। ২০২২ সালের একটি বিশ্লেষণে Bipartisan Policy Center এসব সমস্যার পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগ ও পরামর্শের গুরুত্বও তুলে ধরে।

উদ্যোক্তা সহায়তার তাৎপর্য বোঝাতে বৃহত্তর অর্থনীতির পরিসংখ্যানও প্রাসঙ্গিক। American Immigration Council-এর ২০২৫ সালের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, ২০২৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের মোট উদ্যোক্তার ২৩.৬ শতাংশ ছিলেন অভিবাসী; আবাসন ও খাদ্যসেবা খাতে এই অংশ ছিল প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্রের Census Bureau-র ২০২৩-ভিত্তিক ব্যবসায়ী-তথ্যে দেখা যায়, কর্মী-নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের ১১.৫ শতাংশ ছিল এশীয়-মালিকানাধীন এবং ৮.৪ শতাংশ হিস্পানিক-মালিকানাধীন। এই শ্রেণিগুলো অভিবাসী-মালিকানার সমার্থক নয়, তবে ব্যবসায়িক অংশগ্রহণের বহুত্ব সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক চিত্র দেয়।

স্থানীয় প্রেক্ষাপটে কমিউনিটি সংযোগ

লস অ্যাঞ্জেলেস কাউন্টিতে অভিবাসী শ্রম ও ব্যবসার ভূমিকা নিয়ে সাম্প্রতিক আলোচনাও এই ধরনের উদ্যোগের পটভূমি তৈরি করে। কাউন্টির Department of Economic Opportunity-এর জন্য প্রস্তুত LAEDC-র ২০২৬ সালের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নথিবিহীন শ্রমিকদের অর্থনৈতিক অবদান কাউন্টির বার্ষিক উৎপাদনের আনুমানিক ১৭ শতাংশ—প্রায় ২৫৩.৯ বিলিয়ন ডলারের সমতুল্য। একই প্রতিবেদনে জরিপে অংশ নেওয়া ব্যবসাগুলোর ৮২ শতাংশ সাম্প্রতিক ফেডারেল অভিবাসন-প্রয়োগ কার্যক্রমের নেতিবাচক অর্থনৈতিক প্রভাবের কথা জানায়। এই পরিসংখ্যানটি নির্দিষ্ট প্রতিবেদন ও তার জরিপ-পরিসরের ফল; এটি সব ব্যবসা বা সব অভিবাসীর অভিজ্ঞতার পূর্ণাঙ্গ পরিমাপ হিসেবে পড়া উচিত নয়।

কমিউনিটি-ভিত্তিক মেন্টরশিপ ও তথ্য-সংযোগ তাই সহায়ক হতে পারে—বিশেষত যেখানে মানুষ এক জায়গায় বিভিন্ন খাতের প্রতিনিধির সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পান। সা'হাস ফর কজ নিজেকে দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার দক্ষিণ এশীয় অভিবাসী, পরিবার ও ব্যক্তিদের সহায়তাকারী অলাভজনক সংস্থা হিসেবে পরিচয় দেয়; সংস্থাটি বলছে, তাদের কার্যক্রম সবার জন্য উন্মুক্ত।

তবে এক দিনের অনুষ্ঠান নিজে থেকেই চাকরি, ইন্টার্নশিপ, অর্থায়ন বা ব্যবসার সাফল্য নিশ্চিত করে না। এখন পর্যন্ত প্রকাশিত ঘোষণায় কোন নিয়োগদাতা বা মেন্টর অংশ নেবেন, কতটি ইন্টার্নশিপ বা চাকরির সুযোগ থাকবে, কিংবা পরামর্শ-সেবা অনুষ্ঠানের পরেও চলবে কি না—এসব বিস্তারিত জানানো হয়নি। তাই অংশগ্রহণকারীদের জন্য বাস্তব প্রত্যাশা হবে: প্রশ্ন ও জীবনবৃত্তান্ত প্রস্তুত করে যাওয়া, যোগাযোগের তথ্য সংগ্রহ করা, এবং আলোচনার পর সুযোগগুলো সরাসরি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যাচাই করা।

আয়োজকের প্রচারপত্রে মধ্যাহ্নভোজ দেওয়ার কথাও রয়েছে। অংশগ্রহণের আগে নিবন্ধন-সংক্রান্ত নির্দেশনা দেখে নেওয়া যেতে পারে; নিবন্ধন লিংক: সুযোগের দরজা খোলা—কিন্তু পথটা সহজ নয় প্রশ্নের জন্য সা'হাস ফর কজের দেওয়া নম্বর (562) 419-7977-এ টেক্সট করা বা grow@saahasforcause.org ঠিকানায় ইমেইল করা যাবে।



চাকরি খবর



যুক্তরাষ্ট্রের চাকরির বাজারে অদৃশ্য ঝড়: কেন কমছে নিয়োগ, বাড়ছে অনিশ্চয়তা?



মাহবুব আহমেদ। সমকালীন বিশ্লেষণ

এক সময় আমেরিকান স্বপ্নের কেন্দ্রে ছিল একটি স্থায়ী চাকরি। বিশ্ববিদ্যালয় শেষ করলেই কর্মসংস্থান, কর্মসংস্থান থেকে বাড়ি, গাড়ি, পরিবার—এ যেন ছিল এক অলিখিত সামাজিক চুক্তি। কিন্তু ২০২৬ সালের মাঝামাঝি এসে সেই চুক্তির ভিত্তি নড়বড়ে হয়ে উঠছে।

সাম্প্রতিক সরকারি তথ্য বলছে, জুন মাসে যুক্তরাষ্ট্রে মাত্র ৫৭ হাজার নতুন চাকরি সৃষ্টি হয়েছে, যা অর্থনীতিবিদদের প্রত্যাশার তুলনায় অনেক কম। বেকারত্বের হার ৪.২ শতাংশে স্থির থাকলেও এর পেছনের বাস্তবতা আরও জটিল। শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণকারী মানুষের সংখ্যা কমেছে; অর্থাৎ অনেকে চাকরি খোঁজাই বন্ধ করে দিয়েছেন।

অনেক বিশ্লেষক এই পরিস্থিতিকে “Low-Hire, Low-Fire Economy” নামে অভিহিত করছেন—যেখানে প্রতিষ্ঠানগুলো বড় আকারে কর্মী ছাঁটাইও করছে না, আবার নতুন নিয়োগেও আগ্রহ দেখাচ্ছে না।

সংখ্যার আড়ালে লুকিয়ে থাকা সংকেত

মার্কিন শ্রম দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, মে মাসে দেশজুড়ে চাকরির শূন্যপদ ছিল প্রায় ৭.৬ মিলিয়ন। কিন্তু নিয়োগের হার স্থবির। অর্থাৎ চাকরির বিজ্ঞাপন আছে, কিন্তু নিয়োগ প্রক্রিয়া ধীর।

Indeed Hiring Lab-এর গবেষকরা বলছেন, শ্রমবাজার বর্তমানে এমন এক অবস্থায় রয়েছে, যেখানে নিয়োগদাতারা ভবিষ্যৎ নিয়ে নিশ্চিত নন। ফলে তারা কর্মী কমাচ্ছেন না, আবার নতুন কর্মীও নিচ্ছেন না।

ফলাফল?

- নতুন গ্র্যাজুয়েটদের চাকরি পেতে বেশি সময় লাগছে।
- মধ্যবয়সী চাকরিপ্রার্থীরা দীর্ঘ সময় বেকার থাকছেন।
- চাকরি বদলানোর সাহস কমে যাচ্ছে।
- বেতন বৃদ্ধির গতি মন্থর হচ্ছে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা: সুযোগ না হুমকি?

চাকরির বাজার নিয়ে আলোচনায় এখন সবচেয়ে বড় শব্দটি হলো AI।

ওপেনএআই, গুগল, মেটা, অ্যানথ্রপিকসহ প্রযুক্তি জায়ান্টরা বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করছে এআই অবকাঠামোতে। অন্যদিকে কর্পোরেট আমেরিকার অনেক প্রতিষ্ঠান প্রশাসনিক, কাস্টমার সার্ভিস, ডেটা প্রসেসিং ও প্রাথমিক বিশ্লেষণমূলক কাজের জন্য আগের তুলনায় কম লোক নিয়োগ দিচ্ছে।

গবেষণা ইঙ্গিত দিচ্ছে, এআই-এক্সপোজড পেশাগুলোতে কর্মসংস্থান ও পূর্ণকালীন কাজের সুযোগে চাপ তৈরি হতে পারে। বিশেষত নতুন ও কম অভিজ্ঞ কর্মীদের ক্ষেত্রে ঝুঁকি বেশি।

তবে প্রযুক্তি খাতের যুক্তি ভিন্ন।

তাদের মতে, ইতিহাস দেখায়—প্রতিটি প্রযুক্তিগত বিপ্লব কিছু চাকরি বিলুপ্ত করলেও নতুন ধরনের আরও বড় কর্মসংস্থান তৈরি করেছে। শিল্পবিপ্লব, কম্পিউটার বিপ্লব কিংবা ইন্টারনেট যুগ—সব ক্ষেত্রেই সেটি ঘটেছে।

ট্রাম্প প্রশাসনের নীতি কি প্রভাব ফেলছে?

কিছু অর্থনীতিবিদ মনে করছেন, শুল্কনীতি, বাণিজ্য অনিশ্চয়তা এবং অভিবাসন নীতির পরিবর্তন শ্রমবাজারে চাপ তৈরি করছে। ব্যবসায়ীরা দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের আগে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে।

অন্যদিকে ট্রাম্প প্রশাসনের সমর্থকরা বলছেন, দেশীয় উৎপাদন পুনরুজ্জীবনের জন্য এই সাময়িক চাপ প্রয়োজন। তাদের যুক্তি, উৎপাদন খাত পুনর্গঠিত হলে ভবিষ্যতে উচ্চ বেতনের চাকরি তৈরি হবে।

অর্থাৎ বিতর্কের দুই পক্ষই নিজেদের অবস্থানকে যৌক্তিক বলে দাবি করছে।

ফেডারেল রিজার্ভের দ্বিধা

মুদ্রাস্ফীতি এখনও পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসেনি। ফেডের কিছু কর্মকর্তা সুদের হার বাড়ানোর পক্ষে, আবার কেউ কেউ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি রক্ষায় সতর্ক অবস্থান নিতে বলছেন।

যদি সুদের হার আবার বাড়ে—

- ব্যবসার ঋণ ব্যয় বাড়বে,
- বিনিয়োগ কমতে পারে,
- নিয়োগ আরও ধীর হতে পারে।

অন্যদিকে সুদের হার কমালে মুদ্রাস্ফীতি পুনরায় মাথাচাড়া দিতে পারে।

সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত কারা?

বিশ্লেষণ বলছে—

১. নতুন গ্র্যাজুয়েট

বিশ্ববিদ্যালয় শেষ করেও অনেকে মাসের পর মাস চাকরি পাচ্ছেন না।

২. প্রযুক্তি খাতের কর্মী

বিশেষত সফটওয়্যার, ডিজিটাল কনটেন্ট, প্রশাসনিক প্রযুক্তি এবং এন্ট্রি-লেভেল অফিস জবগুলোতে প্রতিযোগিতা বেড়েছে।

৩. অভিবাসী কর্মী

শ্রমবাজারের পরিবর্তন ও নীতিগত কড়াকড়ির কারণে তাদের জন্য সুযোগ আরও প্রতিযোগিতামূলক হয়ে উঠছে।



Virginia: IT ও সাইবার নিরাপত্তায় সুযোগ, উচ্চ বেতন ও ব্যয়বহুল জীবনের বাস্তবতা



মাহবুব আহমেদ | বাংলাদেশি-আমেরিকান উদ্যোক্তা | লেখক | সম্পাদক ও নাগরিক অধিকারকর্মী।

Virginia: বাংলাদেশি পেশাজীবীদের IT ও সাইবার নিরাপত্তা ক্যারিয়ারের সম্ভাবনাময় ঠিকানা

Washington D.C. থেকে Potomac নদী পেরোলেই Virginia। নদীর এক পাশে যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক রাজধানী, অন্য পাশে Pentagon, Amazon-এর দ্বিতীয় সদর দপ্তর, প্রতিরক্ষা ও গোয়েন্দা সংস্থার ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান এবং ইন্টারনেটের বিশাল অবকাঠামো।

এই ভূগোলই Northern Virginia-কে যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ কোনো শহরতলি হতে দেয়নি। Fairfax, Arlington, Alexandria, Loudoun এবং Prince William County নিয়ে গড়ে ওঠা অঞ্চলটি এখন প্রযুক্তি, ক্লাউড কম্পিউটিং, সাইবার নিরাপত্তা, প্রতিরক্ষা এবং federal contracting-এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। বাংলাদেশি অভিবাসীদের একটি অংশের কাছে এ অঞ্চল তাই নতুন সম্ভাবনার ঠিকানা। কিন্তু “Virginia গেলেই H-1B বা গ্রিন কার্ড সহজ”—এমন ধারণার আইনি ভিত্তি নেই। বাস্তবতা আরও জটিল: এখানে দক্ষ কর্মীর জন্য উচ্চ বেতনের সুযোগ আছে, আবার অনেক আকর্ষণীয় চাকরির দরজায় রয়েছে নাগরিকত্ব ও security clearance-এর শর্ত। আয় বেশি হলেও বাসস্থান, শিশু পরিচর্যা, যাতায়াত ও দৈনন্দিন জীবনের ব্যয়ও জাতীয় গড়ের তুলনায় অনেক বেশি।

রাজধানীর ছায়ায় গড়ে ওঠা চাকরির অঞ্চল

Northern Virginia-র প্রধান শক্তি তার অবস্থান। Pentagon Arlington-এ; Central Intelligence Agency বা CIA-র সদর দপ্তর Fairfax County-র Langley এলাকায়। Washington D.C.-র অসংখ্য ফেডারেল সংস্থা এবং তাদের হয়ে কাজ করা প্রযুক্তি, প্রতিরক্ষা, পরামর্শ ও প্রকৌশল প্রতিষ্ঠানও কাছাকাছি।

Fairfax County Economic Development Authority-এর তথ্য অনুযায়ী, General Dynamics ও Northrop Grumman-এর মতো বড় সরকারি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সদর দপ্তর এই অঞ্চলে। Booz Allen Hamilton, BAE Systems, Leidos, CACI, SAIC, Accenture Federal Services এবং বিভিন্ন ছোট ও মাঝারি contracting company-ও এখানে উল্লেখযোগ্য নিয়োগদাতা।

Northern Virginia Regional Commission-এর ২০২৫ সালের বিশ্লেষণে বলা হয়, অঞ্চলটির বাসিন্দারা প্রায় ১ লাখ ৭৫ হাজার federal civilian job ধরে রেখেছেন—যা Virginia-র মোট ফেডারেল বেসামরিক চাকরির প্রায় ৪২ শতাংশ।

এই ঘনত্বের কারণে software development, cloud architecture, network engineering, data analytics, project management, procurement, compliance এবং cybersecurity পেশায় দক্ষ মানুষের জন্য এখানে একটি স্বতন্ত্র শ্রমবাজার গড়ে উঠেছে।

তবে সরকারি ব্যয়ের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা ঝুঁকিও তৈরি করে। প্রশাসন বদল, বাজেট সংকোচন, agency restructuring বা federal contract বাতিল হলে Northern Virginia-র কর্মসংস্থান ও স্থানীয় অর্থনীতিতে দ্রুত প্রভাব পড়তে পারে। অর্থাৎ সরকারি চাকরির সান্নিধ্য যেমন স্থিতিশীলতার উৎস, তেমনই federal policy-র সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত থাকার কারণে এটি অনিশ্চয়তারও উৎস।

Amazon HQ2 এবং নতুন প্রযুক্তি অর্থনীতি

Arlington-এর National Landing এলাকায় Amazon-এর দ্বিতীয় সদর দপ্তর বা HQ2 Northern Virginia-র প্রযুক্তি পরিচিতিকে আরও শক্তিশালী করেছে। Amazon জানিয়েছিল, দীর্ঘ মেয়াদে এখানে ২৫ হাজার কর্মসংস্থান তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে। ২০২৪ সালে প্রতিষ্ঠানটি বলেছিল, HQ2-এর প্রথম পর্যায় Metropolitan Park-এ তখন প্রায় আট হাজার Amazon কর্মী কাজ করছিলেন।

Amazon Web Services Arlington-এ একটি Skills Center-ও পরিচালনা করে, যেখানে cloud computing ও সংশ্লিষ্ট পেশা সম্পর্কে বিনা মূল্যে প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনীমূলক শিক্ষা পাওয়া যায়।

তবে HQ2 মানেই সবার জন্য সরাসরি Amazon-এ চাকরি নয়। বৃহত্তর প্রভাবটি দেখা যায় আশপাশে গড়ে ওঠা cloud service, consulting, cybersecurity, logistics, construction এবং vendor ecosystem-এ।

এর পাশাপাশি ২০২০–পরবর্তী hybrid ও remote work ব্যবস্থা স্থানীয় office market-এ পরিবর্তন এনেছে। ফলে প্রযুক্তি খাত শক্তিশালী হলেও প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান একই গতিতে কর্মী বাড়াচ্ছে—এমন ধারণা ঠিক নয়।

বিশ্বের ডেটা সেন্টার রাজধানী

Northern Virginia-র Ashburn ও Loudoun County-কে প্রায়ই বিশ্বের বৃহত্তম data center market বলা হয়। ক্লাউড সেবা, ইন্টারনেট ট্রাফিক, আর্থিক লেনদেন এবং সরকারি যোগাযোগের বিশাল অংশের অবকাঠামো এখানে কেন্দ্রীভূত।

Loudoun County Economic Development-এর হিসাবে, সেখানে চালু বা নির্মাণাধীন ডেটা সেন্টারের আয়তন ৫ কোটি ৩৩ লাখ বর্গফুটের বেশি। ডেটা সেন্টার ও সংশ্লিষ্ট ecosystem প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ১৫ হাজারের বেশি চাকরির সঙ্গে যুক্ত। ২০২৬ সালের জুনে Reuters জানায়, Digital Realty Northern Virginia-র তিনটি hyperscale data center-এ Blackstone-এর অংশ কিনতে ৩.৫ বিলিয়ন ডলারের চুক্তি করেছে। ঋণ ও পরিকল্পিত বিনিয়োগসহ সম্পদগুলোর মূল্য ধরা হয় ৭.৮ বিলিয়ন ডলার। এটি AI ও cloud computing-এর কারণে অঞ্চলটির অবকাঠামোগত গুরুত্ব বৃদ্ধির আরেকটি উদাহরণ।

কিন্তু এই সাফল্যের পরিবেশগত মূল্য নিয়েও বিতর্ক বাড়ছে। বিশাল বিদ্যুৎ চাহিদা, transmission line, ডিজেল ব্যাকআপ জেনারেটর, শব্দ, পানির ব্যবহার, জমির মূল্য এবং আবাসিক এলাকার পাশে শিল্প স্থাপনা নির্মাণ নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের আপত্তি রয়েছে। ফলে data center boom-কে শুধু চাকরি ও কর আয়ের গল্প হিসেবে দেখলে পুরো চিত্র পাওয়া যায় না।

IT ও সাইবার নিরাপত্তায় বেতন কত

মূল খসড়ায় software engineer ও cybersecurity analyst-এর বার্ষিক বেতন ৯০ হাজার থেকে ১ লাখ ৪০ হাজার ডলার বলা হয়েছিল। অভিজ্ঞতা, প্রযুক্তিগত দক্ষতা, প্রতিষ্ঠানের ধরন এবং security clearance-এর ওপর নির্ভর করে এই পরিসর বাস্তবসম্মত হতে পারে; তবে এটি কোনো নিশ্চিত “গড় বেতন” নয়।

U.S. Bureau of Labor Statistics বা BLS-এর সর্বশেষ জাতীয় হিসাবে, ২০২৪ সালের মে মাসে:

- Software developer-এর মধ্যম বার্ষিক বেতন ছিল $133,080;
- Information security analyst-এর মধ্যম বেতন ছিল $124,910;
- Computer systems analyst-এর মধ্যম বেতন ছিল $103,790;
- Data scientist-এর মধ্যম বেতন ছিল $112,590;
- Network and computer systems administrator-এর মধ্যম বেতন ছিল $96,800।

Washington–Arlington–Alexandria metropolitan area-তে উচ্চ জীবনযাত্রার ব্যয় এবং federal contracting-এর কারণে কিছু প্রযুক্তি পদের বেতন জাতীয় মধ্যমের চেয়ে বেশি হতে পারে। বিশেষায়িত cloud security, zero-trust architecture, DevSecOps, AI engineering কিংবা সক্রিয় security clearance থাকলে বেতন আরও বাড়তে পারে।

অন্যদিকে entry-level চাকরি, subcontracting, short-term contract কিংবা benefits-বিহীন কাজের আর্থিক মূল্য একই নয়। শুধু বার্ষিক বেতন নয়—health insurance, paid leave, retirement contribution, contract duration ও layoff risk-ও বিবেচনা করা প্রয়োজন।

বিশ্বময় সত্যের মুখোমুখি

WEEKLY DIGITAL

সাপ্তাহিক ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি

সংবাদপত্র আমেরিকার হৃদয় থেকে



“ শব্দের ভেতরোই লুকিয়ে থাকে
মানুষের অদেখা যাত্রাপথ—
কখনও দুর দেশে, কখনও নিজের ভেতরে ”

— সম্পাদক


MVSC PRESENTS
ANNUAL CULTURAL & SPORTS DAY 2026
DATE
NOV 14TH,2026
VENUE : BOB GLASS GYM ADDRESS:
101 N D ST, PERRIS, CA 92570
2026
EXCELLENCE MORTGAGE
EXCELLENCE REAL ESTATE
AGS
TITLE SPONSOR
THANK YOU FOR YOUR SUPPORT
EXCELLENCE REAL ESTATE & MORTGAGE
আপনার স্বপ্ন পূরণে আমরা অঙ্গিকারবদ্ধ
আমরা বাংলায় কথা বলি
We have over 40 years of experience in this area of business and we strive to achieve a reliable service.
Call Now
213-864-1520
WWW.EXCELLENCEMTG.COM
40 Years Experience
600+ Real Estate Sales
FREE CONSULTATION
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER
DRE: 01385702 NMLS: 1702165
Sayeed Hossain
Director
Excellence Mortgage Inc.
EXCELLENCE REAL ESTATE & MORTGAGE
INFORMATION
AL MASUK - (951) 550 6235 | SHAMEEM AHMED (951) 807-7952| POLASH RAHMAN (951) 581-6780 |
DELWAR HOSSAIN (951) 850-6482| ANIS RAHMAN (213) 476-2038 | FAZLUL HAQUE MINTU (951) 850-0327


MVSC PRESENTS
MVSC ANNUAL SPORTS & CULTURAL DAY 2026
DATE
NOV
14TH
2026
YOU ARE THE best
INTRODUCING OUR HONORABLE SR. ADVISOR
ALAM KHANDAKAR
SR. ADVISOR
MVSC COMMITTEE 2025-26
Moreno Valley Sports Club is proud to present its much-anticipated Annual Cultural & Sports Day 2026—a vibrant celebration bringing together sports, culture, music, food, family, friendship, and community under one roof.
This special day is designed for people of all ages to come together, participate, cheer, enjoy great entertainment, discover local talents, and create unforgettable memories with family and friends.
EVENT HIGHLIGHTS
Sports & Tournaments
Exciting competitive sporting activities, tournaments, team participation, trophies, medals, and recognition of outstanding athletes.
Cultural Performances
A colorful showcase of Bengali and multicultural traditions featuring music, dance, live performances, and talented community artists.
Kids Activities
Fun-filled activities and entertainment specially arranged for children and families.
Deshi Treats & Food Stalls
Enjoy delicious Bengali and South Asian food, snacks, sweets, refreshments, and other mouthwatering treats.
Vendors & Shopping
Explore community vendors, specialty products, fashion, cultural items, gifts, and shopping opportunities.
Music & Entertainment
A festive atmosphere filled with music, performances, community entertainment, and plenty of opportunities to celebrate together.
VENUE : BOB GLASS GYM ADDRESS:
101 N D ST, PERRIS, CA 92570
INFORMATION
AL MASUK - (951) 550 6235 | SHAMEEM AHMED (951) 807-7952
POLASH RAHMAN (951) 581-6780 | DELWAR HOSSAIN (951) 850-6482
ANIS RAHMAN (213) 476-2038 | FAZLUL HAQUE MINTU (951) 850-0327
AGS

MEASURE OF HEARTS
FOUNDATION

EMPOWERING PEOPLE BUILDING BRIGHTER TOMORROWS



JOB & RESOURCE FAIR

OPPORTUNITY ♥ SUPPORT ♥ COMMUNITY

TUESDAY, OCTOBER 27, 2026
10:00 AM – 2:00 PM

H. CLAUDE HUDSON
2829 S. Grand Ave.
Los Angeles, CA 90007

MEET EMPLOYERS
Explore job openings and career opportunities

GET SUPPORT
Resume help, interview tips and career guidance

COMMUNITY RESOURCES
Connect with local organizations and support services

TRAINING & EDUCATION
Learn about job training, skills development and educational programs

ALL ARE WELCOME!



SOUTH VALLEY WORKSOURCE CENTER
WorkSource CALIFORNIA
Building Business and Careers

NO COST TO ATTEND

FREE JOB FAIR



THURSDAY
OCT 29

9 AM – 12 PM

West Valley Occupational Center

6200 Winnetka Ave, Woodland Hills 91367

EMPLOYERS HIRING IN

- Manufacturing
- Healthcare
- Assembly
- Admin Assistant

Bring your resume. Walk-ins welcome.

America's JobCenter
COMMUNITY INVESTMENT DEPARTMENT
City of Los Angeles
WDB Workforce Development Board City of Los Angeles
ACE Alliance for Community Empowerment
WVOC

মেসির বিদায়:

একটি যুগের অবসান

বিদায়, মেসি—কিন্তু কিংবদন্তির কোনো বিদায় নেই।

মেসির বিদায় অবশ্য নিছক একজন ফুটবলারের অবসর নয়; এটি একটি প্রজন্মের আবেগের সমাপ্তি। দুই দশকের বেশি সময় আর্জেন্টিনার জার্সিতে খেলেছেন তিনি। একসময় যে মেসিকে নিয়ে সমালোচনা ছিল, সেই মেসিই শেষ পর্যন্ত বিশ্বকাপ ও দুটি কোপা আমেরিকা জয়ের মাধ্যমে আর্জেন্টিনার ফুটবল ইতিহাসে নিজের জায়গা পাকাপোক্ত করেছেন।

আর্জেন্টিনার হয়ে মেসির আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে রয়েছে ২০৭ ম্যাচ ও ১২৫ গোল। ২০২২ সালে কাতার বিশ্বকাপ জয় ছিল তাঁর ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বড় সাফল্য। ২০২১ ও ২০২৪ সালে কোপা আমেরিকাও জিতেছেন তিনি।

বিদায়ের পরও মেসিকে শেষবারের মতো আর্জেন্টিনার জার্সিতে দেখার সুযোগ পেয়েছেন সমর্থকেরা। ৬ অক্টোবর বেনিনের বিপক্ষে বুয়েনস এইরেসের মনুমেন্টাল স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত বিদায়ী ম্যাচে তিনি একটি গোল করেন এবং দুটি গোলে সহায়তা করেন। আর্জেন্টিনা ম্যাচটি জেতে ৩–০ ব্যবধানে।

৮৫ হাজারের বেশি দর্শকের সামনে সেই রাতটি পরিণত হয় আবেগের মহোৎসবে। সতীর্থ, সমর্থক ও পুরো ফুটবলবিশ্ব মেসিকে জানায় শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা। মাঠে মেসির চোখের জল যেন বলে দিচ্ছিল—এটি শুধু একটি ম্যাচের শেষ নয়, একটি যুগের বিদায়।

তবে মেসির ফুটবলযাত্রা এখনই পুরোপুরি শেষ হচ্ছে না। তিনি ক্লাব ফুটবলে ইন্টার মায়ামির হয়ে খেলা চালিয়ে যাচ্ছেন। অর্থাৎ আর্জেন্টিনার নীল-সাদা জার্সিতে শেষবারের মতো দেখা গেলেও, ফুটবল মাঠে জাদুকরী বাঁ-পায়ের গল্পের শেষ অধ্যায় এখনো লেখা হয়নি।

মেসি হয়তো আর আর্জেন্টিনার হয়ে খেলবেন না, কিন্তু তাঁর উত্তরাধিকার থেকে যাবে। ট্রফি, রেকর্ড কিংবা অসংখ্য গোলের বাইরেও তাঁর সবচেয়ে বড় অর্জন—একটি পুরো প্রজন্মকে ফুটবল ভালোবাসার নতুন কারণ দেওয়া।

> ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম উজ্জ্বল অধ্যায়ের একটি পর্দা নেমেছে। ৩৯ বছর বয়সে লিওনেল মেসি আর্জেন্টিনা জাতীয় দল থেকে অবসর নিয়েছেন। ২০২৬ বিশ্বকাপের ফাইনালে স্পেনের কাছে হারের পর তিনি আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় জানান।




Coca-Cola

ক্যালিফোর্নিয়ার পেরিসে ১৪ নভেম্বর এমভিএসসির ক্রীড়া-সাংস্কৃতিক উৎসব

মাসুদ হাসান মারুফ | যুক্তরাষ্ট্র ডেস্ক। সাপ্তাহিক ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি

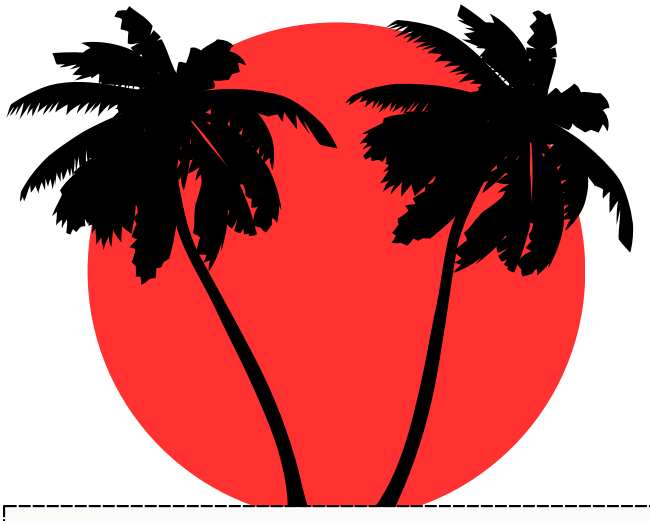

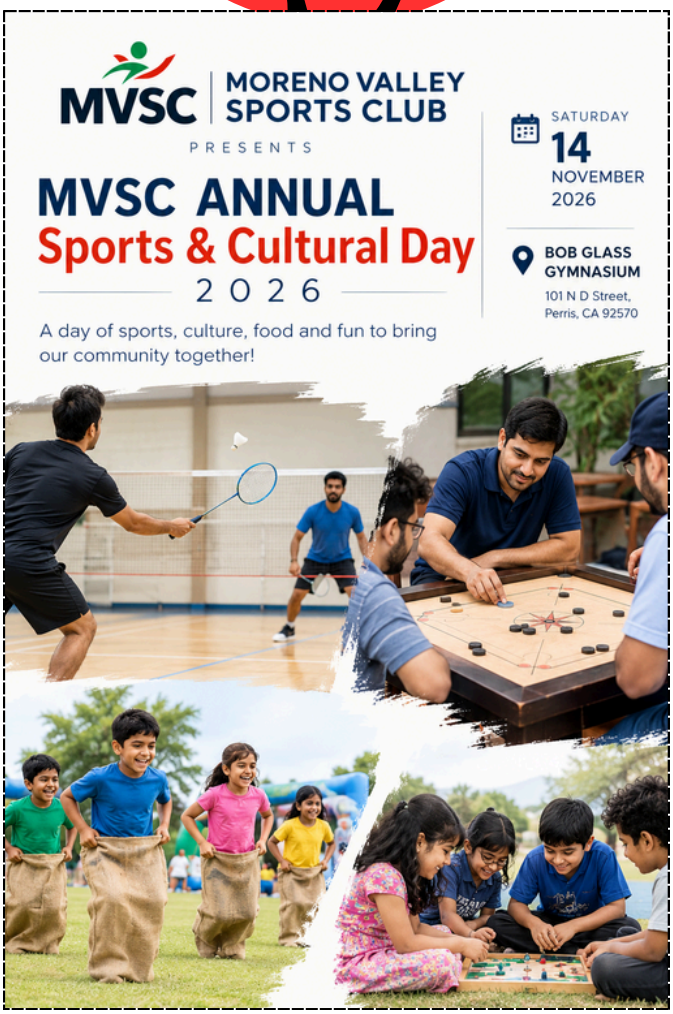

মোরেনো ভ্যালি স্পোর্টস ক্লাবের ঘোষণায় রয়েছে ব্যাডমিন্টন ও ক্যারম টুর্নামেন্ট, শিশুদের খেলা, খাবারের স্টল, সংগীত ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। অনুষ্ঠানস্থল পেরিসের বব গ্লাস জিমনেশিয়াম।

দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার প্রবাসী কমিউনিটিকে খেলাধুলা ও সংস্কৃতির দিনে একত্র করার লক্ষ্যে ১৪ নভেম্বর বার্ষিক আয়োজনের ঘোষণা দিয়েছে মোরেনো ভ্যালি স্পোর্টস ক্লাব (MVSC)। আয়োজকদের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, MVSC Annual Sports & Cultural Day 2026 শনিবার দুপুর ১২টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত পেরিসের বব গ্লাস জিমনেশিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে।

ঘোষণায় দিনের সূচিতে রয়েছে বেঙ্গল কাপ ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট, পুরুষদের ক্যারম প্রতিযোগিতা, নারীদের লুডু, শিশুদের খেলা, খাবার ও স্থানীয় বিক্রেতাদের স্টল, সংগীত-নৃত্যসহ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা এবং র‍্যাফেল ড্র। খেলোয়াড়দের জন্য নগদ পুরস্কার, ট্রফি, পদক ও উপহারের কথাও জানিয়েছে আয়োজকেরা।

উপদেষ্টা পরিচিতি ও আয়োজন

আয়োজকদের শেয়ার করা পোস্টারে আলম খন্দকার সহ বেস কয়েকজন কে MVSC-এর ২০২৫–২৬ কমিটির জ্যেষ্ঠ উপদেষ্টা হিসেবে পরিচয় করানো হয়েছে। ক্লাবের উপদেষ্টারা পরিবার ও বন্ধুদের নিয়ে অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

পোস্টারে দেওয়া বিবরণ অনুযায়ী, এই আয়োজনের লক্ষ্য প্রতিযোগিতামূলক খেলার পাশাপাশি পরিবার, শিশু, শিল্পী ও স্থানীয় বিক্রেতাদের জন্যও একটি মিলনমেলা তৈরি করা। তবে কোন খেলা কখন হবে, প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের নিয়ম কী, কিংবা দর্শকদের প্রবেশমূল্য আছে কি না—এসব বিষয়ে ঘোষণায় বিস্তারিত নেই।

পুরোনো জিমনেশিয়ামে নতুন কমিউনিটি আয়োজন

অনুষ্ঠানস্থল বব গ্লাস জিমনেশিয়ামের ঠিকানা ১০১ নর্থ ডি স্ট্রিট, পেরিস, ক্যালিফোর্নিয়া ৯২৫৭০। পেরিস শহরের ওয়েবসাইটে জিমনেশিয়ামটির ঠিকানা ও কমিউনিটি কার্যক্রমের তথ্য দেওয়া আছে। শহরের ঐতিহাসিক বিবরণ অনুযায়ী, ভবনটি ১৯৩১ সালে পেরিস হাইস্কুলের জিমনেশিয়াম হিসেবে নির্মিত হয়েছিল; বর্তমানে এটি কমিউনিটির নানা কার্যক্রমে ব্যবহৃত হয়।

তারিখটিও সপ্তাহের দিনের সঙ্গে মেলে: ২০২৬ সালের ১৪ নভেম্বর শনিবার।

‘ক্যালিফোর্নিয়ার বৃহত্তম’ দাবির যাচাই

প্রচারপত্রে পুরুষদের ক্যারম প্রতিযোগিতাকে “California’s Largest Men’s Carrom Tournament” বলা হয়েছে। এটি আয়োজকদের প্রচারমূলক দাবি; স্বাধীন কোনো রেকর্ড বা প্রতিযোগিতার তথ্য দিয়ে এর বৃহত্তম হওয়ার বিষয়টি যাচাই করা যায়নি। তাই নিবন্ধে এটিকে প্রতিষ্ঠিত সত্য হিসেবে নয়, আয়োজকদের বর্ণনা হিসেবে উল্লেখ করা হলো।

জানা তথ্য ও যেগুলো এখনো অস্পষ্ট

জানা তথ্য: আয়োজকদের ঘোষণা অনুযায়ী অনুষ্ঠানটি ১৪ নভেম্বর ২০২৬, দুপুর ১২টা–রাত ১০টা; স্থান বব গ্লাস জিমনেশিয়াম, পেরিস। দিনটিকে শনিবার হিসেবে ক্যালেন্ডারেও নিশ্চিত করা যায়। খেলাধুলা, শিশুদের কার্যক্রম, খাবার, সাংস্কৃতিক পরিবেশনা ও র‍্যাফেলের পরিকল্পনা রয়েছে।

এখনো স্পষ্ট নয়: প্রবেশমূল্য, নিবন্ধন বা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের নিয়ম, খেলার সময়সূচি, পার্কিং, খাবারের স্টলের শর্ত এবং র‍্যাফেলের নিয়মাবলি। পেরিস শহরের জিমনেশিয়ামের সাধারণ কার্যক্রম-সংক্রান্ত পৃষ্ঠায় শনিবারের সময় দুপুর ১২টা পর্যন্ত উল্লেখ আছে।


WHEN EVERY MOVE MATTERS
trust the eye that never looks away
SONY
How sharp is your guard? Ours never blinks



হাজার গোলের ইতিহাস—CR7 কি আগে, নাকি শেষ হাসি মেসির?

ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো ও লিওনেল মেসির প্রতিদ্বন্দ্বিতা ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম আলোচিত অধ্যায়। দীর্ঘ দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে এই দুই তারকা নিজেদের অসাধারণ পারফরম্যান্স দিয়ে বিশ্ব ফুটবলকে মাতিয়ে রেখেছেন। এবার তাঁদের ক্যারিয়ারে যুক্ত হয়েছে নতুন এক আলোচনার বিষয়—কে আগে পৌঁছাবেন ১,০০০ গোলের ঐতিহাসিক মাইলফলকে?

রোনালদো বর্তমানে এই লক্ষ্যের তুলনামূলক কাছাকাছি। তাঁর দীর্ঘ ক্যারিয়ারে ক্লাব ও জাতীয় দলের হয়ে গোল করার ধারাবাহিকতা তাঁকে এই অর্জনের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে এসেছে। অন্যদিকে, মেসিও পিছিয়ে নেই। ইন্টার মায়ামি ও আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের হয়ে তাঁর গোলসংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। ফলে দুই কিংবদন্তির এই ব্যক্তিগত লড়াই ঘিরে ভক্তদের আগ্রহ আরও তীব্র হচ্ছে।

তবে গোলসংখ্যার ব্যবধানই পুরো গল্প নয়। মেসির প্রতি ম্যাচে গোল করার গড় তুলনামূলক বেশি হওয়ায় তাঁর কার্যকারিতা নিয়েও রয়েছে আলাদা আলোচনা। অন্যদিকে, রোনালদোর দীর্ঘ সময় ধরে বিভিন্ন লিগ ও প্রতিযোগিতায় গোল করে যাওয়ার ক্ষমতা তাঁর ক্যারিয়ারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। দুজনের খেলার ধরন, দলের ভূমিকা এবং প্রতিযোগিতার পরিবেশও তাঁদের পরিসংখ্যানকে প্রভাবিত করে।

এই দৌড়ে বয়স ও শারীরিক সক্ষমতাও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ক্যারিয়ারের শেষ পর্যায়ে এসেও নিয়মিত মাঠে থাকা, চোট এড়িয়ে চলা এবং গোলের সুযোগ কাজে লাগানো—সবকিছুই নির্ধারণ করতে পারে তাঁদের পরবর্তী পথচলা। পাশাপাশি ক্লাবের ম্যাচসংখ্যা, আন্তর্জাতিক সূচি এবং দলের কৌশলও মাইলফলক অর্জনের গতিকে প্রভাবিত করবে।

রোনালদো আগে ১,০০০ গোল পূর্ণ করলে সেটি হবে তাঁর দীর্ঘ ক্যারিয়ারের আরেকটি ঐতিহাসিক অর্জন। অন্যদিকে, মেসি আগে এই সীমা অতিক্রম করতে পারলে ফুটবলবিশ্বে নতুন আলোচনার জন্ম দেবে। তবে কে আগে পৌঁছাবেন, তা নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়।

একটি বিষয় স্পষ্ট—এই প্রতিযোগিতা কেবল দুই খেলোয়াড়ের গোলসংখ্যার লড়াই নয়; এটি তাঁদের দীর্ঘস্থায়িত্ব, ধারাবাহিকতা এবং ফুটবলের প্রতি অসাধারণ নিষ্ঠারও প্রতিচ্ছবি। ১,০০০ গোলের মাইলফলক যিনি প্রথম স্পর্শ করুন না কেন, এই যাত্রা ফুটবল ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।



ফিফা সভাপতির ১৭ লাখ ডলারের অর্থপ্রাপ্তি, প্রশ্নের মুখে স্বচ্ছতা

আন্তর্জাতিক ক্রীড়া ডেস্ক

ফিফা সভাপতি **জিয়ান্নি ইনফান্তিনোকে** ২০২৬ বিশ্বকাপ আয়োজনের সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে ১৭ লাখ ডলারের একটি অর্থপ্রদান করা হয়েছিল—এমন তথ্য প্রকাশের পর ফুটবলের সর্বোচ্চ সংস্থার আর্থিক স্বচ্ছতা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। ESPN-এর প্রতিবেদনে অর্থপ্রদানটিকে আগে প্রকাশ্যে না আসা পারিশ্রমিক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

বিশ্বকাপ এখন শুধু মাঠের প্রতিযোগিতা নয়; এটি সম্প্রচারস্বত্ব, স্পনসরশিপ, বিপণন এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিশাল ক্ষেত্র। ফলে টুর্নামেন্ট পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত প্রতিষ্ঠানের আর্থিক লেনদেন এবং শীর্ষ কর্মকর্তাদের পারিশ্রমিকের বিষয়টি স্বাভাবিকভাবেই জনস্বার্থের অংশ হয়ে ওঠে।

এখানে মূল প্রশ্ন শুধু অর্থের পরিমাণ নয়। অর্থপ্রদানের ধরন, চুক্তির শর্ত, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ফিফার সম্পর্ক এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক তথ্য যথাযথভাবে প্রকাশ করা হয়েছিল কি না—এসব বিষয়ও গুরুত্বপূর্ণ।

তবে অর্থপ্রদানের তথ্য প্রকাশিত হওয়া মাত্রই অনিয়ম প্রমাণিত হয় না। বিষয়টি মূল্যায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট চুক্তি, আর্থিক নথি এবং ফিফার আনুষ্ঠানিক ব্যাখ্যা প্রয়োজন। স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে এসব তথ্যের স্পষ্টতা ফুটবল প্রশাসনের প্রতি জনআস্থা বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

বিশ্ব ফুটবলের নেতৃত্বে থাকা কর্মকর্তাদের আর্থিক দায়বদ্ধতা নিয়ে এই আলোচনা তাই শুধু একজন ব্যক্তিকে ঘিরে নয়; বরং শতকোটি ডলারের ফুটবল অর্থনীতিতে জবাবদিহির মানদণ্ড নিয়েও।

অভিযোগ সামনে আসার পর ফিফা জানায়, ইনফান্তিনোকে দ্বিতীয় বেতন দেওয়া হয়নি এবং সংস্থাটি পারিশ্রমিক প্রকাশসংক্রান্ত নিয়ম মেনেই কাজ করেছে। ফিফার বক্তব্য অনুযায়ী, সভাপতির বার্ষিক পারিশ্রমিক ও অন্যান্য চুক্তিভিত্তিক সুবিধা স্বাধীন পারিশ্রমিক উপকমিটি নির্ধারণ করে। সংস্থাটি আরও দাবি করে, তাদের হিসাব স্বাধীনভাবে নিরীক্ষিত হয় এবং সংশ্লিষ্ট আর্থিক ঘোষণা প্রযোজ্য আইন অনুযায়ী করা হয়েছে।

ফিফার বক্তব্যের মূল বিষয় ছিল, আলোচিত অর্থকে নিয়মিত বেতন হিসেবে বিবেচনা করা ঠিক নয়। সংস্থাটি ব্যয় ও অর্থ ফেরতসংক্রান্ত পেমেন্টের সঙ্গে বেতন বা পারিশ্রমিকের পার্থক্য তুলে ধরে।

২০ অক্টোবরের সংশোধনী কেন গুরুত্বপূর্ণ?

বিতর্কের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসে ২০ অক্টোবর ২০২৬-এ। ওই দিন ফিফা জানায়, The Times তাদের আগের প্রতিবেদনে ভুল স্বীকার করে সংশোধনী প্রকাশ করেছে এবং ক্ষমা চেয়েছে।

ফিফার প্রকাশিত বিবৃতি অনুযায়ী, আগের প্রতিবেদনে ইনফান্তিনো ফিফার কাছ থেকে একটি দ্বিতীয় বেতন পেয়েছেন এবং ফিফা তা প্রকাশ করেনি—এমন দাবি করা হয়েছিল। The Times পরে জানায়, দ্বিতীয় বেতনের এই বর্ণনা সঠিক ছিল না। পেমেন্টটি ব্যয় ও অর্থ ফেরতসংক্রান্ত হওয়ায় সুইস প্রতিবেদনের নিয়মে সেটিকে পারিশ্রমিক হিসেবে বার্ষিক প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করার বাধ্যবাধকতা ছিল না—এমন ব্যাখ্যাও সংশোধনীতে দেওয়া হয়।

এই সংশোধনী প্রতিবেদনের প্রাথমিক অভিযোগের গুরুত্ব উল্লেখযোগ্যভাবে বদলে দেয়। ফলে আগের সংবাদকে অপরিবর্তিতভাবে উদ্ধৃত করে ইনফান্তিনোর বিরুদ্ধে গোপন বেতন গ্রহণ বা বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগকে প্রতিষ্ঠিত সত্য হিসেবে উপস্থাপন করা সঠিক হবে না।

ঘটনাটি দেখিয়েছে, আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রশাসনে আর্থিক তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে শুধু অঙ্ক জানা যথেষ্ট নয়। অর্থের উৎস, উদ্দেশ্য, হিসাবের ধরন এবং কোন দেশের কোন বিধি প্রযোজ্য—এসব বিষয়ও বুঝতে হয়।

বিশ্বকাপের মতো বৈশ্বিক প্রতিযোগিতার সঙ্গে যুক্ত প্রতিষ্ঠানের আর্থিক লেনদেন স্বাভাবিকভাবেই জনস্বার্থের বিষয়। তবে জবাবদিহির প্রশ্ন তুলতে হলে নথি ও বিধির যথাযথ ব্যাখ্যা জরুরি। একইভাবে, সংবাদমাধ্যমেরও দায়িত্ব হলো নতুন তথ্য পাওয়া গেলে প্রতিবেদন সংশোধন করা এবং আগের ভুল তথ্যের পুনঃপ্রচার ঠেকানো।

বালোগুন বিতর্কের পর নিয়ম বদলাতে পারে ফিফা



আন্তর্জাতিক ক্রীড়া ডেস্ক

২০২৬ বিশ্বকাপকে ঘিরে খেলোয়াড়দের শাস্তি, আপিল এবং নিষেধাজ্ঞা কার্যকরের নিয়ম নিয়ে নতুন করে আলোচনার জন্ম দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ফরোয়ার্ড ফোলারিন বালোগুনের ঘটনা। লাল কার্ড দেখার পর তাঁর এক ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা স্থগিত হওয়ায় প্রশ্ন উঠেছে—কোন পরিস্থিতিতে একজন খেলোয়াড় শাস্তি থেকে সাময়িক অব্যাহতি পেতে পারেন, আর সেই সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে কতটা স্বচ্ছ ও অভিন্ন নীতি অনুসরণ করা হয়?

ESPN-এর প্রতিবেদনে ফিফার নিয়ম পরিবর্তনের উদ্যোগের কথা উঠে এসেছে। বিষয়টি শুধু একজন খেলোয়াড়ের মাঠে ফেরার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং আন্তর্জাতিক ফুটবলে শৃঙ্খলাবিধি প্রয়োগ, আপিলের সুযোগ এবং প্রতিযোগিতায় ন্যায্যতা নিশ্চিত করার বৃহত্তর প্রশ্নের সঙ্গেও জড়িত।

বসনিয়া ম্যাচ থেকে বিতর্কের শুরু

ঘটনার সূত্রপাত ২০২৬ সালের ১ জুলাই, বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার বিপক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বকাপ ম্যাচে। ম্যাচের ৬৪তম মিনিটে প্রতিপক্ষের ডিফেন্ডার তারিক মুহারেমোভিচের পায়ে বালোগুনের বুটের সংস্পর্শকে কেন্দ্র করে তাঁকে সরাসরি লাল কার্ড দেখান রেফারি। ভিডিও সহকারী রেফারি বা ভিএআরের পর্যালোচনার পর এই সিদ্ধান্ত আসে। যুক্তরাষ্ট্র ম্যাচটি ২–০ গোলে জেতে, কিন্তু পরবর্তী ম্যাচে বালোগুনের খেলা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়।

বিশ্বকাপের নিয়ম অনুযায়ী, সরাসরি লাল কার্ডের কারণে সাধারণত পরবর্তী ম্যাচে নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হওয়ার কথা। ফলে বেলজিয়ামের বিপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ নকআউট ম্যাচে বালোগুনকে না পাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রের জন্য।

কিন্তু পরবর্তী সময়ে ফিফার ডিসিপ্লিনারি কমিটি তাঁর এক ম্যাচের স্বয়ংক্রিয় নিষেধাজ্ঞা এক বছরের পরীক্ষামূলক সময়ের জন্য স্থগিত করে। ফিফার ঘোষণায় বলা হয়, এই সময়ের মধ্যে একই ধরনের ও সমপর্যায়ের আরেকটি অপরাধ ঘটলে স্থগিত রাখা নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হতে পারে। ফলে বেলজিয়ামের বিপক্ষে মাঠে নামার সুযোগ পান বালোগুন।

কেন প্রশ্ন উঠল সিদ্ধান্তের ন্যায্যতা নিয়ে?

একজন খেলোয়াড়ের শাস্তি স্থগিত হওয়া নিজে থেকেই অনিয়মের প্রমাণ নয়। কিন্তু আন্তর্জাতিক ফুটবলের সবচেয়ে বড় প্রতিযোগিতায় এমন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে কোন বিধান প্রয়োগ করা হয়েছে, কেন ব্যতিক্রমের সুযোগ দেওয়া হয়েছে এবং একই পরিস্থিতিতে অন্য খেলোয়াড়দের ক্ষেত্রে কী হবে—এসব প্রশ্নের উত্তর গুরুত্বপূর্ণ।

ইউরোপীয় ফুটবল সংস্থা উয়েফা সিদ্ধান্তটির তীব্র সমালোচনা করে। ৬ জুলাই প্রকাশিত বিবৃতিতে সংস্থাটি জানায়, লাল কার্ডের পর স্বয়ংক্রিয় এক ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা স্থগিত করার সিদ্ধান্ত প্রতিযোগিতার ন্যায্যতা ও স্বচ্ছতা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি করেছে। উয়েফার বক্তব্য ছিল, একই ধরনের ঘটনায় অন্য খেলোয়াড়েরা নিয়মিত নিষেধাজ্ঞা ভোগ করে থাকলে একজন খেলোয়াড়ের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম প্রয়োগের যৌক্তিকতা পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন।

এই আপত্তির কেন্দ্রে ছিল নিয়মের সমান প্রয়োগ। ফুটবলে কোনো সিদ্ধান্ত শুধু সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড় বা দলের ওপর প্রভাব ফেলে না; সেটি অন্য দলগুলোর প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান এবং দর্শকদের আস্থার ওপরও প্রভাব ফেলতে পারে। তাই শাস্তি স্থগিতের আইনি ভিত্তি ব্যাখ্যা করা এবং একই ধরনের মামলায় কী নীতি অনুসরণ করা হবে, তা স্পষ্ট করা জরুরি।

ট্রাম্পের ফোনকল নিয়ে বিতর্ক

বালোগুনের নিষেধাজ্ঞা স্থগিতের ঘটনাটি আরও আলোচিত হয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনোর যোগাযোগের খবর সামনে আসার পর। ESPN-এর প্রতিবেদনে বলা হয়, ট্রাম্প ব্যক্তিগতভাবে ইনফান্তিনোকে বালোগুনের নিষেধাজ্ঞা পর্যালোচনার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। তবে ইনফান্তিনো দাবি করেছেন, ফিফার স্বাধীন ডিসিপ্লিনারি কমিটির সিদ্ধান্তে তাঁর কোনো হস্তক্ষেপ ছিল না।

এখানে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হলো—কোনো সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার অনুরোধ জানানো এবং সেই সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করা এক বিষয় নয়। প্রকাশিত প্রতিবেদনগুলো রাজনৈতিক যোগাযোগ নিয়ে প্রশ্ন তুললেও, শুধু যোগাযোগের তথ্য থেকে ডিসিপ্লিনারি কমিটির সিদ্ধান্তে সরাসরি হস্তক্ষেপ প্রমাণিত হয় না।

তবে এই ঘটনা আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রশাসনে স্বাধীনতা ও স্বচ্ছতার গুরুত্বকে সামনে এনেছে। বিশেষ করে কোনো বিশ্বকাপ আয়োজক দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের সঙ্গে ফিফা সভাপতির যোগাযোগ থাকলে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া স্বাধীন ছিল কি না, সে বিষয়ে যথাযথ ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়োজন আরও বেড়ে যায়।

নিয়ম পরিবর্তনের উদ্যোগ কতদূর এগিয়েছে?

বিতর্কের পর ফিফার নিয়ম সংশোধনের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। ESPN-এর ১৪ অক্টোবরের প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, ফিফার কাউন্সিল স্বয়ংক্রিয় এক ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা ভবিষ্যতে স্থগিত করার সুযোগ বন্ধ করার প্রস্তাব বিবেচনা করতে পারে। তবে প্রস্তাব আলোচনায় আসা এবং সেটি আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদিত হয়ে কার্যকর হওয়া এক বিষয় নয়।

১৫ অক্টোবরের পরবর্তী প্রতিবেদনে আরও নির্দিষ্ট তথ্য সামনে আসে। Yahoo Sports-এ প্রকাশিত USA Today-এর প্রতিবেদনে বলা হয়, ফিফা কাউন্সিল বালোগুনের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে শৃঙ্খলাবিধি পর্যালোচনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ফিফার বক্তব্য অনুযায়ী, তাদের লিগ্যাল কমিটি এই প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করবে এবং ডিসেম্বর ২০২৬-এর পরবর্তী কাউন্সিল সভায় বিষয়টি নিয়ে উপস্থাপনা করা হবে।

অর্থাৎ, এই মুহূর্তে সবচেয়ে সতর্ক ও তথ্যনির্ভর বর্ণনা হলো—ফিফা শৃঙ্খলাবিধি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করতে সম্মত হয়েছে। তবে স্বয়ংক্রিয় নিষেধাজ্ঞা স্থগিতের সুযোগ পুরোপুরি বাতিল করা হবে কি না, সংশোধিত নিয়মের চূড়ান্ত ভাষা কী হবে এবং তা কবে থেকে কার্যকর হবে, সে বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের অপেক্ষা রয়েছে।

রেফারি, ভিএআর ও ডিসিপ্লিনারি কমিটির ভূমিকা

ফুটবলের শৃঙ্খলাব্যবস্থায় একাধিক স্তর কাজ করে। মাঠের রেফারি খেলার মধ্যে সংঘটিত অপরাধের জন্য কার্ড দেখান। ভিএআর নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে রেফারির সিদ্ধান্ত পর্যালোচনায় সহায়তা করে। অন্যদিকে, ম্যাচ-পরবর্তী শাস্তি, নিষেধাজ্ঞা এবং সংশ্লিষ্ট বিধানের প্রয়োগের দায়িত্ব থাকে উপযুক্ত শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের।

আন্তর্জাতিক ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন বোর্ডের বা আইএফএবের নিয়ম অনুযায়ী, লাল কার্ড কোনো খেলোয়াড়কে মাঠ থেকে বহিষ্কারের নির্দেশ দেয়। কিন্তু ম্যাচ-পরবর্তী নিষেধাজ্ঞা কীভাবে কার্যকর হবে, তার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিযোগিতা ও নিয়ন্ত্রক সংস্থার শৃঙ্খলাবিধিও গুরুত্বপূর্ণ।

এ কারণে নিয়মের ভাষা এমন হওয়া প্রয়োজন, যাতে মাঠের সিদ্ধান্ত এবং পরবর্তী শাস্তিমূলক ব্যবস্থার মধ্যে অস্পষ্টতা কম থাকে। কোনো ব্যতিক্রমের সুযোগ থাকলে তার শর্ত, সীমা এবং প্রয়োগের মানদণ্ড আগেই স্পষ্ট করা উচিত। এতে খেলোয়াড়, কোচ, দল, রেফারি ও সমর্থকেরা সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা বুঝতে পারবেন।

ভবিষ্যতের জন্য কী শিক্ষা?

প্রথমত, স্বয়ংক্রিয় নিষেধাজ্ঞা স্থগিত করার সুযোগ থাকলে কোন পরিস্থিতিতে তা প্রয়োগ করা যাবে, তা স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করতে হবে। দ্বিতীয়ত, সিদ্ধান্তের পেছনে ব্যবহৃত বিধান ও যুক্তি যতটা সম্ভব স্বচ্ছভাবে প্রকাশ করা প্রয়োজন। তৃতীয়ত, একই ধরনের ঘটনায় বিভিন্ন দল ও খেলোয়াড়ের ক্ষেত্রে যেন অভিন্ন মানদণ্ড অনুসরণ করা হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে। একই সঙ্গে শাস্তিমূলক ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় নমনীয়তা এবং নিয়মের নিশ্চয়তার মধ্যে ভারসাম্য রাখাও গুরুত্বপূর্ণ।

বালোগুনের নিষেধাজ্ঞা স্থগিতের ঘটনা শেষ পর্যন্ত একজন খেলোয়াড়ের মাঠে ফেরার চেয়েও বড় আলোচনার জন্ম দিয়েছে। এটি আন্তর্জাতিক ফুটবলে শাস্তি প্রয়োগের ধারাবাহিকতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা এবং প্রশাসনিক স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।

ফিফার নিয়ম পর্যালোচনার সিদ্ধান্ত বিতর্কের একটি প্রাতিষ্ঠানিক জবাব দেওয়ার সুযোগ তৈরি করেছে। তবে প্রকৃত পরিবর্তন কতটা কার্যকর হবে, তা নির্ভর করবে চূড়ান্ত বিধান, তার প্রকাশ্য ব্যাখ্যা এবং ভবিষ্যতের ঘটনাগুলোতে নিয়মের ধারাবাহিক প্রয়োগের ওপর।

বিশ্বকাপের মতো প্রতিযোগিতায় মাঠের লড়াই যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি গুরুত্বপূর্ণ সেই লড়াই পরিচালনার নিয়মের প্রতি সবার আস্থা। বালোগুন বিতর্কের পর ফিফার সামনে এখন সেই আস্থা আরও সুদৃঢ় করার চ্যালেঞ্জ।

বিশ্বকাপে রেকর্ড পুরস্কারের বৃষ্টি: স্পেন পেল শতকোটি ডলারের গৌরব, কিন্তু ফুটবলের এই অর্থবিপ্লব কি সত্যিই সবার জন্য?

ফুটবল বিশ্বকাপ এখন শুধু বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় ক্রীড়া আসর নয়, এটি বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ অর্থনৈতিক ইভেন্টও। ২০২৬ বিশ্বকাপে ফিফা যে পরিমাণ অর্থ পুরস্কার হিসেবে বিতরণ করেছে, তা ইতিহাসে নজিরবিহীন। নতুন ৪৮ দলের বিশ্বকাপ, রেকর্ড দর্শকসংখ্যা, সম্প্রচারস্বত্ব, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম, স্পন্সরশিপ এবং বাণিজ্যিক আয়ের কারণে এবারের বিশ্বকাপ আর্থিক দিক থেকেও নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে।

ফিফার ঘোষিত কাঠামো অনুযায়ী, বিশ্বচ্যাম্পিয়ন স্পেন পেয়েছে ৫ কোটি মার্কিন ডলার (৫০ মিলিয়ন)। রানার্সআপ আর্জেন্টিনা পেয়েছে ৩ কোটি ৩০ লাখ ডলার (৩৩ মিলিয়ন)। এছাড়া তৃতীয়, চতুর্থ এবং নকআউট পর্বে ওঠা প্রতিটি দলের জন্যও উল্লেখযোগ্য অঙ্কের অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রতিটি অংশগ্রহণকারী দেশ প্রস্তুতি বাবদ অতিরিক্ত ১৫ লাখ ডলারও পেয়েছে।

বাংলাদেশি মুদ্রায় হিসাব করলে স্পেনের প্রাপ্ত অর্থ কয়েকশ কোটি টাকার সমান। তবে জাতীয় দলের খেলোয়াড়েরা এই অর্থ সরাসরি ফিফার কাছ থেকে পান না। ফিফা অর্থ প্রদান করে সংশ্লিষ্ট জাতীয় ফুটবল ফেডারেশনকে; এরপর প্রতিটি দেশের নিজস্ব নীতিমালা অনুযায়ী খেলোয়াড়, কোচিং স্টাফ এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের মধ্যে বোনাস বণ্টন করা হয়।

বিশ্বকাপ এখন কেবল ফুটবল নয়, একটি বহু-বিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি

ফোর্বস, ফাইন্যান্সিয়াল টাইমস, দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নালসহ আন্তর্জাতিক ব্যবসায়িক গণমাধ্যম বহু বছর ধরেই বলছে—ফিফার সবচেয়ে বড় সম্পদ মাঠের ফুটবল নয়, বরং মিডিয়া অধিকার, স্পন্সরশিপ, টিকিট, ডিজিটাল কনটেন্ট এবং বৈশ্বিক ব্র্যান্ড মূল্য।

২০২৬ বিশ্বকাপ সেই বাস্তবতাকে আরও স্পষ্ট করেছে।

ফিফা ইতোমধ্যে পরবর্তী বিশ্বকাপগুলোর সম্প্রচারস্বত্ব আরও উচ্চমূল্যে বিক্রির পরিকল্পনা করছে। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রে ফুটবলের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির ফলে সম্প্রচার অধিকার, স্ট্রিমিং এবং বিজ্ঞাপনের বাজার আরও বিস্তৃত হয়েছে।

ফুটবলের অর্থনীতি কোথায় যাচ্ছে?

ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো বহুবার বলেছেন, ফুটবলকে বৈশ্বিকভাবে আরও বিস্তৃত করতে আয় বাড়ানো জরুরি।

অন্যদিকে সমালোচকদের বক্তব্য, আয় বাড়ানোর পাশাপাশি স্বচ্ছতা, জবাবদিহি এবং অর্থ বণ্টনের ন্যায্যতা নিশ্চিত করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

ফুটবলপ্রেমীদের একটি বড় অংশ মনে করেন, বিশ্বকাপ শুধু ধনী ফেডারেশনগুলোর নয়; ছোট দেশগুলোর ফুটবল উন্নয়নেও এই বিপুল আয়ের বাস্তব প্রতিফলন দেখা উচিত।

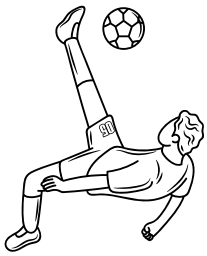



অর্থ বাড়ছে, কিন্তু বৈষম্যও কি বাড়ছে?

এই বিপুল অর্থায়ন নিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রীড়া অর্থনীতিবিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

সমর্থকদের যুক্তি

- বড় পুরস্কার বিশ্বকাপকে আরও প্রতিযোগিতামূলক করে।
- জাতীয় ফেডারেশনগুলো অবকাঠামো উন্নয়নে বিনিয়োগ করতে পারে।
- নারী ও যুব ফুটবলেও ভবিষ্যতে বিনিয়োগ বাড়ানোর সুযোগ তৈরি হয়।
- ছোট দেশগুলোর জন্য অংশগ্রহণই এখন আগের তুলনায় বেশি লাভজনক।

সমালোচকদের প্রশ্ন

- ফিফার মোট আয়ের তুলনায় খেলোয়াড় ও সদস্য দেশগুলোর অংশ কি যথেষ্ট?
- ধনী ফুটবল পরাশক্তি আরও ধনী হয়ে উঠছে না তো?
- আফ্রিকা, এশিয়া ও ছোট ফুটবল জাতিগুলো কি একই সুযোগ পাচ্ছে?
- ফুটবলের বাণিজ্যিকীকরণ কি খেলাটির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চেতনাকে দুর্বল করছে?

এই বিতর্ক নতুন নয়। ক্রীড়া অর্থনীতি নিয়ে সাইমন কুপার ও স্টেফান সিজমানস্কির আলোচিত বই Soccernomics-এও দেখানো হয়েছে, অর্থের প্রবাহ ফুটবলের মান বাড়ালেও সঠিক বণ্টন না হলে প্রতিযোগিতামূলক ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে।

করের জটিলতা: পুরো অর্থ খেলোয়াড়দের হাতে যায় না

বিশ্বকাপ যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত হওয়ায় কর-সংক্রান্ত নতুন বাস্তবতাও সামনে এসেছে।

আন্তর্জাতিক কর বিশেষজ্ঞদের মতে, যুক্তরাষ্ট্রে অর্জিত আয়ের ওপর বিভিন্ন ফেডারেল ও অঙ্গরাজ্যভিত্তিক কর প্রযোজ্য হতে পারে। ফলে ঘোষিত অর্থের পুরোটা খেলোয়াড় বা কর্মকর্তাদের হাতে নাও পৌঁছাতে পারে। বিভিন্ন দেশের করচুক্তি অনুযায়ী প্রকৃত প্রাপ্ত অর্থ ভিন্ন হতে পারে।


Unilever
Total moisture
Do the scratch test for yourself and see how Vaseline total Moisture's lond-lasting formula-with vitamin E and soy and oat Extras-moisturises and nourishes skin for 24 hours
Keeping skin amazing
Vaseline
total moisture
aloe fresh
Vaseline
total moisture
Vaseline
total moisture
cocoa radiant


REFRESH
YOUR MIND WITH
Sprite
Sprite


Red Bull
ENERGY DRINK

গত সপ্তাহের বিশ্ব

২০–২৭ অক্টোবর ২০২৬



সাপ্তাহিক
ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
NEWSPAPER FROM THE HEART OF AMERICA



২০–২৭ অক্টোবর ২০২৬ | আন্তর্জাতিক, বিশেষ খবর ও বিনোদন

বিশ্বজুড়ে ঘটে যাওয়া গুরুত্বপুর্ণ ঘটনা

বিশ্বের আলোচিত কিছু খবর

২১ – ২৭ অক্টোবর

A week that moved the world

আন্তর্জাতিক সংবাদ

২১–২৭ অক্টোবরর

আফ্রিকায় ইবোলা উদ্বেগ বাড়ল

২১ অক্টোবরর নাইজেরিয়া এক দশকের বেশি সময় পর প্রথম ইবোলা সংক্রমণের কথা জানায়। ২৭ অক্টোবরর কঙ্গোতে সংক্রমণ ১০ হাজার ছাড়ানোর খবর আসে। নাইজেরিয়ায় শনাক্ত রোগীকে পরে সুইজারল্যান্ডে নেওয়া হয়; আক্রান্তদের সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিদের খোঁজও চলছিল।



২৩ অক্টোবরর

জর্ডানে গির্জায় হামলা

কারাক অঞ্চলের একটি গির্জায় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় বন্দুকধারীর হামলায় অন্তত সাতজন নিহত এবং ৩৪ জন আহত হন—প্রাথমিকভাবে দেশটির নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষ এ তথ্য জানায়। হামলার পর জর্ডানে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়।



২৩–২৭ অক্টোবরর

ইউক্রেনের ওলেশকিতে স্থানীয় যুদ্ধবিরতি

রুশ-অধিকৃত ইউক্রেনীয় শহর ওলেশকিতে ত্রাণ পৌঁছানো ও বেসামরিক মানুষ সরিয়ে নেওয়ার জন্য ২৭ অক্টোবরর থেকে স্থানীয় যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয় রাশিয়া ও ইউক্রেন। ২৭ অক্টোবরর যুদ্ধবিরতির আওতা আরও বাড়ানোর কথা জানান মেলানিয়া ট্রাম্প।



২৪ অক্টোবরর

তাইওয়ানে টাইফুন চাম্পির আঘাত

চাম্পি টাইফুনে তাইওয়ানে একজনের মৃত্যু এবং ৫২৭ জন আহত হওয়ার খবর জানায় দেশটির ফায়ার সার্ভিস। ঝড়ে বহু গাছ উপড়ে পড়ে এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাহত হয়।



২৫ অক্টোবরর

ব্রাজিলে লুলার পুনর্নির্বাচন

রান-অফ ভোটে ৫১.৮ শতাংশ ভোট পেয়ে পুনর্নির্বাচিত হন প্রেসিডেন্ট লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভা। প্রতিদ্বন্দ্বী ফ্লাভিও বোলসোনারো ফল মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানান।



২৫ অক্টোবরর

সার্বিয়ায় ছাত্র-সমর্থিত বিরোধী জোটের জয়

সংসদীয় নির্বাচনে ছাত্র-সমর্থিত বিরোধী আন্দোলনের কাছে পরাজয় স্বীকার করেন আলেকসান্দার ভুচিচ। দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনের পর এ ফল সার্বিয়ার রাজনীতিতে বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে।



২৭ অক্টোবরর

সৌদি আরবে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার দাবি

ইয়েমেনের হুথিরা সৌদি আরবের রাস তানুরা তেল শোধনাগারে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার দাবি করে। সৌদি কর্তৃপক্ষ তখনও শোধনাগারে হামলার খবর নিশ্চিত করেনি; তবে রিয়াদের দিকে ছোড়া দুটি ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিহত করা হয়েছে বলে জানায় সৌদি নেতৃত্বাধীন জোট।



২৭ অক্টোবরর

ইন্দোনেশিয়ার বোর্নিওতে দাবানলের ধোঁয়া

বন আগুনের ধোঁয়ায় শ্বাসকষ্টে ভোগা বাসিন্দাদের সহায়তায় কালিমান্তানের পালাংকা রায়া শহরে অক্সিজেন-সুবিধাযুক্ত বাস চালু করা হয়।



হলিউড, বলিউড ও ঢালিউড

২১–২৫ অক্টোবরর

হলিউডে ৪০তম AFI FEST

লস অ্যাঞ্জেলেসে পাঁচ দিনব্যাপী উৎসবে ৫০টি দেশের ১৫৮টি চলচ্চিত্র দেখানো হয়। উৎসবের বিশেষ আয়োজনে কোয়েন্টিন টারান্টিনোর সঙ্গে আলোচনা ও Once Upon a Time... in Hollywood প্রদর্শনী ছিল।



২৫ অক্টোবরর

বক্স অফিসে ‘Clayface’ শীর্ষে

যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় প্রথম সপ্তাহান্তে আনুমানিক ২৪ মিলিয়ন ডলার আয় করে DC-র Clayface। একই সপ্তাহান্তে এলিজাবেথ হোমসকে নিয়ে নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র You Can See Everything ১৯.৫ মিলিয়ন ডলার আয় করে আলোচনায় আসে।



২৭ অক্টোবরর

শাহরুখ খানের ‘KING’-এর নতুন পোস্টার

আসন্ন অ্যাকশন-থ্রিলার KING-এর নতুন পোস্টার প্রকাশ করেন শাহরুখ খান। ছবিটি ২৪ ডিসেম্বর ২০২৬ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির কথা রয়েছে; এতে সুহানা খান ও অভিষেক বচ্চনও অভিনয় করেছেন।



২৩ অক্টোবরর

ঢালিউডের মডেল ও অভিনেত্রী তুলনা আল হারুনের মৃত্যু

মডেল, অভিনেত্রী ও টিভি উপস্থাপক তুলনা আল হারুন ৩৯ বছর বয়সে ঢাকায় মারা যান। তাঁর মা মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেন; প্রভিডেন্স অনুযায়ী, তিনি ক্যানসারের চিকিৎসাধীন ছিলেন।



পারো কি
তুমি
বুঝতে?

পারো
অনুভব
করতে?

কী দারুন
আনন্দ
জাগে মনে!







লস অ্যাঞ্জেলেস মেয়র নির্বাচন: কে এগিয়ে — ব্যাস না রামান?

প্রাইমারিতে বর্তমান মেয়র কারেন ব্যাস প্রায় ৪৫ হাজার ভোটে এগিয়ে ছিলেন।কিন্তু রানঅফের আগে প্রকাশিত জরিপে নিথ্যা রামান এগিয়ে–যদিও অনির্ধারিত ভোটার অনেক, আর জরিপগুলোর ফলও এক নয়।

লস অ্যাঞ্জেলেসের মেয়র নির্বাচনে এখন লড়াই দুজনের: বর্তমান মেয়র কারেন ব্যাস এবং সিটি কাউন্সিল সদস্য নিথ্যা রামান। জুনের প্রাইমারিতে ব্যাস প্রথম হয়েছিলেন; কিন্তু নভেম্বরে মুখোমুখি হওয়ার আগে প্রকাশিত সাম্প্রতিক জরিপগুলোতে রামান এগিয়ে। সেই ব্যবধানকে নিশ্চিত জয়ের পূর্বাভাস ভাবার সুযোগ নেই—প্রকাশিত জরিপে এখনও উল্লেখযোগ্যসংখ্যক ভোটার সিদ্ধান্ত নেননি, আর কয়েকটি জরিপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রায় সমানে সমান।

লস অ্যাঞ্জেলেস কাউন্টির চূড়ান্ত ফল অনুযায়ী, ২ জুনের প্রাইমারিতে ব্যাস পেয়েছিলেন ২ লাখ ৯২ হাজার ৫৯৩ ভোট —৩৪.২৭ শতাংশ। রামান পান ২ লাখ ৪৭ হাজার ৭৮১ ভোট—২৯.০২ শতাংশ। ব্যাসের ব্যবধান ছিল ৪৪ হাজার ৮১২ ভোট। কোনো প্রার্থী ৫০ শতাংশের বেশি না পাওয়ায় শীর্ষ দুইজন ৩ নভেম্বরের রানঅফে উঠেছেন। প্রাইমারিতে মোট ১৪ জন প্রার্থী ছিলেন।

জরিপে রামানের লিড—কিন্তু ভোটের ফল নয়

এখন পর্যন্ত সবচেয়ে আলোচিত স্বাধীন জরিপটি করেছে ইউসি বার্কলির Institute of Governmental Studies; এতে সহ-অংশীদার ছিল লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমস। ১৫–২০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ২,১৫০ জন সম্ভাব্য ভোটারের মত নেওয়া ওই জরিপে রামান পেয়েছেন ৩৯ শতাংশ সমর্থন, ব্যাস ২৮ শতাংশ। ৩৩ শতাংশ ভোটার তখনও সিদ্ধান্ত নেননি; জরিপটির ত্রুটিসীমা প্রায় তিন শতাংশ পয়েন্ট।

অক্টোবরের জরিপগুলোও রামানের পক্ষে, তবে তাদের পদ্ধতি ও পৃষ্ঠপোষকতা বিবেচনায় রাখা দরকার। রামান-সমর্থক একটি স্বাধীন ব্যয়কারী গোষ্ঠীর অর্থায়নে ২–৭ অক্টোবরের জরিপে রামান ৪৩, ব্যাস ৩৩ শতাংশ সমর্থন পেয়েছেন; ২৩ শতাংশ ছিলেন অনির্ধারিত। অন্যদিকে, United Firefighters of Los Angeles City, Local 112-এর অর্থায়নে করা জরিপে রামান ৩৫ ও ব্যাস ৩৩ শতাংশে—দুই শতাংশ পয়েন্টের ব্যবধানটি ওই জরিপের চার শতাংশ পয়েন্টের ত্রুটিসীমার ভেতরে। অর্থাৎ এই জরিপে ব্যবধান পরিসংখ্যানগতভাবে নিশ্চিত লিড দেখায় না।

ভোটারগোষ্ঠীভেদেও চিত্র একরকম নয়। সেপ্টেম্বরের বার্কলি–টাইমস জরিপে লাতিনো সম্ভাব্য ভোটারদের মধ্যে রামান ৪৫ শতাংশ, ব্যাস ২১ শতাংশ সমর্থন পেয়েছিলেন; ৩৪ শতাংশ অনির্ধারিত ছিলেন। কিন্তু অক্টোবরের ৯ তারিখে প্রকাশিত BSP Research-এর জরিপে লাতিনো ভোটারদের মধ্যে ব্যাস ৪০ শতাংশ, রামান ২৮ শতাংশ; ৩২ শতাংশ অনির্ধারিত। এই জরিপটি "Unidos con Karen Bass"-এর জন্য করা হয়েছিল। এর পদ্ধতিগত বিবরণে ফোন ও অনলাইন সাক্ষাৎকারে বড় পার্থক্যের কথাও আছে—ফোনে ব্যাস এগিয়ে, অনলাইনে রামান। ফলে দুটি জরিপকে সরাসরি তুলনা করে লাতিনো ভোটারের মত কোন দিকে গেছে, তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না।

প্রচারের কেন্দ্রে শহরের দৈনন্দিন সংকট

এই দৌড়ে কে এগিয়ে, তার উত্তর শুধু জরিপে নেই। গৃহহীনতা, আবাসনের খরচ, জননিরাপত্তা এবং নগর প্রশাসনের সক্ষমতা —এসব প্রশ্নেই ভোটারদের কাছে দুই প্রার্থীর রেকর্ড ও প্রতিশ্রুতির তুলনা হচ্ছে।

ব্যাসের প্রশাসন গৃহহীন মানুষকে অস্থায়ী আশ্রয়ে নেওয়ার জন্য Inside Safe কর্মসূচি চালিয়েছে। সমর্থকেরা এটিকে রাস্তায় থাকা মানুষকে জরুরি আশ্রয় দেওয়ার উদ্যোগ হিসেবে দেখান। সমালোচকেরা জানতে চান, অস্থায়ী আশ্রয় থেকে কতজন স্থায়ী বাসায় পৌঁছেছেন এবং সরকারি ব্যয়ে তার দীর্ঘমেয়াদি ফল কী। আগের খসড়ায় উদ্ধৃত LAHSA-র ২০২৬ সালের হিসাবেও শহরে গৃহহীন মানুষের সংখ্যা প্রায় ৪৫ হাজার দেখানো হয়েছিল; ওই পরিবর্তন পরিসংখ্যানগতভাবে তাৎপর্যপূর্ণ নয় বলে সংস্থাটি জানিয়েছে। ফলে সংকটের গতিপথ নিয়ে একটি সংখ্যাকে একা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসেবে পড়া উচিত নয়।

আবাসন নিয়েও বিতর্কটি শুধু কতগুলো প্রকল্প অনুমোদিত হলো, তা নিয়ে নয়। ব্যাসের প্রশাসন সাশ্রয়ী আবাসন প্রকল্পের অনুমোদন ও নির্মাণ ত্বরান্বিত করার পদক্ষেপের কথা বলছে। রামান ভাড়াটেদের সুরক্ষা ও আবাসন সরবরাহ বাড়ানোর কথা বললেও, তাঁর নীতিগত অবস্থান বদল নিয়েও প্রশ্ন আছে। এলএ বাংলা টাইমস-এর ১২ অক্টোবরের প্রতিবেদনে পুলিশ নিয়োগ, জনপরিসরে গৃহহীনদের তাঁবু নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব এবং Measure ULA আবাসন-কর বিষয়ে রমনের অবস্থান পরিবর্তনের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। রমানের ব্যাখ্যা—বাজেট ও জননিরাপত্তা সম্পর্কে নতুন তথ্য পাওয়ার পর তিনি কিছু অবস্থান পুনর্বিবেচনা করেছেন; সমালোচকদের প্রশ্ন, এই পরিবর্তন বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া, নাকি নির্বাচনী কৌশল।

জননিরাপত্তায়ও একই ধরনের জবাবদিহির প্রশ্ন রয়েছে। রামান অতীতে পুলিশ বাজেট কমানোর পক্ষে ছিলেন; এখন বলছেন, লস অ্যাঞ্জেলেস পুলিশ বিভাগের সদস্যসংখ্যা আর কমতে দেওয়া উচিত নয়। ব্যাস পুলিশ নিয়োগ ও বেতন বৃদ্ধির পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। ভোটারেরা তাই শুধু কে বেশি পুলিশ বা কোন বাজেট চান তা নয়—প্রস্তাবগুলোর খরচ, বাস্তবায়ন এবং শহরের নিরাপত্তায় পরিমাপযোগ্য প্রভাব কী হবে, সেটিও বিচার করবেন।

প্রাইমারি ও জরিপের ফারাক কেন গুরুত্বপূর্ণ

প্রাইমারিতে ব্যাস এগিয়ে ছিলেন—এটি গণনা করা ভোটের ফল। রানঅফের আগে জরিপে রামান এগিয়ে—এটি নির্দিষ্ট সময়ে সম্ভাব্য ভোটারদের একটি নমুনার মতামত। প্রাইমারির পর প্রচার, প্রার্থীদের নীতি, ভোটার উপস্থিতি এবং অনির্ধারিতদের সিদ্ধান্ত—সবই অবস্থান বদলাতে পারে। জুনে প্রাথমিক গণনায় স্পেন্সার প্র্যাট রামানের আগে ছিলেন, কিন্তু পরে গণনা হওয়া ব্যালটে রামান তাঁকে ছাড়িয়ে যান।


FA
SH
IO
N
TREND
2030

THIS FALL AESTHETICS

The essence of being trendy is discovering what resonates with you.













fall/winter 2027













STAY CONNECTED

সাপ্তাহিক
ক্যালিফোর্নিয়ার চিঠি
NEWSPAPER FROM THE HEART OF AMERICA

Follow Us On *Social Media*

Stay updated with our latest news,
stories and updates.

Facebook

Instagram

X

LinkedIn

Let's stay in touch